বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

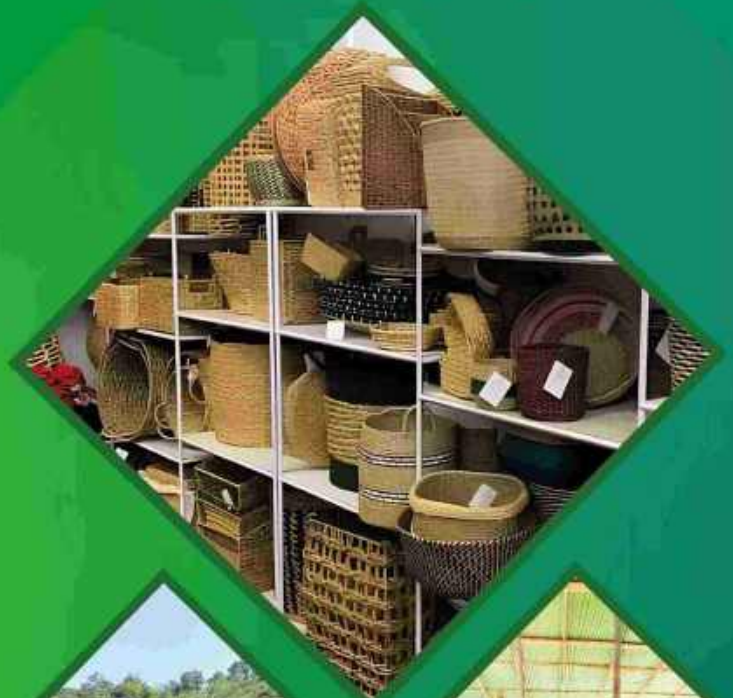

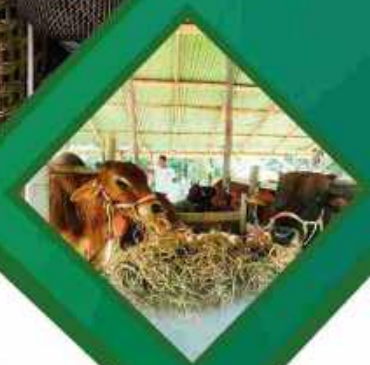

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

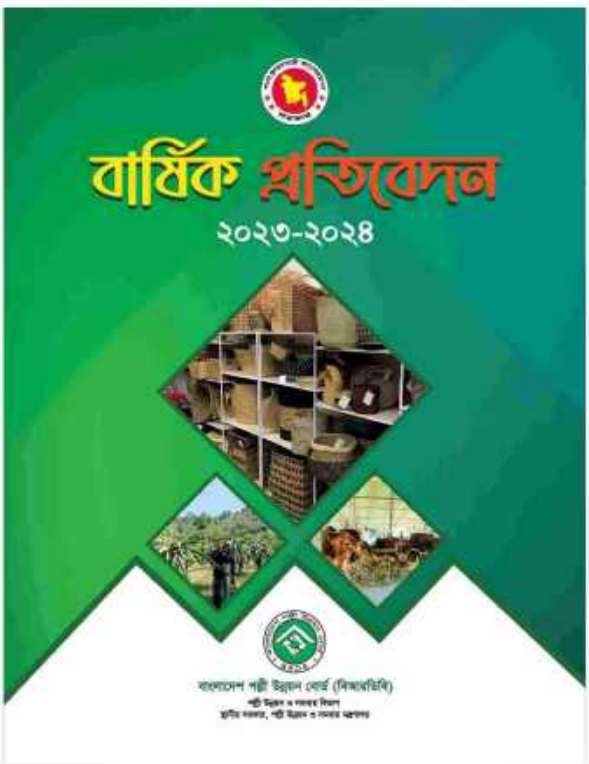

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০২৪

মুদ্রণ
চিলি কমিউনিকেশনস লিমিটেড
হোল্ডিং নং ৮২, ব্লক এ, সড়ক ২
নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা ১২১২

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

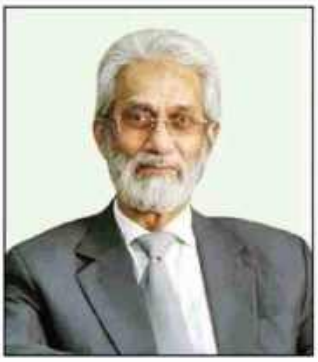

এ. এফ. হাসান আরিফ
উপদেষ্টা
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।

বাণী

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে দেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছরের মতো ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

ষাটের দশকে বিশ্বনন্দিত কুমিল্লা মডেলের দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে তৎকালীন সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) তথা বর্তমান বিআরডিবি'র যাত্রা শুরু হয়েছিল। সে সময় কৃষকদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, তদারকি ঋণ, সেচযন্ত্রসহ বিভিন্ন আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার মাধ্যমে দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং পল্লীতে কৃষিভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। এ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালে আইআরডিপি'র কার্যক্রম সারা দেশে সম্প্রসারিত হয়। আশির দশকে গ্রামীণ জনপদে ব্যাপক কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বিশেষায়িত সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে আইআরডিপি'কে বিআরডিবিতে রূপান্তর করা হয়। তখন থেকেই নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিবার-পরিকল্পনা, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে সামাজিক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে একটি দক্ষ গ্রামীণ জনসম্পদ সৃষ্টিতে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পরবর্তীকালে বিআরডিবি বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ সকল বহুমুখী উন্নয়ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি খাতে পল্লীর জনগণকে সম্পৃক্ত করে বিআরডিবি আজ একটি জনবান্ধব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, আগামী দিনে বিআরডিবি'র প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সামর্থ্য যথাযথভাবে কাজে লাগানো হলে দেশের পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম আরও বেগবান ও ফলপ্রসূ হবে।

আমি আশা করি, এ বার্ষিক প্রতিবেদনে বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রমের চিত্র সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হবে। প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এ. এফ. হাসান আরিফ

আঃ গাফ্‌ফার খান
মহাপরিচালক [গ্রেড-১]
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ষাটের দশকে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত "কুমিল্লা মডেল" বাস্তবায়নের মাধ্যমে গড়ে ওঠে বিআরডিবি। এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকৌশল হলো পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদেরকে সমবায় সমিতি এবং পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে সংগঠিত করে তাঁদের পুঁজি গঠন, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদান, পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি, উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ, নেতৃত্বের বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, সম্প্রসারণ কার্যক্রম ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা। এ সকল কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ফলস্বরূপ মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর ইতিবাচক প্রভাব প্রতিফলিত হয়। বিআইডিএস কর্তৃক ২০১০ সালে পরিচালিত এক গবেষণায় জাতীয় পর্যায়ে জিডিপি'তে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩% মর্মে উল্লেখ করা হয়।

বিআরডিবি জন্মলগ্ন থেকেই সেচযন্ত্র ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহের মাধ্যমে দেশের কৃষি তথা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। পরবর্তী সময়ে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতি কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিআরডিবি পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নব নব কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা দূরীকরণ কার্যক্রম, কার্যকর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে লিংক মডেল ও ক্ষুদ্র স্কীম বাস্তবায়ন, অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে কার্যক্রম, কিশোরীদের সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি। সম্প্রতি 'পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী গঠন' বিআরডিবি'র কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বিআরডিবি'র সার্বিক কর্মকাণ্ড চিত্রায়িত করে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। বার্ষিক প্রতিবেদনটিতে আকর্ষণীয় ও তথ্যবহুল করে তোলার জন্য যারা বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন, তাদের প্রতিও রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আঃ গাফ্‌ফার খান

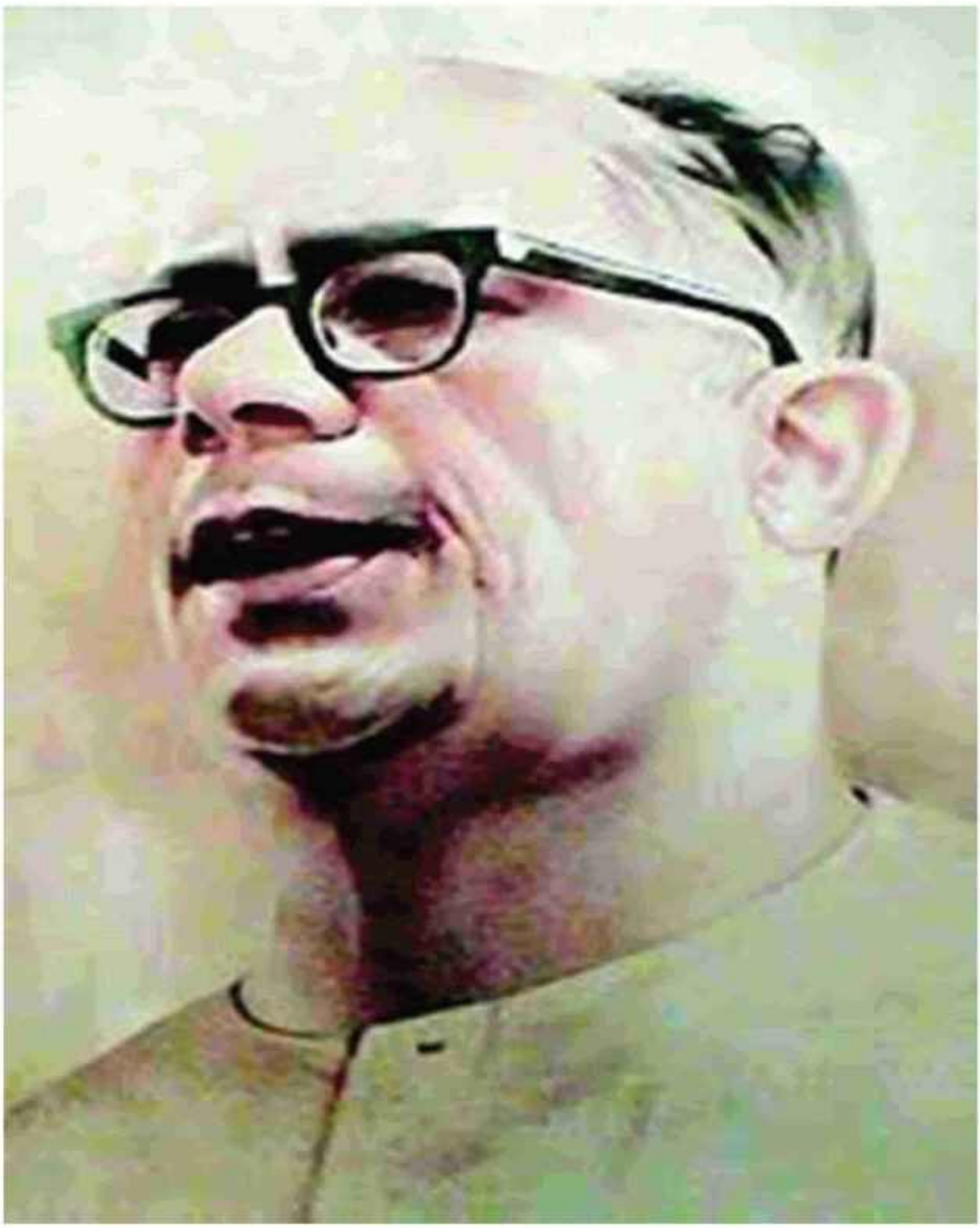

দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির প্রবর্তক ড. আখতার হামিদ খান

পরিচালক (পরিকল্পনা)
অতিরিক্ত সচিব
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস-এর কাজে নিয়োজিত একটি বৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান। ষাটের দশকের শেষ ভাগে গ্রামীণ জনশক্তিকে সংগঠিত করে উন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ড. আখতার হামিদ খান বিশ্বনন্দিত কুমিল্লা মডেল প্রবর্তন করেন। এ মডেলের আওতায় পল্লীর জনগণ ও জনপদের বহুমাত্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) করা হয়। পরবর্তীকালে আইআরডিপি'র সফলতা মূল্যায়ন করে পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল ও সম্প্রসারণ করার জন্য ১৯৮২ সালে আইআরডিপি'কে অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) তে রূপান্তর করা হয়।

বিআরডিবি দেশের প্রান্তিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জীবনমান উন্নয়নে পল্লীর জনসাধারণের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানটি মানব সংগঠন সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, কৃষিঋণ, ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ, নেতৃত্বের বিকাশ, নিজস্ব শেয়ার-সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন ইত্যাদির মাধ্যমে পল্লীর দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া বিআরডিবি তার কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়ন করে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কৃষি উন্নয়ন ছাড়াও নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে যুগোপযোগী প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করে যাচ্ছে।

বিআরডিবি'র নিয়মিত বার্ষিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিবছরের মতো ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরেও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। প্রতিবেদনটিতে বিআরডিবি'র বিভিন্ন বিভাগওয়ারি অগ্রগতিসহ আলোচ্য বছরের মানব সংগঠন সৃষ্টি, সদস্য অন্তর্ভুক্তি, মূলধন সৃষ্টি, ঋণ কার্যক্রম, প্রশিক্ষণসংক্রান্ত তথ্য, সফলতার কাহিনি, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভুক্ত প্রকল্পসহ বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঠকগণ প্রতিবেদনে বিআরডিবি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন বলে আশা করছি।

পরিকল্পনা বিভাগের গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সম্পাদনা ও উপদেষ্টা কমিটির সদস্যবৃন্দের আলোচনা/পর্যালোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, সংযোজন ও পরিমার্জন করে এ বছরের প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

বিআরডিবি'র মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যার গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা, সার্বিক তদারকি ও সহযোগিতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে ভুল-ত্রুটি এবং গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় সন্নিবেশিত না হয়ে থাকলে তা সকলের প্রতি পরিমার্জন হিসেবে দেখার জন্য অনুরোধ করা হলো। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি আরো তথ্যবহুল, ত্রুটিমুক্ত ও আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্টদের নিকট সুনির্দিষ্ট তথ্য ও মতামত প্রদানের অনুরোধ রইল। প্রতিবেদনটিতে প্রতিফলিত বিষয়াদি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

সরদার মোঃ কেরামত আলী

সম্পাদনা ও প্রকাশনা পরিষদ

উপদেষ্টা পর্ষদ

উপদেষ্টা

আঃ গাফ্‌ফার খান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

সদস্যবৃন্দ

সরদার মোঃ কেরামত আলী
পরিচালক (পরিকল্পনা)

মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

মোহাম্মদ মনোয়ার উজ জামান
পরিচালক (সরেজমিন)

মুহাম্মদ ইকবাল হুসাইন
পরিচালক (প্রশাসন)

নাদিরা হায়দার
পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

সম্পাদনা পর্ষদ

আহ্বায়ক

সরদার মোঃ কেরামত আলী
পরিচালক (পরিকল্পনা)

সদস্যবৃন্দ

মোঃ সাজেদুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক (আরইএম)
এ কে এম আশরাফুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
ড. মোঃ জিয়াউর রশীদ, উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)
মোহাম্মদ মহিদুর রহমান মোল্লা, উপপরিচালক (প্রশাসন-১)
মোছাঃ সাজেদা খাতুন, সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন)

কর্ম সহযোগী

মোঃ রহিনুর ইসলাম, লাইব্রেরিয়ান
মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, গবেষণা কর্মকর্তা, গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা
লতিফা খাতুন, স্টেনোগ্রাফার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উচ্চমান সহকারী, আরইএম অনুবিভাগ

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	**প্রথম অধ্যায়: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর পরিচিতি**	১১
১.১	বিআরডিবি'র ক্রমবিকাশ	১২
১.২	রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি	১৩
১.৩	বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদ	১৪
১.৪	সাংগঠনিক স্তর	১৫
২	**দ্বিতীয় অধ্যায়: বিআরডিবি'র বিভাগসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম**	১৬
২.১	মহাপরিচালকের দপ্তর	১৭
২.২	প্রশাসন বিভাগ	১৮
২.৩	অর্থ ও হিসাব বিভাগ	২১
২.৪	পরিকল্পনা বিভাগ	২৪
২.৫	সরেজমিন বিভাগ	৩০
২.৬	প্রশিক্ষণ বিভাগ	৩৫
২.৬.১	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩৭
৩	**তৃতীয় অধ্যায়: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআরডিবি'র কার্যক্রমভিত্তিক অর্জন**	৪১
৩.১	এক নজরে কার্যক্রমের অগ্রগতি	৪২
৩.২	মানব সংগঠন সৃষ্টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি	৪৩
৩.৩	মূলধন সৃষ্টি	৪৪
৩.৪	ঋণ কার্যক্রম	৪৫
৩.৫	মানবসম্পদ উন্নয়ন	৪৮
৩.৬	কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৪৯
৩.৭	পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ সৃষ্টি	৫০
৩.৮	সম্প্রসারণ কার্যক্রম	৫৩
৩.৯	নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি	৫৪
৩.১০	আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে বিআরডিবি	৫৫
৪	**চতুর্থ অধ্যায়: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআরডিবি'র বিশেষ কার্যক্রম**	৫৯
৪.১	সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি (iBAS++) সৃজন ও বাস্তবায়ন	৬০
৫	**পঞ্চম অধ্যায়: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভুক্ত প্রকল্পসমূহ**	৬১
৫.১	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়	৬২
৫.২	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)	৬৪
৫.৩	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় সংশোধিত)	৬৫
৫.৪	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)- ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) (বিআরডিবি'র অংশ)	৬৭

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬	**ষষ্ঠ অধ্যায়: চলমান কর্মসূচিসমূহ**	৬৮
৬.১	নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহ	৬৯
৬.১.১	মূল কর্মসূচি	৬৯
৬.১.২	মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	৭০
৬.১.৩	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)	৭১
৬.১.৪	পল্লী প্রগতি কর্মসূচি	৭২
৬.১.৫	উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)	৭৩
৬.১.৬	পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)	৭৪
৬.১.৭	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	৭৫
৬.১.৮	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক)	৭৬
৬.১.৯	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি	৭৭
৬.১.১০	অপ্রধান শস্য কর্মসূচি	৭৯
৬.১.১১	পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি	৮০
৬.২	অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি	৮২
৬.২.১	পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি	৮২
৬.২.২	বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচি	৮৩
৬.২.৩	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২	৮৪
৬.২.৪	গুচ্ছ গ্রাম (সিভিআরপি) প্রকল্প	৮৫
৭	**সপ্তম অধ্যায়:** সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা	৮৭
৮	**অষ্টম অধ্যায়:** বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন	৯২
৯	**নবম অধ্যায়:** বিআরডিবি'র স্থাবর সম্পদ	৯৯
১০	**দশম অধ্যায়:** সফলতার গল্প	১০১
১১	**একাদশ অধ্যায়:** বিআরডিবি'র গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল	১১৬
১২	**দ্বাদশ অধ্যায়:** চিত্রে বিআরডিবি	১২৩

বিআরডিবি'র অঙ্গীকার
উন্নত সমৃদ্ধ পল্লী গড়ার

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর পরিচিতি

১.১ বিআরডিবি'র ক্রমবিকাশ
১.২ রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি
১.৩ বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদ
১.৪ সাংগঠনিক স্তর

১.১ বিআরডিবি'র ক্রমবিকাশ

ষাটের দশকে প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ড. আখতার হামিদ খাঁন কর্তৃক প্রবর্তিত 'কুমিল্লা মডেল'-এর দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃষি তথা পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি)' গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচির মাধ্যমে অধিক খাদ্য উৎপাদন, আধুনিক কৃষি পদ্ধতির সম্প্রসারণ, উন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ, আধুনিক সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং পল্লী অঞ্চলের কর্মসংস্থান সৃজন ইত্যাদির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আইআরডিপি'র মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে Multi-dimensional and Multi sectoral Strategy গ্রহণ করা হয়।

সত্তর থেকে আশির দশক পর্যন্ত কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতিতে সংগঠিত করে নিজস্ব পুঁজি গঠন, প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দিকে অগ্রসর করে। কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামীণ মহিলাদের উন্নয়নের স্রোতোধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য ১৯৭৫ সালে মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীকালে আইআরডিপি'র সফলতা মূল্যায়ন করে পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল করার জন্য ১৯৮২ সালে আইআরডিপি'কে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এ রূপান্তরিত করা হয়। বোর্ড সৃষ্টির পর থেকে প্রতিষ্ঠানটির কাজের পরিধি যেমন ক্রমাগত বেড়েছে, তেমনটি এর পরিচালনা পদ্ধতির ক্ষেত্রেও প্রবর্তিত হয়েছে নতুন নতুন ধারা। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখে বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ, সাংগঠনিক কাঠামো ও পল্লী উন্নয়ন দলের ভূমিকায় নতুন মাত্রা সংযোজন করে প্রণীত হয়েছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮।

দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি বিআরডিবি 'অনানুষ্ঠানিক দল'-এর মাধ্যমে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লীর দারিদ্র্য হ্রাস, মহিলা উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশসাধনসহ বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক আবর্তক (কৃষি) ঋণ নামে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মহিলা উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিআরডিবি সরকারি ও দাতা সংস্থার অর্থায়নে এ পর্যন্ত ১২২টি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এর ফলস্বরূপ, বিআইডিএস-এর ২০১০ সালের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে জাতীয় পর্যায়ে জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩% বলে উল্লেখ করা হয়।

দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র আওতায় এ পর্যন্ত গঠিত সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির সংখ্যা ২,০০,৪০৭টি, যেখানে উপকারভোগী সদস্য রয়েছে ৬৪,১৮,৩২২ জন। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিনিয়োগের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমায় উৎসাহিত করা হয়। বিআরডিবি'র আওতায় উপকারভোগী সদস্যদের জুন ২০২৪ পর্যন্ত শেয়ার জমার পরিমাণ ১৮,৬৬৮.৭৯ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় জমা ১,২৮,১৬৬.২৮ লক্ষ টাকা; মোট মূলধন ১,৪৬,৮৩৫.০৭ লক্ষ টাকা। বিআরডিবি শুরু থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত উপকারভোগীদের মাঝে ২৪,৬৭.২৯০.৮০ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করে, যেখানে আদায়ের পরিমাণ ২১,৭৭,৭৩৮.০৯ লক্ষ টাকা। আদায়ের হার ৯৮%। বিআরডিবি'তে চাকরিজীবী ও সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবি'র নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ১৮টি উপজেলা প্রশিক্ষণ ইউনিট (ইউটিইউ) এবং উপজেলা পল্লী ভবনে প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। এর মাধ্যমে সচেতনতা, দক্ষতা ও আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত ২,৭৯,৭২৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৭৪,৮০,২৫৯ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তার পাশাপাশি সুফলভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, সেচযন্ত্র দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে মুখ্য ভূমিকা রাখছে। বিআরডিবি তৎকালীন সর্বাধুনিক সেচ ব্যবস্থায় দেশের বিপুল এলাকা চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। এ সকল সেচ এলাকায় বিভিন্ন রকমের ৩,৫৫,২৮৮টি সেচযন্ত্র বিতরণ করা হয়।

বিআরডিবি উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মান নিশ্চিতকরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদক ও ভোক্তার ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি ভোক্তা ও উৎপাদকের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে থাকে। পণ্য সংরক্ষণের জন্য বিআরডিবি'র বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘর রয়েছে। এছাড়া কারুপল্লী, কারুগৃহ, শান্তি, পল্লী বাজার নামে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে বিআরডিবি'র উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যের ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

১.২ রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission) কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি

রূপকল্প (Vision) : মানব সংগঠনভিত্তিক উন্নত পল্লী।

অভিলক্ষ্য (Mission) : স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, মূলধন সৃজন, আধুনিক প্রযুক্তি, বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল পল্লী।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

- সদস্যদের আর্থিক সেবাভুক্তি;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ;
- পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন;
- পল্লীর জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

কার্যাবলি (Functions):

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মানব সংগঠন সৃষ্টি;
- মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ;
- উপকারভোগীদের মূলধন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা;
- কৃষিঋণ, ক্ষুদ্রঋণ ও উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা;
- বিভিন্ন অংশীজনের (Stakeholder) মাঝে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচযন্ত্রসহ অন্যান্য আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ এবং অপ্রধান শস্য উৎপাদনে সহায়তা;
- সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি ও পল্লী পণ্যের প্রসার;
- স্থানীয় উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন দপ্তরের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপন ও প্রদত্ত সেবার সমন্বয়।

১.৩ বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ নিম্নরূপ:

১। মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় - **চেয়ারম্যান**

২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় - **ভাইস চেয়ারম্যান**

৩। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ - **সদস্য**

৪। সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন (পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) - **সদস্য**

৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা - **সদস্য**

৬। মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া - **সদস্য**

৭। মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, গোপালগঞ্জ - **সদস্য**

৮। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর - **সদস্য**

৯। কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন একজন করে কর্মকর্তা - **সদস্য**

১০। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির জাতীয় ফেডারেশনের চেয়ারম্যান - **সদস্য**

১১। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন - **সদস্য**

১২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড - **সদস্য সচিব**

বিআরডিবি'র দর্পণ
গরিব-দুঃখীর উন্নয়ন

১.৪ সাংগঠনিক স্তর

বিআরডিবি'র সকল প্রশাসনিক, আর্থিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সদর দপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রধান কার্যালয় ও মাঠ কার্যালয় সংবলিত দুই স্তরবিশিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের সরেজমিন বিভাগের সরাসরি তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের মধ্যে রয়েছে জেলা দপ্তর ও উপজেলা দপ্তর। উপজেলা দপ্তর মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সরাসরি জনগণকে সেবা প্রদান করে থাকে। জেলা দপ্তর সদর দপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

সদর দপ্তর

অবস্থান : বিআরডিবি'র সদর দপ্তর পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকায় অবস্থিত।

বিভাগসমূহ : প্রশাসন বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, সরেজমিন বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ বিভাগ।

জনবল : প্রতিটি বিভাগ একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এছাড়া যুগ্মপরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারী বিভাগ পরিচালনায় সহায়তা করেন।

অন্যান্য : সদর দপ্তরে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আলাদা দপ্তর রয়েছে।

জেলা দপ্তর

অবস্থান : দেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলা।

জনবল : জেলা দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একজন উপপরিচালক। তাকে সহযোগিতা করেন একজন উপপ্রকল্প পরিচালক (৩০টি জেলায়), একজন হিসাবরক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী।

কার্যক্রম : উপজেলা দপ্তরের কার্যক্রম সমন্বয়, তদারকি ও পরিবীক্ষণ, জেলার দাপ্তরিক কার্যক্রমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত, জেলা প্রশাসন ও জেলা পর্যায়ে অন্যান্য জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন।

উপজেলা দপ্তর

অবস্থান : উপজেলা সদরে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তর অবস্থিত। বর্তমানে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তরের সংখ্যা ৪৯৫টি।

জনবল : উপজেলা দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইউআরডিও)। ইউআরডিওকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (এআরডিও), হিসাবরক্ষক ও বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কর্মচারীগণ।

কার্যক্রম : সদর দপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন, স্থানীয় প্রশাসন, জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও বিআরডিবি'র মধ্যে সমন্বয় সাধন, স্থানীয় পর্যায়ে জন অংশীদারিমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিআরডিবি'র বিভাগসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম

২.১ মহাপরিচালকের দপ্তর
২.২ প্রশাসন বিভাগ
২.৩ অর্থ ও হিসাব বিভাগ
২.৪ পরিকল্পনা বিভাগ
২.৫ সরেজমিন বিভাগ
২.৬ প্রশিক্ষণ বিভাগ
২.৬.১ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

২.১ মহাপরিচালকের দপ্তর

বিআরডিবি'র সদর দপ্তর, ঢাকার কাওরান বাজারস্থ পল্লী ভবনে মহাপরিচালকের দপ্তর অবস্থিত। এ দপ্তরে মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, একান্ত সহকারী, কম্পিউটার অপারেটর ও অফিস সহায়ক মহাপরিচালকের সকল কাজে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়া জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা মহাপরিচালকের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে কার্য সম্পাদন করে থাকে।

২.১.১ জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা

জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এ শাখা বোর্ডের পক্ষে বহির্মুখী জনসংযোগ এবং বিআরডিবি'র বিভিন্ন বিভাগ/শাখার সাথে আন্তঃযোগাযোগ রেখে সার্বিক সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে। জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে –

- সদর দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভা, জেলার উপপরিচালকগণের সম্মেলন এবং জাতীয় ও অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে বিভিন্ন সভা আয়োজন;
- বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের সভা আহ্বান ও কার্যবিবরণী প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব তৈরি ও প্রেরণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি ও প্রেরণ;
- বিআরডিবি'র জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল বাস্তবায়নের ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব পালন;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় বিআরডিবি'র তথ্য কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি'র অনলাইন নিউজ লেটার 'বিআরডিবি ই-বুলেটিন' সম্পাদনা ও প্রকাশ;
- বিআরডিবি'তে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মৃত্যুর কারণে শোকবার্তা প্রকাশ ইত্যাদি।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- নিয়মিতভাবে মাসিক সমন্বয় সভাসহ অন্যান্য সভা আয়োজন করা হয়েছে।
- বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের ৫৩তম সভা আয়োজন করা হয়েছে।
- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।
- যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ মহান বিজয় দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২৬ মার্চ ২০২৪ মহান স্বাধীনতা দিবসসহ অন্যান্য জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী উন্নয়নের সূর্য-সারথি

২.২ প্রশাসন বিভাগ

বিআরডিবি'র প্রশাসনিক কাজের সার্বিক ব্যবস্থাপনা এ বিভাগের দায়িত্ব। প্রশাসন বিভাগের অন্যতম কাজ হলো এ প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় মানবসম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা, পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, সিলেকশন গ্রেড/টাইম স্কেল প্রদান, চাকরি স্থায়ীকরণ, মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ ইত্যাদি। এ বিভাগের আওতায় পার্সোনেল শাখা ও সাধারণ পরিচর্যা শাখা নামে ২টি শাখা রয়েছে। পরিচালক (প্রশাসন)-এর নেতৃত্বে এ বিভাগে একজন যুগ্ম পরিচালকের অধীনে দুজন উপপরিচালক শাখা দুটির দায়িত্ব পালন করে থাকেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখা দুটিতে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারী রয়েছে।

২.২.১ পার্সোনেল শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, চাকরি স্থায়ীকরণ ও গ্রেডেশন তালিকা হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আইন/বিধি, চাকরি প্রবিধানমালাসংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন কার্যক্রম;
- প্রশাসনিক বিন্যাস, স্তরভিত্তিক সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ, পদ সৃজন প্রভৃতি বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগ;
- জনবল সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের শিক্ষা, বিদেশ ভ্রমণ, ছুটি, পেনশন সংক্রান্ত আদেশ জারি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) ও চাকরিকালীন তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠীবীমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- অফিস শৃংখলা সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ, বিভাগীয় মামলা রুজু ও নিষ্পত্তিকরণ;
- আদালতে বিআরডিবি'র পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা ও আপিল মোকদ্দমা সংক্রান্ত কার্যক্রম।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

ক) চাকরি স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতি প্রদান

ক্রম	পদের নাম	স্থায়ীকরণ (জন)	পদোন্নতি (জন)
১	যুগ্মপরিচালক	-	০৭
২	উপপরিচালক	-	১২
৩	সহকারী পরিচালক/উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	০৩	-
৪	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা/গবেষণা কর্মকর্তা	০১	৩১
৫	মাঠ সংগঠক	০১	-
	মোট	০৫	৫০

খ) পেনশন কার্যক্রম

ক্র. নং	পদবি	পিআরএল এর আদেশ জারি (জন)	পেনশন নিষ্পত্তি (জন)
১	যুগ্মপরিচালক	-	০৭
২	উপপরিচালক	০৩	০১
৩	সহকারী পরিচালক	০১	-
৪	ইউআরডিও	১৪	২৪
৫	এআরডিও	১১	১৭
৬	স্টেনোগ্রাফার	০১	-
৭	মাঠ সংগঠক	২১	১১
৮	গাড়িচালক	০২	০১
৯	অফিস সহায়ক	১৩	০৭
	মোট	৬৬	৬৮

গ) শৃঙ্খলা কার্যক্রম:

ক্র. নং	মামলার ধরন	২০২৩-২০২৪ সালে দায়েরকৃত মামলা সংখ্যা (টি)	২০২৩-২০২৪ সালে নিষ্পত্তিকৃত মামলা সংখ্যা (টি)	জুন, ২০২৪ এ অনিষ্পন্ন মামলা সংখ্যা (টি)
১	আদালতে মামলা	১১	০৪	১৪৭
২	বিভাগীয় মামলা	১২	১৩	১৬
	মোট	২৩	১৭	১৬৩

২.২.২ সাধারণ পরিচর্যা শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- সদর দপ্তরের মুদ্রণ কার্যক্রম এবং মনিহারি দ্রব্য, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়, মেরামত ও সংরক্ষণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের গৃহ নির্মাণ ঋণ ও মোটরসাইকেল ক্রয় ঋণ প্রক্রিয়াকরণ;
- জেলা দপ্তরের বাড়িভাড়া সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন;
- আবাসিক কমপ্লেক্স (পল্লী কানন) এর বাসা বরাদ্দ প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- যানবাহন ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতকরণ, বরাদ্দ প্রদান ও জ্বালানি সরবরাহ;
- কর্মকর্তাবৃন্দের দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ, অফিস কক্ষ বরাদ্দ, পানি ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ;
- কর্মচারীবৃন্দের বাৎসরিক লিভারিজ সরবরাহ, বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার কমিটির সভা আয়োজন ইত্যাদি।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

ক্র. নং	সম্পাদিত কার্যের নাম	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যমের বিবরণ
১.	মনিহারি মালামাল ক্রয় ও বিতরণ	ই-জিপি পোর্টালের আওতায় উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে বিআরডিবি সদর দপ্তরের বিভাগ/অনুবিভাগ/শাখার চাহিদার আলোকে ৭৪টি আইটেম-এর ১৬,২৬২ সংখ্যক মনিহারি ও মালামাল ক্রয়পূর্বক সরবরাহ করা হয়েছে।

ক্র. নং	সম্পাদিত কার্যের নাম	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ
২.	আসবাবপত্র ক্রয় ও বিতরণ	সদর দপ্তরের সকল বিভাগ/অনুবিভাগ/শাখা চাহিদা মোতাবেক জিটুজি এবং আরএফকিউ পদ্ধতিতে ২টি ধাপে আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে: ক) প্রথম পর্যায়ে জি টু জি প্রক্রিয়ায় ৫টি আইটেম এর ২০ সংখ্যক আসবাবপত্র ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে; খ) দ্বিতীয় পর্যায়ে আরএফকিউ পদ্ধতিতে ৪টি আইটেম এর ৩১ সংখ্যক আসবাবপত্র ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে।
৩.	কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় ও বিতরণ	বাজেট এবং বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ই-জিপি প্রক্রিয়ায় এবং আরএফকিউ পদ্ধতিতে দুটি ধাপে মালামাল ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে- ই-জিপি প্রক্রিয়ায় ৫টি আইটেম এর ৪১ সংখ্যক কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আরএফকিউ পদ্ধতিতে ১২টি আইটেম এর ৩২৩ সংখ্যক প্রিন্টার টোনার ও আনুষঙ্গিক কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে।
৪.	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় ও মেরামত	সদর দপ্তরের সকল অনুবিভাগ/শাখা ও বিভিন্ন ফ্লোরের জন্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়, প্রতিস্থাপন এবং মেরামত করা হয়েছে।
৫.	এয়ারকুলার (এসি) ক্রয়	সদর দপ্তরে কর্মরত ৩ জন প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তার কক্ষে এয়ারকুলার (এসি) স্থাপন করা হয়েছে।
৬.	বাৎসরিক সাজ-পোশাক সরবরাহ	৬৫ জন কর্মচারীকে সাজ-পোশাক সরবরাহ করা হয়েছে।
৭.	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	সদর দপ্তরে উন্নত কর্মপরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে ২৫টি আইটেম এর ১৫৯৭ সংখ্যক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয় ও সরবরাহ করা হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা কর্মী দ্বারা সম্পূর্ণ পল্লী ভবন নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।
৮.	সুপেয় পানি সরবরাহ	কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে প্রতিটি ফ্লোরে পানির ফিল্টার স্থাপন এবং নিয়মিত সার্ভিসিং করা হয়েছে।
৯.	ভূমি উন্নয়ন ও পৌর কর	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন ও পৌর কর পরিশোধ করা হয়েছে।
১০.	ক্ষুদ্র ক্রয় ও মেরামত	পল্লী কানন ও পল্লী ভবনে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন আবেদনের পরি প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র ক্রয় ও মেরামত করা হয়েছে।
১১.	পল্লী কানন আবাসিক কমপ্লেক্স বাসা বরাদ্দ প্রদান	বিআরডিবি'র উত্তরাস্থ পল্লী কানন আবাসিক কমপ্লেক্সে কর্মকর্তা/কর্মচারীর আবেদনের পরি প্রেক্ষিতে ৪টি ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
১২.	সদর দপ্তরে অকেজো মালামাল নিলামে বিক্রয়	সদর দপ্তরে ৮টি আইটেম-এর ৪১ সংখ্যক অকেজো/মেরামত অযোগ্য মালামালসমূহ নিলামে বিক্রয় করা হয়েছে।
১৩.	জেলা/উপজেলা দপ্তরের বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন	১০টি জেলা দপ্তর ও ১টি উপজেলা দপ্তরের বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
১৪.	যানবাহনের সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ	বিআরডিবি সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য ব্যবহৃত যানবাহনের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। যানবাহন ব্যবহারের জন্য ফরমায়েশপত্রের চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি সরবরাহ করা হয়েছে।

২.৩ অর্থ ও হিসাব বিভাগ

বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটসহ বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাদি অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ বিভাগের অধীন (১) অর্থ ও হিসাব এবং (২) নিরীক্ষা নামে ২টি অনুবিভাগ রয়েছে। অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগের অধীন রয়েছে (ক) অর্থ ও বাজেট শাখা এবং (খ) হিসাব শাখা। এ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এবং ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুজন যুগ্মপরিচালক। তিনটি শাখার দায়িত্বে তিনজন উপপরিচালক রয়েছেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করেন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারী।

২.৩.১ অর্থ ও বাজেট শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- বিআরডিবি'র বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে আরও সময়োপযোগী, স্বচ্ছ, শক্তিশালীকরণ এবং বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় iBAS++ এবং EFT এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন;
- বিআরডিবি'র রাজস্ব খাতের অপারেশনাল ইউনিটসমূহের বার্ষিক ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড় ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ;
- জেলা দপ্তরসমূহের আবর্তক (কৃষি) ও সদাবিকের পরিচালন ব্যয়ের অংশ থেকে ব্যয়ের বাজেট প্রক্রিয়াকরণ;
- উপজেলা দপ্তরসমূহের ইউটিইউ অংশ থেকে আয় ও ব্যয়ের বাজেট প্রক্রিয়াকরণ;
- বিআরডিটিআই, সিলেটের নিজস্ব আয় ও ব্যয়ের বাজেট প্রক্রিয়াকরণ;
- বাজেট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয়;
- বিআরডিবি'র বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী রাজস্ব খাত এবং মূলধনী খাতের সকল ধরণের আর্থিক লেনদেন সম্পাদন।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ/প্রাপ্তি	২০২৩-২৪ অর্থবছরে অর্থছাড়/অবমুক্তি
আবর্তক ব্যয়		
৩৬-অনুদান		
৩৬৩১-আবর্তক অনুদান		
৩৬৩১১০১-বেতন বাবদ সহায়তা	১০৫৩৪.০০	১০৫৩৪.০০
৩৬৩১১০২-ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৭১৪৮.০০	৭১৪৮.০০
৩৬৩১১০৩-পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	৩৬৫৩.০০	৩৫৮৩.০০
৩৬৩১১০৪- পেনশন ও অবসর সুবিধা সহায়তা	৬৭৮৯৫০.০০	৬৭৮৯৫০.০০
৩৬৩১১০৭-বিশেষ অনুদান	১০০০.০০	১০০০.০০
৩৬৩১১০৮-গবেষণা অনুদান	২৫.০০	২৫.০০
৩৬৩১১৯৯-অন্যান্য অনুদান	১৩২.০০	১৩২.০০
উপমোট-আবর্তক অনুদান	**২৯২৮১.৫০**	**২৯২১১.৫০**
৩৬৩২-মূলধন অনুদান		
৩৬৩২১০২-যন্ত্রপাতি অনুদান	৩৮.৫০	৩৮.৫০
৩৬৩২১০৫-তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	২০০.০০	২০০.০০
৩৬৩২১০৬-অন্যান্য মূলধন অনুদান	২০০.০০	২০০.০০
উপমোট-মূলধন অনুদান	**৪৩৮.৫০**	**৪৩৮.৫০**
মোট	**২৯৭২০.০০**	**২৯৬৫০.০০**

২.৩.২ হিসাব শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জিপিএফ, কর্মচারী কল্যাণ তহবিল, কর্মচারী পরিবার নিরাপত্তা তহবিল ও গোষ্ঠীবীমা সংক্রান্ত লেনদেন সম্পাদন ও হিসাব সংরক্ষণ;
- ছুটি নগদায়ন, ভবিষ্যৎ তহবিলের পাওনা, অবসরভোগীদের পেনশন দাবি, এককালীন আনুতোষিক পরিশোধ;
- বিআরডিবি'র যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যাদি; যেমন- হিসাব খোলা, প্রাপ্ত অর্থ জমাকরণ, অর্থ ছাড়করণ এবং স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।
- বিআরডিবি'র স্থায়ী আমানতসমূহ পরিচালনা।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

ক্রম	বিবরণ	পদের নাম	সংখ্যা (জন)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিশোধ (লক্ষ টাকায়)
১.	পিআরএল ভাতা প্রদান	যুগ্মপরিচালক	০৬	৩০.৫৩
		উপপরিচালক	০১	৯.৫০
		এডি/ইউআরডিও	১৭	৮০.৩০
		সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	০৭	২৯.৩৯
		হিসাবরক্ষক	০১	১৯.৮৮
		মাঠ সংগঠক	২৩	৬৩.৬১
		স্টেনোগ্রাফার	০১	১.৫৭
		গাড়িচালক	০২	৬.১০
		অফিস সহায়ক	০৭	১২.৬৭
		মোট	**৬৫**	**২৫৩.৫৫**
২.	অবসরজনিত ছুটি নগদায়ন ভাতা প্রদান	যুগ্মপরিচালক	০২	১.৭০
		উপপরিচালক	০৮	৫৭.৩৯
		এডি/ইউআরডিও	১৫	১১১.৮৪
		সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	১৭	১০৩.২২
		হিসাবরক্ষক	০১	০.৭৭
		স্টেনোগ্রাফার	০১	৪.১৩
		মাঠ সংগঠক	৩১	২২৭.০০
		গাড়িচালক	০২	১০.৮৮
		অফিস সহায়ক	১২	৩৯.৮১
		মোট	**৮৯**	**৫৫৬.৭৪**
৩.	অবসরজনিত আনুতোষিক ভাতা প্রদান	যুগ্মপরিচালক	০৮	৪৪৫.৪২
		উপপরিচালক	০২	৪৮.১০
		এডি/ইউআরডিও	৩০	১৩৩৬.৯০
		সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	২৩	৯৪০.৭৭

ক্রম	বিবরণ	পদের নাম	সংখ্যা (জন)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিশোধ (লক্ষ টাকায়)
		মাঠ সংগঠক	১৭	৩৮৩.৪৩
		গাড়িচালক	০২	৩৫.৮৭
		অফিস সহায়ক	০৮	১৪৬.৭৯
		সদর দপ্তর থেকে মাসিক পেনশন প্রদান	৪৫০	১২৬৮.১৫
		মোট	**৯০**	**৪৬০৬.১৫**
৪.	অবসরজনিত জিপিএফ ভাতা প্রদান	যুগ্মপরিচালক	০৫	১২৯.০৩
		উপপরিচালক	০৩	৫৩.৫০
		এডি/ইউআরডিও	২৬	৪৩২.৭১
		সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	১০	৮৮.২২
		মাঠ সংগঠক	২২	১৩৯.৪২
		অফিস সহায়ক	০৮	৩৯.১৭
		মোট	**৭৪**	**৮৮২.০৫**
৫.	গোষ্ঠী বীমা (মৃত্যুজনিত) প্রদান	সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	০৫	৩৬.২২
		মাঠ সংগঠক	০১	৫.৩৭
		অফিস সহায়ক	০২	৪.০৯
		মোট	**০৮**	**৪৫.৬৮**
৬.	অবসরজনিত পরিবার নিরাপত্তা প্রদান	যুগ্মপরিচালক	০৪	১.৫০
		উপপরিচালক	০১	০.৭২
		ডিপিডি	০১	০০
		এডি/ইউআরডিও	২৭	২০.৭৯
		এআরডিও	২৬	১০.২৯
		হিসাবরক্ষক	০১	০.৫৪
		ইউডিএ	০৪	০.৯১
		মাঠ সংগঠক	১০	২.০৯
		অফিস সহকারী	০১	০০
		গাড়িচালক	০১	০.৮৮
		অফিস সহায়ক	০৩	২.৮৯
		মোট	**৭৯**	**৪০.৬১**
৭.	অবসরজনিত পরিবার কল্যাণ তহবিল প্রদান	মাঠ সংগঠক	০১	০.২৫
		অফিস সহায়ক	০১	৫.২৫
		মোট	**০২**	**৫.৫০**

২.৩.৩ নিরীক্ষা শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসূচি প্রণয়ন, নিরীক্ষা সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয়, ত্রি-পক্ষীয় সভার আয়োজন;
- নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা;
- স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ (জাতীয় বেতন স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, পদোন্নতি ইত্যাদি)।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

ক্র. নং	নিরীক্ষার ধরন	২০২৩-২৪ অর্থবছরের শুরুতে আপত্তির সংখ্যা (টি)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিষ্পত্তির সংখ্যা (টি)	জুন, ২০২৪ তারিখে অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা (টি)
১	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	১৮৯৪	৩৪৬	২৫২২
২	স্থানীয় ও রাজস্ব নিরীক্ষা	৯৯	১২	১০৫
	মোট	১৯৯৩	৩৫৮	২৬২৭

২.৪ পরিকল্পনা বিভাগ

বিআরডিবি'র প্রকল্প/কর্মসূচি'র প্রস্তাবনা তৈরি, চলমান প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদী সম্পন্ন করা এ বিভাগের মূল কাজ। বিভাগের অধীন ২টি অনুবিভাগ ও ৫টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ ২টি হলো: (১) গবেষণা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ ও (২) নির্মাণ অনুবিভাগ। বিভাগের আওতায় শাখা ৫টি হলো (ক) পরিকল্পনা শাখা (খ) গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা (গ) পরিবীক্ষণ শাখা (ঘ) প্রোগ্রামিং শাখা ও (ঙ) নির্মাণ শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে পরিচালক (পরিকল্পনা), অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে যুগ্মপরিচালক এবং শাখাসমূহের প্রধান হিসেবে উপপরিচালকগণ দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য প্রতিটি শাখায় রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারী।

২.৪.১ পরিকল্পনা শাখা

পরিকল্পনা শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি, টিএপিপি, আরডিপিপি, আরটিএপিপি, পিডিপিপি ও প্রকল্প সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রণীত প্রস্তাবসমূহ প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন;
- ADP/RADP Management System- এ বিআরডিবি'র অনুমোদিত/অননুমোদিত প্রকল্পসমূহের তথ্য এন্ট্রি এবং নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে জাতীয় পরিকল্পনা, নীতি-কৌশল ইত্যাদি বিআরডিবি সংশ্লিষ্ট অংশ প্রণয়নপূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যথাযথ দপ্তরে প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, উন্নয়ন সংস্থা ও সহযোগী দেশের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;
- সরকারের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (যেমন- আইন, বিধি, নীতিমালা, কর্মসূচি ও প্রকল্প ইত্যাদি) মতামত প্রদান।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

ক) বিআরডিবি কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর সবুজ পাতায় অননুমোদিত প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০১	ওয়ান পল্লী ওয়ান প্রোডাক্ট (OPOP): পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী প্রকল্প জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৬	৩১৭০.৩২
০২	অংশীদারিমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৯	৬৬৪৬৩.০০
০৩	সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প-২ জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৯	৩৮৭২২.৬৬
০৪	পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন বাজারজাতকরণ প্রকল্প-২ জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৯	৯৭৭৯৬.০০

খ) বিআরডিবি কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য প্রস্তাবিত বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট অননুমোদিত প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০১	Climate Resilient Capacity Development & Livelihood Promotion Project জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৭	৫৫০০০.০০
০২	Enhancing Implementation Systems and Capabilities for Sustainable Rural Development in Bangladesh জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০৩১	৯২০০.০০

এছাড়া ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহের ধারণাপত্র/ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০১	Palli Product Promotion (PPP) Project জুলাই ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৮	৪২২০.৭২
০২	Rural Entrepreneurship Development Project জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২৮	২৫৪৬২.৫০
০৩	ICT Capacity Development of BRDB for Improved Rural Development Facilitation জুলাই ২০২৫ থেকে জুন ২০২৬	৩১২৫.০০

২.৪.২ গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- বিআরডিবি'র বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা, প্রকাশ ও বিতরণ;
- বিআরডিবি'র সিটিজেনস্ চার্টার সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিআরডিবি'র গবেষণা/মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে বিআরডিবি'র তথ্য প্রেরণ;
- অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদে বছরের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিআরডিবি'র তথ্য প্রেরণ;
- পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার বই-পুস্তক, জার্নাল, প্রতিবেদন ও অন্যান্য পাঠ্যপকরণ ক্রয়/সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ; বিভাগীয় পাঠকসহ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের গ্রন্থাগার সেবা প্রদান।

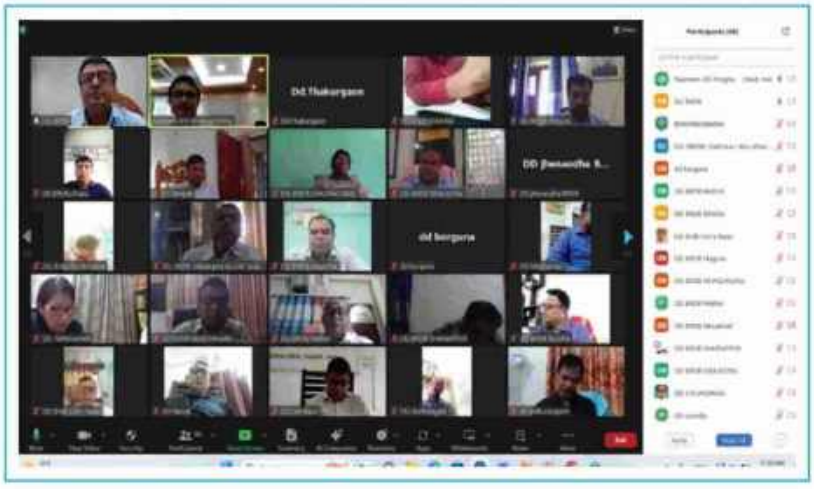

বিআরডিবি'র আওতাধীন দপ্তরের সাথে সিটিজেনস্ চার্টার সংক্রান্ত জুম সভা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

- ২০২২-২০২৩ এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে;
- সিটিজেনস্ চার্টার ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে সভা, সিটিজেনস্ চার্টার হালনাগাদকরণ এবং প্রশিক্ষণ আয়োজন ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- সামগ্রিকভাবে বিআরডিবি'কে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বার্ড, কুমিল্লা ও আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন প্রতিবেদন যেমন: অর্থনৈতিক সমীক্ষার প্রতিবেদন, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার তথ্যাদি, মহামান্য রাষ্ট্রপতির সংসদ অধিবেশনের ভাষণের তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৪.৩ পরিবীক্ষণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পর্যালোচনা সভা আয়োজন;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ ও সংরক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষকে তথ্য সহায়তা প্রদান;
- নির্ধারিত ফরম্যাট ও সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা/দপ্তর কর্তৃক যাচিত প্রতিবেদন যেমন-এপিএ, কেবিনেট ডিভিশন, আইএমইডি, রাজস্ব ও প্রকল্পের বাজেট, জনবলের তথ্য, জাতীয় সংসদ ইত্যাদি প্রেরণ নিশ্চিত করা;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া তৈরি ও চূড়ান্তকরণ, এপিএ সংক্রান্ত সভা এবং জেলা/উপজেলার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর;
- এপিএ প্রতিবেদন সদর দপ্তর, জেলা ও উপজেলাসমূহ থেকে সংগ্রহ করে ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক তথ্য ও প্রমাণক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও নিয়মিত পর্যালোচনা সভা আয়োজন করা।

বিআরডিবি'র সদর দপ্তর এবং জেলা দপ্তরের মধ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের
বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

- চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বের জবাব প্রেরণ করা হয়েছে;
- ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বিআরডিবি ও মন্ত্রণালয়-এর সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত ও এপিএএমএস সফটওয়্যারে আপলোড করা হয়েছে;
- নির্ধারিত ফরম্যাট ও বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়/সংস্থা/দপ্তর কর্তৃক যাচিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে;
- এপিএ প্রতিবেদন সদর দপ্তর, জেলা ও উপজেলাসমূহ থেকে সংগ্রহ করে ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক তথ্য সংবলিত প্রমাণকসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে;
- এছাড়া বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয় থেকে চাহিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৪.৪ প্রোগ্রামিং শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- জাতীয় তথ্য বাতায়ন ব্যবস্থাপনা;
- ডোমেইন ব্যবস্থাপনা;
- দাপ্তরিক ওয়েব মেইল ব্যবস্থাপনা;
- ডি-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস সরবরাহ;
- সেবা ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ডিজিটাল সেবা প্রদান;
- Integrated Digital Service Delivery Platform System (IDSDP) বাস্তবায়ন;
- অভ্যন্তরীণ সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনা;
- পারসোনাল ডাটা শিট (পিডিএস) ব্যবস্থাপনা;
- জুম অ্যাপের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সিং/ভার্চুয়াল সভা আয়োজন;
- মাই গভ সিস্টেমের মাধ্যমে নাগরিক ও দাপ্তরিক সেবা ব্যবস্থাপনা;
- ই-জিপি সিস্টেম ব্যবস্থাপনা;
- সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবস্থাপনা।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

- জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং দপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সেবাসমূহ প্রাপ্তির সহজীকরণের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র জাতীয় তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়েছে;
- বিআরডিবি সদর দপ্তরসহ জেলা, উপজেলা ও প্রকল্প/কর্মসূচি পর্যায়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের বিপরীতে ৯৩০টির বেশি দাপ্তরিক ওয়েবমেইল চালু রাখা হয়েছে;
- সদর দপ্তর ও জেলা দপ্তর পর্যায়ে ডি-নথির মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। সম্প্রতি ৪৩৮টি উপজেলাকে ডি-নথি কার্যক্রমে লাইভে দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট উপজেলাসমূহ ডি-নথির আওতায় আনয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বিভাগ/দপ্তর ও মাঠ পর্যায় (জেলা ও উপজেলা) তৈরি ও ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সেবা ডিজিটাইজেশন/সেবা সহজিকরণ ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ-এর জন্য সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে (ভার্চুয়াল) সভা/সেমিনার/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূল্যায়ন প্রতিবেদনে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অংশে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ-এর আওতাধীন বিআরডিবি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে;
- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পিডিএস সফট্ওয়্যারের নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে। এ বছর নতুনভাবে ৬৮ জন সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিআরডিবি'র ১টি সেবা সহজীকরণ/ডিজিটালাইজ করা হয়েছে;
- বিআরডিবি'র লাইসেন্সডকৃত ৫০০ অংশগ্রহণকারী সংবলিত জুম অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইন সভা, প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করা হয়েছে;
- উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ, মাঠ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা ও সমস্যা, সফলতা, সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হিসেবে অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ, টুইটার পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে বিভিন্ন ডকুমেন্ট, তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে;

- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Integrated Digital Service Delivery Platform System" এর মাধ্যমে বিআরডিবি'র সেন্ট্রাল সফটওয়্যার প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান। ২টি উপজেলা পাইলটিং শেষে ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম (IDSDP) সিস্টেম এর মাধ্যমে ১৫টি জেলা ১৫টি উপজেলার বিআরডিবি'র ৪টি কম্পোনেন্ট-এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- সদর দপ্তরের ১৪৬ এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথ-এর বিটিসিএল-এর সংযোগ ও বিকল্প ইন্টারনেট সংযোগ হিসেবে ১০ এমবিপিএস প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান থেকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট চলমান রয়েছে;
- নির্মাণ ও সাধারণ পরিচর্যা শাখার মাধ্যমে ই-জিপি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- মাইগভ সিস্টেমের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে বিভিন্ন আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পন্ন করা হয়েছে;
- এনআইএস, এপিএ, আইসিটি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত ইত্যাদি প্রতিবেদনসহ অন্যান্য চাহিত প্রতিবেদন মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ, এটুআই, তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে নিয়মিত প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৪.৫ নির্মাণ অনুবিভাগ

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন।
- ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসংক্রান্ত নকশা প্রস্তুত ও ব্যয় প্রাক্কলন তৈরি।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

রাজস্ব/প্রকল্প/ কর্মসূচি	কাজের নাম	কার্যাদেশ মূল্য/প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতির হার
রাজস্ব	বিআরডিবি'র বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় ২১টি প্যাকেজের আওতায় ২১টি জেলা/উপজেলা পল্লী ভবন মেরামত, সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	৫৬১.৯৮৬	১০০%
ইরেসপো	নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ০৯ তলা হোস্টেল ভবন নির্মাণকাজ।	২০৬২.৩৯৯	১৫%

নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হোস্টেল ভবন নির্মাণ কার্যক্রম

২.৫ সরেজমিন বিভাগ

বিআরডিবি'র মাঠ কার্যক্রম তদারকি ও তত্ত্বাবধান সরেজমিন বিভাগ করে থাকে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ। এছাড়া মাঠ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে থাকে। দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম ও বিভিন্ন সমাপ্ত অথচ চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি সরেজমিন বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এ বিভাগের আওতায় ৩টি অনুবিভাগ ও ৬টি শাখা রয়েছে। পরিচালক (সরেজমিন) এ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে যুগ্মপরিচালক এবং শাখার প্রধান হিসেবে উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। অনুবিভাগ ৩টি হলো: (১) ঋণ, সমবায় ও বাজারজাতকরণ (সিসিএম) অনুবিভাগ, (২) সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগ এবং (৩) মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ। সমবায়, ঋণ ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে ঋণ শাখা, সমবায় শাখা, বাজারজাতকরণ শাখা, সেচ শাখা ও পরিদর্শন শাখা। সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে সম্প্রসারণ শাখা ও বিশেষ প্রকল্প শাখা। এছাড়া মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগে দুজন উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারী।

২.৫.১ ঋণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- বিআরডিবি'র আওতায় পরিচালিত সকল প্রকল্প/কর্মসূচি থেকে ঋণ সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন সংগ্রহ এবং খাতওয়ারি একীভূত মাসিক প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে অনলাইনে প্রেরণ;
- বিআরডিবি'র সকল প্রকল্প/কর্মসূচির সমন্বয়ে অভ্যন্তরীণ মাসিক ঋণ সমন্বয় সভা আয়োজন;
- বিআরডিবি'র আওতায় পরিচালিত সকল প্রকল্প/কর্মসূচি থেকে ঋণের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহপূর্বক একীভূতকরণ এবং মনিটরিং শাখায় প্রেরণ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বহিঃসংস্থা (যেমন- বিবিএস, এমআরএ, সিডিএফ) কর্তৃক চাহিত ঋণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠেয় ঋণ সংক্রান্ত সভার কার্যপত্র প্রস্তুতকরণ;
- মাঠ পর্যায়ে মূল কর্মসূচির ঋণ কার্যক্রম তদারকি।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

বিআরডিবি'র সমবায়ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম ঋণ শাখার তদারকিতে সম্পাদিত হয়। এ শাখা কর্তৃক নিম্নোক্ত দুটি কর্মসূচি পরিচালিত হয়:

ক) আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচি

সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পল্লী অঞ্চলে বিতরণের জন্য ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর থেকে 'ঘূর্ণায়মান পল্লী উন্নয়ন ঋণ তহবিল' শিরোনামে বিআরডিবি'র ঋণ কার্যক্রম শুরু হয় এবং আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ১৩১২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে টাঙ্গাইল জেলার সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ প্রকল্প, সার বিতরণ প্রকল্প (এফএও), সরিষাবাড়ী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এবং চট্টগ্রামের সাইক্লোন ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প থেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত সর্বমোট ১০৬০.৬০ লক্ষ টাকা আবর্তক তহবিলে একীভূত করা হয়। এছাড়া সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত ভর্তুকির অব্যয়িত ৩৯৫৭.৭১ লক্ষ টাকা আবর্তক (কৃষি) ঋণ তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রাপ্ত ঋণ তহবিলের ঘূর্ণায়মান প্রবৃদ্ধির পরিমাণ হয়েছে ৭০৭৭.৩৯ লক্ষ টাকা। বর্তমানে আবর্তক (কৃষি) ঋণ তহবিল ২৬৫০৬.৬১ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৬৪ জেলায় ৩,৮৯০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির ৪৪,৮৩৯ জন সমবায়ীর মধ্যে আবর্তক (কৃষি) ঋণ বিতরণ হয়েছে ১৭১৫৫.৫১ লক্ষ টাকা এবং আদায় হয়েছে ১৬৩৩৮.৯৮ লক্ষ টাকা।

খ) সোনালী ব্যাংক (চিংড়ি) ঋণ কর্মসূচি

সোনালী ব্যংকের অর্থায়নে 'ব্যাংকিং প্ল্যান-১৯৮৩' অনুযায়ী ব্যাংকের কাছ থেকে ইউসিসিএসমূহ ঋণ গ্রহণ করে তার সদস্যভুক্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে চিংড়ি চাষে ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি, ইউসিসিএ'র গ্যারান্টরের ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে উপকূলীয় ০৩টি জেলায় (খুলনা, বাগেরহাট এবং সাতক্ষীরা) 'সোনালী ব্যাংক (চিংড়ি চাষ) ঋণ' খাতে বিতরণ করা হয়েছে ১৯৩২.১২ লক্ষ টাকা।

২.৫.২ সমবায় শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- মাঠ পর্যায়ে দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম তদারকি;
- কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর যাচিত তথ্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- ইউসিসিএ'র কর্মচারীদের সার্ভিস রুল, নিয়োগ, বেতন-ভাতা, স্যালারি সাপোর্ট ও গ্রাচ্যুইটি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- পল্লী উন্নয়ন পদকের মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়নসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পদকের জন্য মনোনয়ন প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ইউসিসিএ'র সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ পর্যালোচনা ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক) সাংগঠনিক

কার্যক্রমের ধরন	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে									জুন ২০২৪ এ স্থিতি								
	সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি			সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
সমিতির গঠন (টি)	১৪	-	১৪	-	-	-	১৪	-	১৪	৫৯২৯২	৫৬৩০	৬৪৯২২	-	-	-	৫৯২৯২	৫৬৩০	৬৪৯২২
সদস্য জন	৯৬৯	১৯২	১১৬১	-	-	-	৯৬৯	১৯২	১১৬১	১৮০৫২২২	১৯২৫৮২	১৯৯৭৮০৪	-	-	-	১৮০৫২২২	১৯২৫৮২	১৯৯৭৮০৪

খ) মূলধন/পুঁজি (শেয়ার ও সঞ্চয়) জমা

(লক্ষ টাকায়)

পুঁজি গঠন	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে									জুন ২০২৪ এ স্থিতি								
	সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি			সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	২৮১.৬২	৯.৪৬	২৯১.০৮	০.০০	০.০০	০.০০	২৮১.৬২	৯.৪৬	২৯১.০৮	৮০৯৪.৮৮	৫০১.৩৯	৮৫৯৬.২৭	০.০০	০.০০	০.০০	৮০৯৪.৮৮	৫০১.৩৯	৮৫৯৬.২৭
সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১০৩.১৮	৩০.৩৩	১৩৩.৫১	০.০০	০.০০	০.০০	১০৩.১৮	৩০.৩৩	১৩৩.৫১	১৩৩৯১.৩৯	১৭৬২.৫৬	১৪৬৭০.৬১	০.০০	০.০০	০.০০	১৩৩৯১.৩৯	১৭৬২.৫৬	১৪৬৭০.৬১

২.৫.৩ বাজারজাতকরণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- বিআরডিবি'র আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘরের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও তদারকি;
- উপকারভোগী সমবায়ীদের কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াকরণ, প্রদর্শন ও বিক্রয়ের জন্য সহায়তা;
- আদর্শ গ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন;
- আদর্শ গ্রাম-২ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকি;
- বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচির ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম মনিটরিং;
- অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়দেনা নিরূপণ/নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের নাম	সদস্য ভর্তি (জন)				ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)		ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	
	পুরুষ		মহিলা					
	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:
বীর মুক্তিযোদ্ধা	-	২৯৭২৮	-	৫৭৫২	১০৪৫.৪৫	১৩২৪২.৫৫	১০২০.৮৩	১০৬১০.৩৮
আদর্শগ্রাম	-	৭৮৫৬	-	৭৮৭৫	২৮০.১০	৫৪৩০.৬৩	৩৩১.০২	৪৭০৬.৯৩

২.৫.৪ সেচ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ কার্যক্রম তদারকি;
- মাঠ পর্যায়ের গভীর নলকূপ পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সেচযন্ত্রের বিপরীতে সোনালী ব্যাংকের পাওনা বকেয়া ঋণ আদায় ও পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি;
- সেচ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন;

- জোড়াবাড়ি সংক্রান্ত সকল তথ্য সকল জেলা/উপজেলা থেকে সংগ্রহ করা, জোড়াবাড়ির ভাড়া আদায় ও এ সংক্রান্ত ব্যাংক হিসাবে পরিচালনা ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- সোনালী ব্যাংক (ফসলী) এবং ইউসিসিএ লি. এর নিজস্ব তহবিলের ঋণ কার্যক্রম তদারকি।

ক) সেচযন্ত্র সংক্রান্ত তথ্যাবলি

সমবায়ীদের সেচযন্ত্র ক্রয়ের লক্ষ্যে-

- ক্রমপুঞ্জিত বিতরণ (আসল) : ২০,৯৪১.৮০ লক্ষ টাকা
- ক্রমপুঞ্জিত আদায় (আসল) : ১৯,৬৬৫.৬১ লক্ষ টাকা
- মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি (আসল) : ১২৭৬.১৯ লক্ষ টাকা
- ২২টি জেলার ইউসিসিএ'র কাছে সোনালী ব্যাংকের পাওনা : ৩৬৩৫.৪১ লক্ষ টাকা

খ. জোড়াবাড়ি সংক্রান্ত তথ্যাবলি

জোড়াবাড়ি আছে এমন মোট জেলার সংখ্যা : ৫৮টি
জোড়াবাড়ি আছে এমন উপজেলার সংখ্যা : ২৭৩টি
মোট জোড়াবাড়ির সংখ্যা : ৪২২টি

গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্যাবলি

(লক্ষ টাকায়)

জেলার নাম	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহীতা সমিতি	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহীতা সদস্য	মোট ঋণ তহবিল	ঋণ বিতরণ		ঋণ আদায়	
				২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০২৪)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০২৪)
খাগড়াছড়ি	৩৩০	২৮৭১	১৩৭.৪২	১৭৩.৬০	৩১০১.৭২	১৭৩.৬০	২৮৮৩.৫৯
রাঙ্গামাটি	৩০৭	৫১১৪	১৭৩.৫৩	১৭৩.৩৫	৩২৩৫.৮৯	১৭৩.৩৫	২৯৬৯.৬৭
বান্দরবান	৩৬৪	৬৬৭৬	১১৪.৮৬	৭১.২৩	১৪২৭.০৮	৭১.২৩	১২৬৮.২০
মোট	১০০১	১৪৬৬১	৪২৫.৮১	৪১৮.১৮	৭৭৬৪.৬৯	৪১৮.১৮	৭১২১.৪৬

ঘ. সোনালী ব্যাংক (ফসলী) ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহীতা সমিতি	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহীতা সদস্য	ঋণ বিতরণ		ঋণ আদায়	
		২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০২৪)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০২৪)
৪৬৩৩৪	১০৫৮৬৬৬	৩৫৬৪.০৭	১৬৪২৭৭.৮২	২৪০০.০০	১৫৭৬৫৭.৮২

ঙ. ইউসিসি'এর নিজস্ব তহবিল ঋণসংক্রান্ত তথ্যাবলি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহীতা সমিতি	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহীতা সদস্য	ঋণ বিতরণ		ঋণ আদায়	
		২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০২৪)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০২৪)
৩৮৫১	১০৭৬৬	৬৫৭৫.৪২	৩৭৫৬৩.৩৬	৪২০৫.৩০	২৬৭২৬.৯৩

২.৫.৫ পরিদর্শন শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন;
- সদর দপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জেলার উপপরিচালকগণের ভ্রমণ বিবরণী পর্যালোচনা, অনুমোদন ও অনুমোদিত বিল প্রেরণ:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

জেলা ও উপজেলা পরিদর্শন

- ২০২৩-২০২৪ সালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ৭ জন
- ২০২৩-২০২৪ সালে জেলা দপ্তর পরিদর্শন সংখ্যা ১১৯টি
- ২০২৩-২০২৪ সালে উপজেলা পরিদর্শন সংখ্যা ৩১২টি
- জেলা পর্যায়ে উপপরিচালকদের ভ্রমণ বিল অনুমোদনের সংখ্যা ৭৫৬টি

২.৫.৬ সম্প্রসারণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- উপকারভোগীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, গবাদিপশুর টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন;
- সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) এর কার্যক্রম তদারকি;
- গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম:

ক) সদাবিক ও গুচ্ছগ্রাম কার্যক্রম

প্রকল্পের নাম	সদস্য ভর্তি (জন)				সমিতি গঠন				সঞ্চয় (লক্ষ টাকায়)		ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)		ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	
	পুরুষ		মহিলা		পুরুষ		মহিলা							
	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:
সদাবিক	১৪৫১	১৯৪৪১২	১৭১০	২০৮৮৩২	৮২	১৭৯৬১	৯৯	১৬৪৩৯	৯৫.০১	৭১৩৯.৬৫	১৩৬০৩.২১	২৩৮৪৯.০৮	১৩২৮৫.৯৭	২১৩৫২৫.৪৩
গুচ্ছগ্রাম	-	১০২৩৯	-	১০৭২২	-	৩৬৪	-	৩৪০	৩.৩৫	১৮৬.৪২	৪৮৭.৮১	৪৮৭০.৬২	৪৩৯.২৫	৩৮৫৫.৯৮

২.৫.৭ বিশেষ প্রকল্প শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- বিআরডিবি'র সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের জন্য কন্ট্যাক্ট সেল হিসেবে দায়িত্ব পালন, সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের সরবরাহকৃত আসবাবপত্রসহ দালিলিক তথ্যসমূহ সংরক্ষণ;
- পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি'র কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ নীতিমালা (গাইডলাইন) হালনাগাদকরণ;
- "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি'র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২৩" অনুযায়ী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণে আগ্রহী নতুন সদস্যদের বিজনেস প্ল্যান অনুমোদন;
- পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ সংক্রান্ত উপজেলাভিত্তিক ঋণ বিতরণ এবং আদায় কার্যক্রম নিয়মিত সরেজমিনে পরিদর্শন, বিআরডিবি'র (আরইএল) ওয়েবসাইটে ঋণ সংক্রান্ত উপজেলাভিত্তিক তথ্য পোস্টিং নিশ্চিত করা এবং পোস্টিংকৃত তথ্যের সঠিকতা যাচাইকরণ;

- স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত বিআরডিবি'র সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পভিত্তিক অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ব্রডশিট জবাব প্রস্তুত করে নিরীক্ষা শাখায় প্রেরণ এবং
- অবসরপ্রাপ্ত/পিআরএল ভোগরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিআরডিবি'র অবলুপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচিতে কর্মকালীন দায়দেনা/অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি'র আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১৮,৫০৬ জন উপকারভোগী সদস্যের মধ্যে ২০৪২৩.৯৯ লক্ষ টাকা উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, আদায়ের পরিমাণ ১৯৪৫৬.৯২ লক্ষ টাকা। এছাড়া উক্ত অর্থবছরে ২১টি দায়-দেনা সংক্রান্ত নথি নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

২.৫.৮ মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিত করা;
- গ্রামীণ মহিলাদের নিজস্ব পুঁজি গঠন (শেয়ার ও সঞ্চয় জমা);
- জীবিকায়নধর্মী দক্ষতা উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- আয়উৎসারী কর্মকাণ্ডে ঋণ বিতরণ ও আদায়;
- সামাজিক, স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি;
- গ্রামীণ মহিলাদের আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ;
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা এবং অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীদের উন্নয়ন।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

(লক্ষ টাকায়)

ঋণ বিতরণ		ঋণ প্রাপ্ত সদস্য (জন)		ঋণ আদায়		প্রশিক্ষণ প্রদান	
অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০২৪)	অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০২৪)	অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০২৪)	অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০২৪)
৮২০২.৩৬	১৮৫৭৭৪.৪৯	১৬০৬৮	৪৭৪১৯২	৮৬৬০.১২	১৭৩৬৭৫.০৮	৬৮৩৭	৩২২৪৯৭

২.৬ প্রশিক্ষণ বিভাগ

পরিচালক (প্রশিক্ষণ)-এর নেতৃত্বে এ বিভাগ পরিচালিত হয়। এ বিভাগে ১ জন উপপরিচালক, ২ জন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারী রয়েছে। বিআরডিবি'র আওতায় বর্তমানে তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্ধারিত ও চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি'র সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণের জন্য বাজেট প্রণয়ন ও দিক-নির্দেশনা প্রদান;
- প্রশিক্ষণের বাজেট প্রণয়নসহ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত কর্মকর্তা মনোনয়নে প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান;
- বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশিক্ষণ পরিচালনা।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

ক) বিআরডিবি সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণের তথ্য

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের ধরন	২০২৩-২০২৪		ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)
		ব্যাচের সংখ্যা (টি)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)	
১	২	৩	৪	৫
১	সদর দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক ৬০ ঘণ্টা ইনহাউস প্রশিক্ষণ	১৫	৫৭০	১২৪০
২	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এবং APAMS সফটওয়্যার ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	১৪	৫৬০	১২৩০
৩	তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার, সুশাসন ও শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৭	২৬৪	৮৩১
৪	iBAS++ সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানিক ব্যয় নির্বাহকরণ এবং অডিট সংক্রান্ত নথিপত্র সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৯	৭৮০	১১২৫
৫	বিআরডিবি'র নবযোগদানকৃত সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাগণের ওরিয়েন্টেশন	১	৫৬	৫৬
৬	সদর দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের লার্নিং সেশন	২	৬০	৬০
৭	সদর দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডি-নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪	১২৮	১৭৮
৮	চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২	৮০	৮০
৯	৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সিটিজেন চার্টার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১	৪০	১৬০
	মোট	৬৫	১২১০	৩০২২

বিআরডিবি সদর দপ্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

খ) বিআরডিবি জেলা, উপজেলায় প্রশিক্ষণের তথ্য

ক্র. নং	প্রশিক্ষণার্থী	প্রশিক্ষণের ধরন	২০২৩-২০২৪		ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)
			ব্যাচের সংখ্যা (টি)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)	
১	২	৩	৪	৫	৬
১	কর্মকর্তা-কর্মচারী	জেলা পর্যায়ে কর্মরত বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণের আওতায় প্রশিক্ষণ (ইনহাউস)	২০৪৫	৬১৩৫	৮৪১৩৫
২	সুফলভোগী	সুফলভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১২১	৪৮৪০	১১১৯২৯২

গ) বিআরডিবি বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের তথ্য

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষনের ধরণ	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা (জন)	ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)
আঞ্চলিক লোক প্রশাসন কেন্দ্র	বিষয়ভিত্তিক	৫	১৪৫

২.৬.১ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

২.৬.১.১ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), সিলেট

পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে দেশের অন্যতম প্রাচীন একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিআরডিটিআই। ইনস্টিটিউটটি বর্তমানে বিআরডিবি'র অধীনে বিভাগীয় লোকবল ও সুবিধাভোগীদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি নানাবিধ প্রশিক্ষণ, ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি কোর্সের আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

স্বাধীনতাপূর্বকালে গ্রাম উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত ভি-এইড কর্মসূচির আওতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৫৪ সনে এ প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। ভি-এইড কর্মসূচির অবলুপ্তি ঘটলে এটিকে পাকিস্তানের মৌলিক গণতন্ত্র প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিডিটিআই) নামকরণ করা হয়। ১৯৬৮ সালে আরেক দফা নাম পরিবর্তন করে এটিকে পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আরডিটিআই) করা হয়। স্বাধীনতার পর পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ও গুরুত্ব বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১৯৭৪ সালের মে মাসে ইনস্টিটিউটকে বিআরডিবি'র পূর্বসূরি 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি' (আইআরডিপি)-এর কাছে হস্তান্তর করে। পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে এটিকে জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ একাডেমির মর্যাদায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বা বিআরডিটিআই নামে বিআরডিবি'র মূল সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত করা হয়।

সিলেট শহর থেকে ০৮ (আট) কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে খাদিমনগরে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে ১০.৬২ একর ভূমির উপর বিআরডিটিআই অবস্থিত। এর আশপাশে রয়েছে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বিসিক শিল্পনগরী, সরকারি মৎস্য খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাদিম চা-বাগান, সিলেট সদর উপজেলা পরিষদ এবং প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত শাহ পরান (র.) এর মাজার শরীফ।

বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি

বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কেন্দ্রস্থল দ্বি-তলবিশিষ্ট আধুনিক প্রশাসনিক-কাম-একাডেমিক ভবন। এর নিচতলায় অফিস ও অনুষদ সভাকক্ষ অবস্থিত। দ্বিতীয় তলায় রয়েছে তিনটি শ্রেণিকক্ষ এবং এর সংলগ্ন একটি করে সিন্ডিকেট কক্ষ। এছাড়া রয়েছে আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী সংরক্ষণাগার, একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, একটি কম্পিউটার ল্যাব এবং পিএ সিস্টেম সংবলিত একটি সম্মেলন কক্ষ। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য রয়েছে চারটি হোস্টেল, দ্বিতল ক্যাফেটেরিয়া, মসজিদ এবং ৬০০ আসনবিশিষ্ট অত্যাধুনিক অডিটরিয়াম। ক্যাফেটেরিয়ায় একত্রে ৩৫০ জনের আপ্যায়ন এবং হোস্টেল চারটিতে ১৬০ জনের আবাসন ফ্যাসিলিটিজ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। বিনোদনের জন্য রয়েছে টেলিভিশন ও খেলাধুলার উপকরণসমৃদ্ধ তিনটি কমনরুম। এছাড়া বিআরডিটিআই জামে মসজিদে প্রায় ১৫০ জন মুসলমান একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারেন। ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রস্থলে প্রায় দুই একর আয়তনের পুকুর রয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক ভবনসমূহও ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

বিআরডিটিআই, সিলেট-এর প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন

বিআরডিটিআই'র কম্পিউটার ল্যাব

২০২০ সালে ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতীয় তলায় অত্যাধুনিক মাল্টিমিডিয়া সুবিধাসংবলিত কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের কাজটি সম্পন্ন করা হয়। এতে ৩০টি ব্র্যান্ড কম্পিউটার, চেয়ার-টেবিল, এসি, ফ্যান এবং লাইটিং ও সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি কম্পিউটার ল্যান-ক্যাবল ও ওয়াই-ফাই ইন্টারনেট দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। এজন্য ইনস্টিটিউটের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করে ৩০ এমবিপিএস করা হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআরডিটিআই-এ মোট ৪২টি ব্যাচে ১৪৮৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্স, বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স এবং বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি কোর্সের আওতায় বিআরডিটিআই-সংযুক্তি কোর্স সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিআরডিটিআই, সিলেটে হিসাবরক্ষকগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে সনদ বিতরণ করছেন মহাপরিচালক

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ

ক্র. নং	প্রশিক্ষণার্থীর বিবরণ	প্রশিক্ষণের ধরন	ব্যাচের সংখ্যা (টি)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)
১	ইউআরডিও ও সমমর্যাদা এবং এআরডিও ও সমমর্যাদার কর্মকর্তা	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	১	৩২
২	হিসাবরক্ষক	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	৪	১৩৫
৩	গাড়িচালক ও অফিস সহায়ক	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	১০	৩৬০
		মোট	১৫	৫২৭

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বিআরডিবি'র সমিতি'র সদস্যদের প্রশিক্ষণ

ক্র. নং	প্রশিক্ষণার্থীর বিবরণ	প্রশিক্ষণের ধরন	ব্যাচের সংখ্যা (টি)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)
১	পজীপ-৩য় পর্যায়-এর সুফলভোগী	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৪	১২০
		মোট	৪	১২০

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআরডিবি বহির্ভূত সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ

ক্র. নং	প্রশিক্ষণার্থীর বিবরণ	প্রশিক্ষণের ধরন	ব্যাচের সংখ্যা (টি)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)
১	বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাগণ	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের আওতায় সংযুক্তি কার্যক্রম (পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ বিষয়ক)	৬	৩৯০
২	বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের ১০-২০ গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্স	১৭	৪৪৯
		মোট =	২৩	৮৩৯

২.৬.১.২ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি)

ডানিডার অর্থায়নে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি) ১৯৮৭ সালে নোয়াখালী জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র মাইজদীতে ০.৮৭ একর জমির উপর নির্মিত হয়। ১৯৯২ সালে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ সমাপ্ত হলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ১৯৯৫ সাল থেকে বৃহত্তর নোয়াখালী দারিদ্র্য সমবায় সহায়তা প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হয়। পরবর্তী সময়ে এটি ২০০১ থেকে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)-এর আওতাভুক্ত করা হয়। দ্বিতল ভবনবিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে ৪০ আসনবিশিষ্ট ২টি শ্রেণিকক্ষ, ১০০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, ৫০ আসনবিশিষ্ট ডাইনিং হল, ২টি ফেসিলিটেটর কক্ষ ও ৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিষ্ঠাকালীন থেকেই এনআরডিটিসি পল্লী জনগণকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এছাড়াও কর্মকর্তা-কমচারীদেরও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

২.৬.১.৩ টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডব্লিউটিসি)

১৯৮৪ সালে জার্মান কারিগরি সহযোগিতায় টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডব্লিটিসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বিআরডিবি'র মহিলা কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত হয়। জুলাই ২০০৫ সালে প্রকল্প পিআরডিপি প্রকল্পের কাছে ন্যস্ত করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টার (এলএমটিসি) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ কেন্দ্রটি টাঙ্গাইল জেলা শহরের নতুন বাস টার্মিনাল-এর উত্তরে দেওলাতে মূল সড়কের পাশে ৩.১৬৮ একর জমির উপর স্থাপিত। এখানে পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি দ্বি-তল ভবনবিশিষ্ট একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ভবনে মোট ২৩টি কক্ষ আছে। এখানে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের সুবিধা সংবলিত একটি কক্ষ ও সমান আয়তনের অফিস কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জন্য ১০টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে, যেখানে মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অবস্থান করতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআরডিবি'র কার্যক্রমভিত্তিক অর্জন

৩.১ এক নজরে কার্যক্রমের অগ্রগতি
৩.২ মানব সংগঠন সৃষ্টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি
৩.৩ মূলধন সৃষ্টি
৩.৪ ঋণ কার্যক্রম
৩.৫ মানবসম্পদ উন্নয়ন
৩.৬ কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম
৩.৭ পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ সৃষ্টি
৩.৮ সম্প্রসারণ কার্যক্রম
৩.৯ নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি
৩.১০ আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে বিআরডিবি

৩.১ এক নজরে কার্যক্রমের অগ্রগতি

বিআরডিবি কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমবায় সমিতি/পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন, সদস্য অন্তর্ভূক্তি, শেয়ার-সঞ্চয় জমা, ঋণ সহায়তা প্রদান, ঋণ আদায় এবং কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সুফলভোগীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া সুফলভোগীদের মাঝে কৃষি উপকরণ ও সম্পদ বিতরণ করা হয়। একই সাথে সম্প্রসারণও কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অর্জন, জুন ২০২৪ এ স্থিতি এবং ক্রমপুঞ্জিত অর্জন নিম্নরূপ:

ক্রম	কার্যক্রমের ধরন ও নাম (একক)	২০২৩-২০২৪ অর্জন	জুন, ২০২৪ স্থিতি	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন (জুন, ২০২৪)
ক) সাংগঠনিক কার্যক্রম				
১	উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ) গঠন (টি)	০	৪৮৯	৪৮৯
২	মানব সংগঠন (সংখ্যা) (সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতি)	৬,৯২২	১,৮৫,৫৫৭	২,০০,৪০৭
৩	সদস্য (জন)	২,৪৮,৩৪৪	৫২,৪৫,৮৪১	৬৪,১৮,৩২২
খ) সদস্যদের নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি এবং ঋণ কার্যক্রম				
৪	শেয়ার (লক্ষ টাকা)	৫৮২.৬৭	১৩,৩৮৫.৩০	১৮,৬৬৮.৭৯
৫	সঞ্চয় (লক্ষ টাকা)	১০,৫১৬.৫১	৭১,৫২৯.৪৪	১,২৮,১৬৬.২৮
৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১,৯৮,৬৪১.৭১	-	২৪,৬৭,২৯০.৮০
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১,৮৫,২১৬.৪৫	-	২১,৭৭,৭৩৮.০৯
৮	আদায়ের হার	৭৮%	-	৯৮%
৯	ঋণগ্রহীতা সদস্য (জন)	৪,২১,৭৭৭	-	৮২,২০,৩৪০
গ) প্রশিক্ষণ				
১০	সুফলভোগী (জন) (দক্ষতা উন্নয়ন, আয়বর্ধনমূলক, উদ্বুদ্ধকরণ)	১,৩২,৩৪৫	-	৭৪,৮০,২৫৯
১১	কর্মকর্তা/কর্মচারী (জন)	৮,৪০৮	-	২,৭৯,৭২৭
ঘ) সেচযন্ত্র বিতরণ				
১২	গভীর নলকূপ (টি)	-	-	১৮,৩৬০
১৩	অগভীর নলকূপ (টি)	-	-	৪৪,৫২৩
১৪	শক্তিচালিত পাম্প (টি)	-	-	১৯,৪০৫
১৫	হস্তচালিত নলকূপ (টি)	-	-	২,৭৩,০০০
	মোট	-	-	৩,৫৫,২৮৮

ক্রম	কার্যক্রমের ধরন ও নাম (একক)	২০২৩-২০২৪ অর্জন	জুন, ২০২৪ স্থিতি	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন (জুন, ২০২৪)
ঙ) সম্পদ বিতরণ				
১৬	বীজ ও চারা বিতরণ (জন)	-	-	৫৪,৯৯১
১৭	প্রদর্শনী খামার	-	-	৭,৬৮০
১৮	১। সেলাই মেশিন (টি) ২। কিট বক্স (বিপি মেশিন, নেবুলাইজার, ব্লাড সুগার ইন্ডিকেটর, ফার্স্ট এইডস বক্স (সেট) ৩। মোবাইল মেরামত টুলস (সেট)	৬০০ - ৩০	- - -	১,৯২০ ৪০ ১১০
চ) সম্প্রসারণ কার্যক্রম				
১৯	ক্ষুদ্র অবকাঠামো (টি)	-	-	২১,০৭৭
২০	বৃক্ষ রোপণ (লক্ষ টি)	০.৭১	-	২০,৪৯৬.৭৩
২১	মৎস্য চাষ (লক্ষ টি)	৭০.৫২	-	১,৪৩৩.৯৬
২২	গৃহপালিত পশুপাখির টিকা (লক্ষ টি)	১.২৭	-	৩৮১.৩৬
২৩	উন্নত চুল্লী, স্থাপন (লক্ষ টি)	০.০৯	-	১.২০
২৪	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (লক্ষ টি)	০.১২	-	১.১১

৩.২ মানব সংগঠন সৃষ্টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি

বিআরডিবি পল্লী জনগণকে সংগঠিত করে সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদান করে থাকে। সূচনালগ্ন থেকে বিআরডিবি'র মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের 'দ্বি-স্তর' সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মতামত প্রকাশের সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সমবায় সমিতিকে পল্লীর সার্বিক উন্নয়নের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সকল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়া। পরবর্তীকালে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বাইরে বিত্তহীন/দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিআরডিবির কার্যক্রমের আওতায় এনে সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করা হয়। বিআরডিবি'র আওতায় গঠিত সমিতি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

কার্যক্রমের ধরন	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অগ্রগতি									জুন ২০২৪ স্থিতি								
	সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি			সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
সমিতি গঠন	১০৩	৭৭	১৮০	১,৩৩২	৫,৪১০	৬,৭৪২	১,৪৩৫	৫,৪৮৭	৬,৯২২	৬৩,৬২৮	৩০,৭২০	৯৪,৩৪৮	৩৭,৩৫৯	৫৩,৮৫০	৯১,২০৯	১,০০,৯৮৭	৮৪,৫৭০	১,৮৫,৫৫৭
সদস্য অন্তর্ভুক্তি	৯,২৪৭	১১,২১৭	২০,৪৬৪	৫৩,০৬৮	১,৭৪,৮১২	২,২৭,৮৮০	৬২,৩১৫	১,৮৬,০২৯	২,৪৮,৩৪৪	২০,৫৬,১৩০	১০,৭৫,১১২	৩১,৩১,২৪২	৮,৩৮,৪৩৮	১২,৭৬,১৬১	২১,১৪,৫৯৯	২৮,৯৪,৫৬৮	২৩,৫১,২৭৩	৫২,৪৫,৮৪১

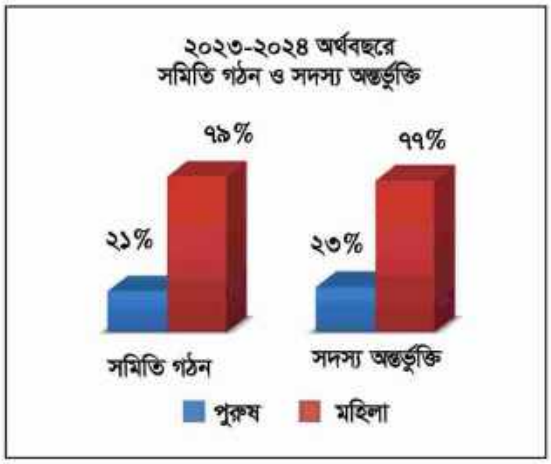

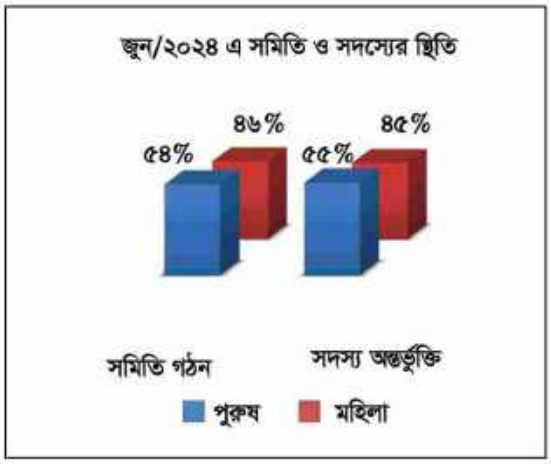

সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে মানব সংগঠন সৃষ্টি বিআরডিবি'র সেবা প্রদানের কৌশল। বিআরডিবি'র আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ৬,৯২২টি সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়েছে, যেখানে মহিলা সমিতি ৭৯% এবং পুরুষ সমিতি ২১%। এছাড়া জুন/২০২৪ এ সমিতির স্থিতি সংখ্যা ১,৮৫,৫৫৭টি; যেখানে মহিলা সমিতি ৪৬% এবং পুরুষ সমিতি ৫৪%।

সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে উপকারভোগী সদস্য অন্তর্ভুক্তিকরণের পর বিআরডিবি সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআরডিবি ২,৪৮,৩৪৪ জন গ্রামীণ মানুষকে সেবার আওতায় এনেছে, এর মধ্যে পুরুষ ২৩% এবং মহিলা ৭৭%। শুরু থেকে জুন/২০২৪ পর্যন্ত বিআরডিবি'র উপকারভোগীর স্থিতির সংখ্যা ৫২,৪৫,৮৪১ জন, যেখানে পুরুষ ৫৫% এবং মহিলা ৪৫%।

৩.৩ মূলধন সৃষ্টি

বিনিয়োগ করার লক্ষ্যে বর্তমান আয়ের একটা অংশ ভোগের কাজে না লাগিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করাকে মূলধন বোঝায়। বিআরডিবি উপকারভোগী সদস্যদের মূলধন গঠনের লক্ষ্যে নিয়মিত সঞ্চয় জমা ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সমবায় সমিতির সদস্যদের শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহিত করে। বিআরডিবি'র উপকারভোগীদের শেয়ার-সঞ্চয় জমা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

পুঁজি গঠন কার্যক্রম	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)									স্থিতি (জুন ২০২৪) (লক্ষ টাকা)								
	সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি			সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
শেয়ার জমা	৩৫০.৪৮	২৩২.১৯	৫৮২.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	৩৫০.৪৮	২৩২.১৯	৫৮২.৬৭	৯০৬৩.১৯	৪৩২২.১১	১৩,৩৮৫.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	৯০৬৩.১৯	৪৩২২.১১	১৩৩৮৫.৩০
সঞ্চয় জমা	৬০০.৫৫	৮৬৬.৮২	১৪৬৭.৩৭	২০৮৯.৬২	৬৯৫৯.৫২	৯০৪৯.১৪	২৬৯০.১৭	৭৮২৬.৩৪	১০৫১৬.৫১	১৪৫০৭.৮৫	৯৬১৮.৭২	২৪,১২৬.৫৭	১৫০৩৭.৪৮	৩২৩৬৫.৩৯	৪৭,৪০২.৮৭	২৯৫৪৫.৩৩	৪১,৯৮৪.১১	৭১,৫২৯.৪৪

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআরডিবি'র উপকারভোগী সদস্যদের জমাকৃত শেয়ারের পরিমাণ ৫৮২.৬৭ লক্ষ টাকা, যার ৬০% পুরুষ এবং ৪০% জমা করেছে মহিলা উপকারভোগী। এছাড়া উক্ত বছরে সঞ্চয় জমার পরিমাণ ১০৫১৬.৫১ লক্ষ টাকা, যার ২৬% পুরুষ এবং ৭৪% জমা করেছে মহিলা উপকারভোগী।

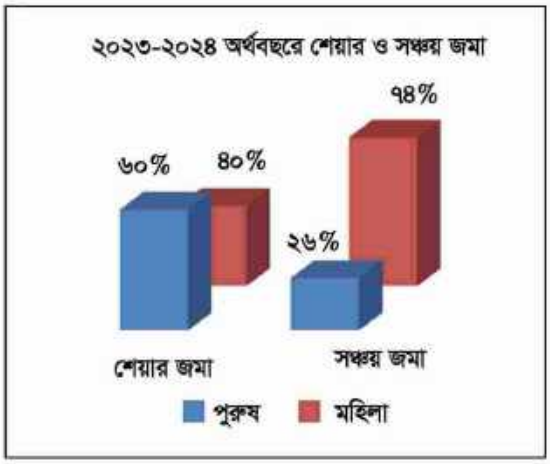

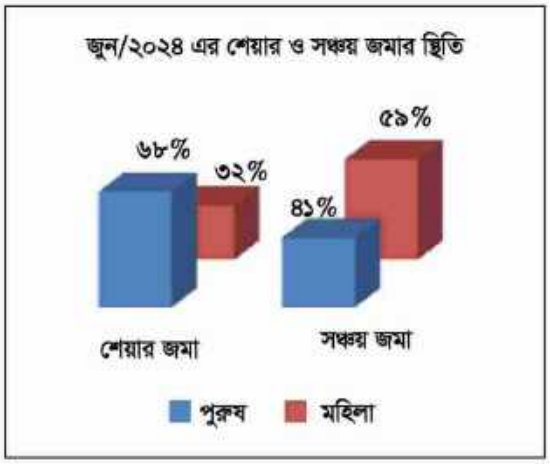

শুরু থেকে জুন/২০২৪ পর্যন্ত সদস্যদের শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১৩,৩৮৫.৩০ লক্ষ টাকা, যার ৬৮% পুরুষ এবং ৩২% জমা করেছে মহিলা উপকারভোগী। এছাড়া সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৭১,৫২৯.৪৪ লক্ষ টাকা, যার ৪১% পুরুষ এবং ৫৯% জমা করেছে মহিলা উপকারভোগী।

৩.৪ ঋণ কার্যক্রম

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই উন্নয়নে ঋণ একটি চালিকাশক্তি। সত্তর দশকে জামানতের অভাবে যখন পল্লীর প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না, তখন দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে তদারকি ঋণ সুবিধা চালু হয়। পরে যা আরও পরিমার্জিত হয়ে 'ক্ষুদ্রঋণ' নামে পরিচিত ও সমাদৃত হয়। দারিদ্র্য বিমোচনে এই ঋণ কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জনে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও বিশ্বশান্তিতে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছে। দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত তদারকি ঋণ হিসেবে ফসলী ও বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে সেচযন্ত্রের বিপরীতে সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে ঋণ সহায়তা চালু করা হয়। এর পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে বিআরডিবি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ঋণ সহায়তা কার্যক্রম চালু করে। বিআরডিবি কৃষি সমবায়ের পাশাপাশি আশির দশকে বিভিন্ন প্রকার দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। কোভিড-১৯ মহামারিতে পল্লী এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের স্বাভাবিক আয়বর্ধন ও জীবিকায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং বিদেশ/শহর ফেরত কর্মহীন ব্যক্তি ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আগ্রহী নতুন উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় মূলধন সহায়তার লক্ষ্যে ২০২১ সনে সরকার বিআরডিবি'কে ৩০০ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করে।

ঋণ বিতরণ

পল্লী অর্থনীতি শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বিআরডিবি উপকারভোগীদের মাঝে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডসমূহ হচ্ছে: ধান চাষ, শাকসবজি চাষ, গবাদিপশু পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, অপ্রধান শস্য উৎপাদন, বাটিক-বুটিক, এমব্রয়ডারি, নকশিকাঁথা সেলাই, বাঁশ ও বেতের কাজ, মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প ইত্যাদি। উৎসভিত্তিক বিআরডিবি'র ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

প্রকল্প/কর্মসূচির ধরন	ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকায়)					
	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অগ্রগতি			ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
ক্ষুদ্রঋণ						
মূল কর্মসূচি	২২২০৩.৮৯	৭০২৩.৩৯	২৯২২৭.২৮	৪৪৬৬২৬.৩৪	৭৮৬৪৩.২১	৫২৫২৬৯.৫৫
মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	০.০০	৮২০২.৩৮	৮২০২.৩৮	০.০০	১৮৫০৬৩.৯৬	১৮৫০৬৩.৯৬
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	৮৮৯৬.৬৫	৩৭২৪৭.৮০	৪৬১৪৪.৪৫	৩০৭৭২.৯৮	১৭৮৩৫৭.৯৭	২০৯১৩০.৯৫
নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কর্মসূচি	১৯৫৪৯.৩৪	৪৩১৬৯.১৩	৬২৭১৮.৪৭	৩৯০১৮০.৯০	১০১০৪৮৪.১৩	১৪০০৬৬৫.০৩
অন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি	১৪৪২.০৭	৮৩০.৩৫	২২৭২.৪২	১৯৪৮৬.২৩	১১৯৮৩.২৭	৩১৪৬৯.৫০
সিভিডিপি	৪৭০.৬২	৩৮৮.৫৪	৮৫৯.১৬	৩৪৩০.০৫	২৮০৮.৩৭	৬২৩৮.৪২
মোট	৫২৫৬২.৫৭	৯৬৮৬১.৫৯	১৪৯৪২৪.১৬	৮৯০৪৯৬.৫০	১৪৬৭৩৪০.৯১	২৩৫৭৮৩৭.৪১
এসএমই						
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত	৩৬২৬.৫২	১৮৭১.০৭	৫৪৯৭.৫৯	১৭৫১৩.১১	৮৫০২.২৭	২৬০১৫.৩৮
পিইপি	২৯৮৫.২৮	১১৯৪১.১২	১৪৯২৬.৪০	৭৪১৯.৯২	২৯৬৭৯.৬৬	৩৭০৯৯.৫৮
ইরেসপো	০.০০	২৬২০.৯৯	২৬২০.৯৯	০.০০	৪৪০১.৮০	৪৪০১.৮০
পজীপ-৩	৫২৩৪.৫২	২০৯৩৮.০৫	২৬১৭২.৫৭	৮৩৮৭.৩৩	৩৩৫৪৯.৩০	৪১৯৩৬.৬৩
মোট	১১৮৪৬.৩২	৩৭৩৭১.২৩	৪৯২১৭.৫৫	৩৩৩২০.৩৬	৭৬১৩৩.০৩	১০৯৪৫৩.৩৯
সর্বমোট	**৬৪৪০৮.৮৯**	**১৩৪২৩২.৮২**	**১৯৮৬৪১.৭১**	**৯২৩৮১৬.৮৬**	**১৫৪৩৪৭৩.৯৪**	**২৪৬৭২৯০.৮০**

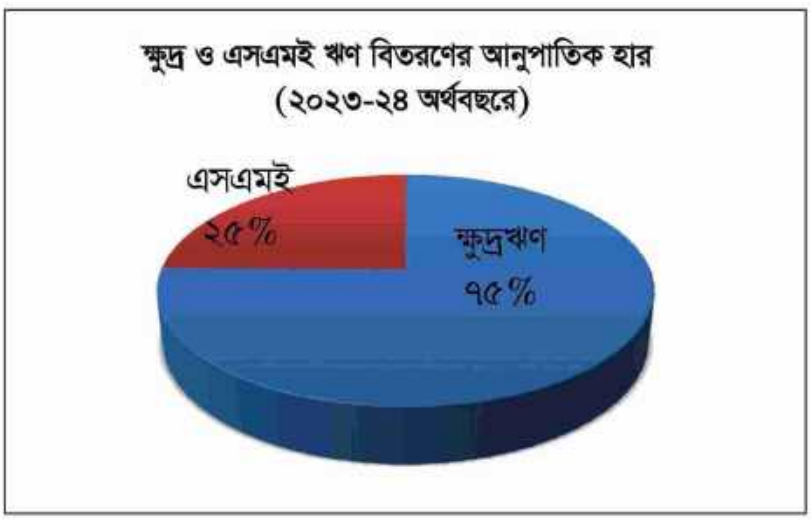

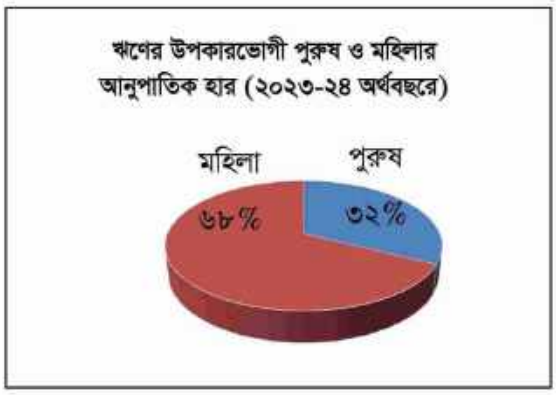

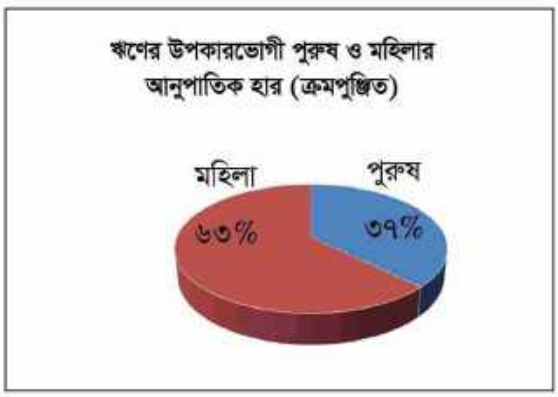

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআরডিবি উপকারভোগীদের মাঝে ১,৯৮,৬৪১.৭১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করে। তন্মধ্যে এক-চতুর্থাংশ এসএমই খাতে ও তিন-চতুর্থাংশ ক্ষুদ্রঋণ খাতে বিতরণ করা হয়। উক্ত বছরে ৬৮% উপকারভোগী মহিলা এবং ৩২% পুরুষ। শুরু থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক সদস্যদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ সহায়তার পরিমাণ ২৪,৬৭,২৯০.৮০ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত মহিলা উপকারভোগী সদস্য ৬৩%।

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় কৃষক সমবায় সমিতির উপকারভোগীদের মাঝে ঋণ বিতরণ

ঋণ আদায়

উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত ঋণ সাপ্তাহিক/মাসিক কিস্তিতে আদায় করা হয়ে থাকে। আদায়কৃত ঋণ পুনরায় উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআরডিবি উপকারভোগীদের কাছ থেকে বিতরণকৃত ঋণের মোট ১,৮৫,২১৬.৪৫ লক্ষ টাকা আদায় করে। শুরু থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক ঋণগ্রহীতা সদস্যদের থেকে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ২১,৭৭,৭৩৮.০৯ লক্ষ টাকা। উৎসভিত্তিক বিআরডিবি'র ঋণ আদায়সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

প্রকল্প/কর্মসূচির ধরন	ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকায়)					
	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অগ্রগতি			ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
ক্ষুদ্রঋণ						
মূল কর্মসূচি	২০৯০৪.৮৮	৬৪৫৭.৬৭	২৭৩৬২.৫৫	৪৩৭৩৬৬.১৭	৪৫৬৩৮.২৫	৪৮৩০০৪.৪২
মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	০.০০	৮৬৬০.৫৭	৮৬৬০.৫৭	০.০০	১৭১৪১৩.৩৭	১৭১৪১৩.৩৭
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	৬৩২৯.৩৬	২৮১০৬.৮২	৩৪৪৩৬.১৮	১৭৮২৬.৭৬	১৩৪৪৪৩.৬৯	১৫২২৭০.৪৫
নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কর্মসূচি	২৪৭৩৭.৪২	৫০৪০৫.৮১	৭৫১৪৩.২৩	৩১০৫৫৪.১৬	৯৫৯৭৬৯.১২	১২৭০৩২৩.২৮
অন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি	১৩৫৪.৮৬	৮৫৩.৬৭	২২০৮.৫৩	১৫০০৭.৮২	১১২৮৫.১৩	২৬২৯২.৯৫
সিভিডিপি	৪২৫.৪০	৩৪৮.০৫	৭৭৩.৪৫	৩০২২.৪২	২৮৮৪.৯২	৫৯০৭.৩৪
মোট	৫৩৭৫১.৯২	৯৪৮৩২.৫৯	১৪৮৫৮৪.৫১	৭৮৩৭৭৭.৩৩	১৩২৫৪৩৪.৪৮	২১০৯২১১.৮১
এসএমই						
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত	৪৯৮২.৩২	২১৬০.৩৭	৭১৪২.৬৯	১২০১১.৬৩	৬১৮৬.৪৯	১৮১৯৮.১২
পিইপি	২৪৬২.৮৫	৯৮৫১.৪১	১২৩১৪.২৬	৫৬৫৫.৩০	২২৬২১.২১	২৮২৭৬.৫১
ইরেসপো	০.০০	১৫১৭.৮৮	১৫১৭.৮৮	০.০০	২৫১৬.৬২	২৫১৬.৬২
পজীপ-৩	৩১৩১.৪৩	১২৫২৫.৬৮	১৫৬৫৭.১১	৩৯০৭.০১	১৫৬২৮.০২	১৯৫৩৫.০৩
মোট	১০৫৭৬.৬০	২৬০৫৫.৩৪	৩৬৬৩১.৯৪	২১৫৭৩.৯৪	৪৬৯৫২.৩৪	৬৮৫২৬.২৮
সর্বমোট	**৬৪৩২৮.৫২**	**১২০৮৮৭.৯৩**	**১৮৫২১৬.৪৫**	**৮০৫৩৫১.২৭**	**১৩৭২৩৮৬.৮২**	**২১৭৭৩৮.০৯**

৩.৫ মানবসম্পদ উন্নয়ন

বিআরডিবি সূচনালগ্ন থেকেই গ্রামবাংলার পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য কাজ করছে। এ লক্ষ্যে উপকারভোগী সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। বিআরডিবি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের বিকাশ, আয়বর্ধক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করে থাকে। এছাড়া সমিতির সাপ্তাহিক সভায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশু পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভ টিজিং-এর কুফল, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবির নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ অবকাঠামো রয়েছে। এ সকল অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী ও উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, বিয়াম ফাউন্ডেশন ও বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় থেকে প্রেরিত বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

কর্মকর্তা/কর্মচারী						উপকারভোগী							
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত (জুন/২০২৪ পর্যন্ত)			২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে				ক্রমপুঞ্জিত (জুন/২০২৪ পর্যন্ত)			
দেশে	বিদেশে	মোট	দেশে	বিদেশে	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	আয়বর্ধনমূলক	উদ্বুদ্ধকরণ	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	আয়বর্ধনমূলক	উদ্বুদ্ধকরণ	মোট
৮,৪০৮	০	৮,৪০৮	২,৭৮,৯৯৬	৭৩১	২,৭৯,৭২৭	১৯,৩৬১	৮৩,৪৮৯	২৯,৪৯৫	১,৩২,৩৪৫	১৮,৭৭,৯১৪	১৯,২৯,৬০৬	৩৬,৭২,৭৩৯	৭৪,৮১,২৫৯

বিআরডিবি'র সদর দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ইন-হাউস প্রশিক্ষণ

৩.৬ কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) তৎকালীন সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি চাষাবাদ পদ্ধতি প্রচলনের জন্য কৃষকদেরকে সংগঠিত করে দেশের বিপুল পরিমাণ এলাকা চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। এলাকাভিত্তিক নামে সেচ প্রকল্প গ্রহণ করে কর্মসংস্থান ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আমূল পরিবর্তনে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। সূচনালগ্ন থেকেই বিআরডিবি অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে তৎকালীন সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতির প্রচলনের জন্য কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের সংগঠিত করে বিএডিসি, ব্যাংক ও বিআরডিবি'র যৌথ প্রচেষ্টায় কৃষকদের মাঝে সেচযন্ত্র বিতরণ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রাদি যাতে প্রয়োজনীয় মেরামতের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার কার্যক্রমও অব্যাহত রাখা হয়। এক্ষেত্রে বিআরডিবি কৃষকদের সংগঠিত করার মাধ্যমে সেচযন্ত্র গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে বিএডিসি ও ব্যাংকের মধ্যে সংযোগের সাথে সাথে মাঠপর্যায়ের সেচযন্ত্রের পরিচালনায় মূল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। ব্যাংক-বিআরডিবির যৌথ চুক্তির মাধ্যমের সম্পাদিত ব্যাংকিং পরিকল্পনা মোতাবেক বিআরডিবি নিয়ন্ত্রিত ইউসিসিএগুলোতে ব্যাংক সেচযন্ত্র খাতে মেয়াদি ঋণ বিনিয়োগ করে। আশি ও নব্বই দশকে বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মাধ্যমে বিআরডিবি দেশের বিপুল পরিমাণ অনাবাদী জমি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে।

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ প্রদান

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের শুরুর দিকে সরকার বেসরকারি খাতকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সেচযন্ত্র বাজারজাতকরণ বেসরকারি খাতে উন্মুক্ত করে দেয়। এর ফলে বিআরডিবি-বিএডিসি-ব্যাংক-এর সম্মিলিত উদ্যোগে সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ায় বিআরডিবি'র সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে। সেচ সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের আওতায় বিআরডিবি মোট ৩,৫৫,২৮৮টি সেচযন্ত্র বিতরণ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মধ্যে গভীর নলকূপ ১৮,৩৬০টি, অগভীর নলকূপ ৪৪,৫২৩টি, শক্তিচালিত পাম্প ১৯,৪০৫টি এবং হস্তচালিত পাম্প ২,৭৩,০০০টি সহ। এছাড়া সেচযন্ত্র খাতে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২০৯৪১.৮০ কোটি টাকা। বিআরডিবি'র মাধ্যমে বিতরণকৃত সেচযন্ত্রসমূহ দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে অনেক নলকূপ অকেজো হয়ে যায়। ফলে অকেজো নলকূপের মধ্যে মেরামতযোগ্য নলকূপগুলোকে সচল করার লক্ষ্য বিআরডিবি ২০১৩ সালে 'সেচ সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০টি জেলার ৬১টি উপজেলায় ৩৩৪টি অচল/অকেজো কিন্তু মেরামতযোগ্য গভীর নলকূপ মেরামত করে সচলকরণ ও সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

৩.৭ পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ সৃষ্টি

উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মান নিশ্চিতকরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদকের ও ভোক্তার ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য বিআরডিবি বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি ভোক্তা ও উৎপাদকের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘর রয়েছে। এছাড়া কারুপল্লী, কারুগৃহ, শান্তি, পল্লী বাজার নামে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে বিআরডিবি'র উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত অকৃষি পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যের ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী কাম সেলস্ সেন্টার পরিচিতি

কারুপল্লী

কারুপল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণে বিআরডিবির একটি ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম। প্রকৃতপক্ষে এটি বিআরডিবি'র পল্লী এলাকার উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প ও অন্যান্য পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র। ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে বিআরডিবির উদ্যোগে জাপান ওভারসিজ কো-অপারেশন ভলান্টিয়ার্সের (জেওসিভি) এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় কারুপল্লী। এর উদ্দেশ্য হলো বিআরডিবির সুবিধাভোগীদের উৎপাদিত বিভিন্ন হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন এবং তা দেশি ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন সুবিধা প্রদানে সহায়তা করা। বর্তমানে বিআরডিবি'র প্রধান কার্যালয় পল্লী ভবন, ৫, কাওরান বাজার, ঢাকায় কারুপল্লীর

একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া karupalli.brdb.gov.bd এই-কমার্স সাইটের মাধ্যমে কারুপল্লীর পণ্য বিক্রয় করা হয়। এছাড়া ঢাকার উত্তরাস্থ বিআরডিবি'র আবাসিক কমপ্লেক্স 'পল্লী কানন' সংলগ্ন কারুপল্লীর একটি শাখা রয়েছে।

কারুপল্লীর উদ্দেশ্যাবলি

- বিআরডিবি'র আওতাধীন সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যাদির প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের সম্প্রসারিত বাজার সৃষ্টি করা;
- সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদনকারীদের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
- হস্তশিল্পজাত পণ্যাদি উৎপাদনে গ্রামীণ মহিলাদের উৎসাহিত করা ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা;
- হস্তশিল্পজাত পণ্যাদির প্রদর্শনী ও প্রচারের ব্যবস্থা করা;
- দেশ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজারজাতকরণে নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করা;
- নির্বাচিত কারুশিল্পীদের উন্নত ডিজাইন ও উন্নত মানের পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- এ সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী পল্লী উন্নয়নে বিআরডিবি'র ভাবমূর্তি অধিকতর সমুজ্জ্বল করা।

বিআরডিবি'র সদর দপ্তরের নিচতলায় কারুপল্লীর প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র

কারুপল্লীতে প্রদর্শিত ও বিক্রীত পণ্যসমূহের তালিকা

(ক) পাটজাত সামগ্রী: সাইড ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, স্কুলব্যাগ, মানিব্যাগ, পার্স, টেবিলম্যাট, ফ্লোরম্যাট, কোস্টার, ওয়াল ডেকোরেশন, ছিকা, স্যান্ডেল ইত্যাদি;

(খ) চামড়াজাত সামগ্রী: সাইড ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, স্কুলব্যাগ, মানিব্যাগ, মানিপার্স, ওয়েস্ট বেল্ট, চাবির রিং, কি হোল্ডার, অর্নামেন্ট বক্স, বাইক কি রিং, হিজাব পিন, কানের দুল ইত্যাদি;

(গ) নকশি কাজের সামগ্রী: নকশি কাঁথা, ওয়ালম্যাট, কুশন কভার, নকশি চাদর, টেবিলম্যাট, পার্স, গ্লাস কোস্টার, পুরুষ-মহিলা-শিশুদের কটি, এসকেডি ইত্যাদি;

(ঘ) পুরুষদের পোশাক: সিল্ক, সুতি, খদ্দর, আদ্দি, এন্ডি ইত্যাদি কাপড়ের পাঞ্জাবি, পাজামা, ফতুয়া, শার্ট, লুঙ্গি, টি-শার্ট, পোলো শার্ট, ফুলপ্যান্ট, আন্ডার গার্মেন্টস, মাফলার, শেরোয়ানি, নেকটাই, শাল ইত্যাদি;

(ঙ) মহিলাদের পোশাক: সুতি, হাফসিল্ক, ফুলসিল্ক, তসর, জামদানি, মণিপুরী ইত্যাদি শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, পেটিকোট, ব্লাউজ, শাল, ম্যাক্সি, ওড়না ইত্যাদি;

(চ) শিশু, কিশোর, কিশোরীদের সকল ধরনের পোশাক;

(ছ) প্যাচওয়ার্ক সামগ্রী: রানার, প্লেস ম্যাট, কুশন কভার, পর্দা, কবি ব্যাগ, নকশি পিস ইত্যাদি;
(জ) পার্ল সামগ্রী: বিভিন্ন ডিজাইনের নেকলেস, ব্রেসলেট ইত্যাদি;
(ঝ) পিতলের সামগ্রী: বিভিন্ন সাইজের নৌকা, রিক্সা, হাতি, ময়ূর, হরিণ, শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, ডলফিন ইত্যাদি;
(ঞ) মিল্ক ভিটার সকল পণ্য;
(ট) হারবাল ও কসমেটিক্স সামগ্রী : হেনা, নিম সাবান, তেল, শ্যাম্পু, উপটান, গ্লিসারিন, হ্যান্ড ওয়াশ ইত্যাদি;
(ঠ) এছাড়া রয়েছে নেইল কাটার, কাফ লিংক, টাই পিন, র‍্যাপিং পেপার, ডেকোরেশন ফ্লাওয়ার, জ্যাম-জেলি, আচার, সফ্‌ট ড্রিংকস, জুস ইত্যাদি।

উদকনিক প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র, রংপুর

উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক)-এর আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের হস্তজাতশিল্প পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনীর জন্য রংপুর জেলা শহরে ১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ০৬ তলা প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রটির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলার সদস্যদের ন্যায্যমূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ এবং উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ প্রদর্শনী ও বিক্রয় করা হবে। বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও পণ্যসমূহ প্রকল্পের ই-কমার্স সাইটের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। এ প্রকল্পের প্রধান পণ্যসমূহ হলো: নকশি কাঁথা, নকশি টুপি, নকশি বেড কাভার, কুশন কাভার, পাটজাত পণ্য, গহনাসামগ্রী, রংপুরের প্রসিদ্ধ শতরঞ্জি, জামা, পাঞ্জাবি, ব্যাগ, শাড়ি, বিভিন্ন উৎসব এবং ঋতুভেদে নানা ধরনের হাল ফ্যাশনের পোশাক প্রভৃতি।

উদকনিক-এর প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র, রংপুর

৩.৮ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জ্বালানি ঘাটতি পূরণ, দূষণমুক্ত বসবাস উপযোগী জনপদ সৃষ্টির এবং সমবায়ীদের আয়বর্ধনকল্পে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিআরডিবি সম্প্রসারণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। বিআরডিবিভুক্ত সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন, পশুপাখির টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড।

সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি

(লক্ষ টি)

বৃক্ষরোপণ		স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন		উন্নত চুল্লী স্থাপন		পশুপাখির টিকাদান		মাছের পোনা বিতরণ		নারকেলের চারা রোপণ	
২০২৩-২০২৪	ক্রমপুঞ্জিত	২০২৩-২০২৪	ক্রমপুঞ্জিত	২০২৩-২০২৪	ক্রমপুঞ্জিত	২০২৩-২০২৪	ক্রমপুঞ্জিত	২০২৩-২০২৪	ক্রমপুঞ্জিত	২০২৩-২০২৪	ক্রমপুঞ্জিত
০.৭১	২০,৪৯৬.৭৩	০.১২	১.১১	০.০৯	১.২০	১.২৭	৩৮১.৩৬	৭০.৫২	১৪৩৩.৯৬	১.২০	১৮৪.৩৩

বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলায় উপকারভোগীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

৩.৯ নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি

নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতোধারায় যুক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। উন্নয়নের মূল ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিআরডিবি পুরুষদের পাশাপাশি পল্লী এলাকার অসহায়, দুস্থ, বিত্তহীন নারীদের আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক সমিতিভুক্ত করে নিজস্ব পুঁজি গঠন, ক্ষুদ্রঋণ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উপার্জনমুখী নানা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এর ফলে তারা কর্মমুখী আত্মনির্ভরশীল হয়ে পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিআরডিবি গ্রামীণ নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম ফ্লাগশিপ প্রোগ্রামের আওতায় বিআরডিবি ১৯৭৫ সালে দেশের ১৩০টি উপজেলায় মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পরামর্শ প্রদান ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা। বিআরডিবি'র মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সাথে নারী স্বাস্থ্য শিক্ষা, মাতৃকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা, বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন রোধ, যৌতুক প্রথা নির্মূল ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিআরডিবি জুন/২০২৪ পর্যন্ত ৮৪,৫৭০টি মহিলা সংগঠনের ২৩,৫১,২৭৩ জন উপকারভোগী সদস্যের ৪,৩২২.১১ লক্ষ টাকা শেয়ার ও ৪১,৯৮৪.১১ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা, ৪০,১৭,৩৬১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১৫,৪৩,৪৭৩.৯৪ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করে। মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি পরবর্তী সময়ে মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ নামে নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ শুরু করে। এছাড়া বিআরডিবি'র আওতাধীন অন্যান্য প্রকল্প ও কর্মসূচিতেও নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। পূর্বের ন্যায় বর্তমানেও গ্রামীণ নারীদের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক যেমন- বসতবাড়ির আঙিনায় শাকসবজি চাষ, ফলফুলের চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, দর্জি কাজ, বাটিক-বুটিক, এমব্রয়ডারি, নকশিকাঁথা সেলাই, বাঁশ ও বেতের কাজ ইত্যাদি কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করছে। বিআরডিবি'র এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা কর্মমুখী, আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলায় মহিলা উপকারভোগীদের উঠান বৈঠক

৩.১০ আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে বিআরডিবি

(ক) জাতীয় তথ্য বাতায়ন

জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং দপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সেবাসমূহ প্রাপ্তির সহজীকরণের লক্ষ্যে বিআরডিবি জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত রয়েছে এবং নিয়মিত তথ্য বাতায়ন আপডেট করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত সকল জেলা ও উপজেলা দপ্তরে জাতীয় তথ্য বাতায়ন যুক্ত হয়েছে। এ ওয়েবসাইটের সেবাবক্সসহ যাবতীয় তথ্য নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে।

বিআরডিবি'র দাপ্তরিক ওয়েবসাইট

(খ) ডোমেইন

ডোমেইন বলতে সাধারণভাবে কোনো একটা ওয়েবসাইটের নামকে বোঝায়। ইন্টারনেটে একটি পৃথক নাম, যা ওয়েবসাইট, ওয়েবপেইজ, ইমেইল বা অনলাইন সেবার সাথে সংযোজিত থাকে। বিআরডিবি'র অনলাইন কার্যক্রম "বিআরডিবি.বাংলা" ও "brdb.gov.bd" এ দুইটি ডোমেইনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ডোমেইন

(গ) দাপ্তরিক ওয়েব মেইল

বিআরডিবি সদর দপ্তরসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের পদবির বিপরীতে ৯৩০টির বেশি দাপ্তরিক ওয়েব মেইল চালু রয়েছে। দাপ্তরিক ওয়েব মেইল ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক ই-জিপিতে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ওয়েব মেইল সরবরাহ করা হচ্ছে।

দাপ্তরিক ওয়েব মেইল

(ঘ) ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

ডি-নথি'র কার্যক্রম শুরুর পূর্বে ই-নথি'র মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। একটি আধুনিক বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ডি-নথি'র ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত সাধারণ/সীমিত ছুটিকালীন দাপ্তরিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এপ্রিল/২৩ থেকে বিআরডিবি সদর দপ্তরের পাশাপাশি জেলা ও উপজেলা দপ্তরসমূহ ডি-নথিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

(ঙ) ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস

ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট হলো দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সেবা, যা সর্বদা চলমান থাকে এবং উচ্চগতিসম্পন্ন। সাধারণত কমপক্ষে ১ মেগাবাইট/সেকেন্ড (এমবিপিএস) গতিতে তথ্য প্রবাহিত হলে তাকে ব্রডব্যান্ড বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বিআরডিবি সদর দপ্তরে ১৪৬ এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথ-এর বিটিসিএল সংযোগের পাশাপাশি বিকল্প ইন্টারনেট সংযোগ হিসেবে একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান থেকে ১০ এমবিপিএস-এর ব্রডব্যান্ড সংযোগ চলমান রয়েছে।

ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট

(চ) ডিজিটাল সেবা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজতর উপায়ে সেবাগ্রহীতাকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেবা প্রদান করা হয়। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিআরডিবি'র বিভিন্ন সেবা ডিজিটালাইজ করা হচ্ছে। ডিজিটালাইজকৃত সেবাসমূহ:

- কম্পিউটার/আইসিটি সরঞ্জাম মেরামত চাহিদা ফরম;
- আইসিটি সমস্যা নিবারণ;
- লাইব্রেরি পাঠ্য উপকরণ বরাদ্দ ফরম।

ডিজিটাল সেবা

(ছ) Integrated Digital Service Delivery Platform System (IDSDPS)

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সকল সেবা একটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার জন্য IDSDPS বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যার মাধ্যমে বিআরডিবি'র প্রদত্ত সেবাসমূহ অনলাইন করার লক্ষ্যে ০৪টি কম্পোনেন্ট-এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সারা দেশের ১৫টি উপজেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে লাইভ সফটওয়্যারে ডাটা মাইগ্রেশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ০৪টি কম্পোনেন্ট:

- Component-1: Loan and Capital Management (Micro-Finance Management);
- Component-4: Sales & E-commerce System;
- Component-5: Beneficiary Information & service Management System;
- Component-6: Beneficiary Training & Skill Development Management System

Integrated Digital Service Delivery Platform System

(জ) অভ্যন্তরীণ ই-সেবাসমূহ

সেবা ডিজিটাইজেশনের অংশ হিসেবে বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ নিম্নোক্ত সফটওয়্যার চলমান রয়েছে:

- এসএমই সফটওয়্যার
- ইরেসপো মাইক্রোফিন-৩৬০
- অপ্রধান শস্য প্রকল্পের এমআইএস সফটওয়্যার
- অনলাইন রিপোর্টিং সফটওয়্যার
- কিশোরী অনলাইন ডাটাবেজ
- এসপিডিএস

অভ্যন্তরীণ ই-সেবাসমূহ

(ঝ) পার্সোনাল ডাটাশিট (পিডিএস)

বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরিকালীন রেকর্ড সংরক্ষণের অংশ হিসেবে তৈরি করা পিডিএস সফটওয়্যারের নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ সিস্টেমে মোট ২১টি ফিচার রয়েছে। বর্তমানে পিডিএস সফটওয়্যারে ২৬৯৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রোফাইল রয়েছে।

পার্সোনাল ডাটাশীট (পিডিএস)

(ঞ) ভিডিও কনফারেন্সিং/ভার্চুয়াল সভা

বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, তদারকীকরণ এবং আন্তঃমন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তরগুলোর সাথে অনলাইন সভা সম্পাদনের জন্য ৫০০ অংশগ্রহণকারী সংবলিত জুম অ্যাপের একটি লাইসেন্স রয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম-এর মাধ্যমে সদর দপ্তর থেকে জেলা, উপজেলা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা, সমন্বয় সভায় যুক্ত হওয়া, মাঠ কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হচ্ছে।

ভিডিও কনফারেন্সিং

(ট) মাই গভ সিস্টেম (My Gov System)

মাই গভ হলো ডিজিটাল সেবা প্রদানকারী একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবাসমূহকে একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম-এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়। "এক ঠিকানায় সরকারি সেবা" শিরোনামে মাই গভের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে বিআরডিবি'র সিটিজেন চার্টারভুক্ত ০৩টি নাগরিক সেবা ও ২২টি দাপ্তরিক সেবা অনলাইনের মাধ্যমে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মাই গভ সিস্টেম

(ঠ) ই-জিপি

সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেমটি তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ক্রয়কারী সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বচ্ছতার মাধ্যমে যাবতীয় ক্রয়কার্য সম্পাদন করতে পারে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর নির্মাণ ও সাধারণ পরিচর্যা শাখা এবং ইরেসপো প্রকল্প ই-জিপি মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ই-জিপি

(ড) কম্পিউটার ল্যাব

- বিআরডিবি সদর দপ্তরের ২৫ আসনবিশিষ্ট মিনি অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ইরেসপো প্রকল্পে ৪০ আসনবিশিষ্ট অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব কাম কনফারেন্স রুম স্থাপন রয়েছে। যেখানে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- বিআরডিটিআই, সিলেট এ ৩০ আসনবিশিষ্ট অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এখানে চলমান রয়েছে।

কম্পিউটার ল্যাব, বিআরডিটিআই, সিলেট

(ঢ) সোশ্যাল মিডিয়া

উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ, মাঠ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা ও সমস্যা, সফলতা, সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে সদর দপ্তরের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ, টুইটার একাউন্ট এবং ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে। এছাড়া জেলা, উপজেলা দপ্তরের জন্য অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ রয়েছে। এসব পেজে দাপ্তরিক কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়া

চতুর্থ অধ্যায়

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআরডিবি'র বিশেষ কার্যক্রম

৪.১ সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি (iBAS++) সৃজন ও বাস্তবায়ন

সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি বা Integrated Budget & Accounting System (iBAS++) হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের একটি সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি। এটি মূলত একটি ইন্টারনেটভিত্তিক সফটওয়্যার, যার মাধ্যমে সরকারের বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন অর্থাৎ বরাদ্দ বিভাজন, অর্থ অবমুক্তি, বাজেট পুনঃউপযোজন, অনলাইনে বিল দাখিল এবং তার বিপরীতে চেক বা ইএফটির মাধ্যমে অর্থ প্রদান, রাজস্ব জমার হিসাবরক্ষণ, স্বয়ংক্রিয় ব্যাংক হিসাব সমন্বয় ইত্যাদি আর্থিক কর্মকাণ্ড একটি একক সার্ভারের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ সকল ধরনের পরিচালন ব্যয় রাজস্ব বাজেট থেকে এবং পেনশন ও অবসরজনিত সুবিধাদি রাজস্ব বাজেট ও নিজস্ব অর্থায়নের সমন্বয়ে নির্বাহ করা হয়। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নির্দেশানুযায়ী বিআরডিবি'র আর্থিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর থেকে Public Ledger (PL) Accounts সৃজনের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে অর্থ ছাড়করণ এবং কর্মরত এবং অবসরভোগী জনবলসহ পরিচালন খাতের সকল ব্যয় Integrated Budget & Accounting System (iBAS++) এ সংযুক্ত EFT (Electronic Fund Transfer) তে সম্পাদন করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম সঠিক বাস্তবায়নের জন্য সদর দপ্তরসহ জেলা ও উপজেলা দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিআরডিবি সদর দপ্তর, ৬৪টি জেলা দপ্তর, ৪৯১টি উপজেলা দপ্তর, ৩টি থানা দপ্তর, ২টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৫৬১টি ইউনিটের মাধ্যমে ব্যয় সম্পন্ন করা হচ্ছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রথম কোয়ার্টার (জুলাই/২০২৩) থেকে বিআরডিবি সদর দপ্তরে এবং দ্বিতীয় কোয়ার্টার (অক্টোবর/২০২৩) থেকে বিআরডিবি'র অবশিষ্ট ৫৬০টি ইউনিটে iBAS++ এর মাধ্যমে পরিচালন খাতের সকল ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।

আইবাস সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় নির্বাহসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

পঞ্চম অধ্যায়

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)ভুক্ত প্রকল্পসমূহ

বিআরডিবি'র এডিপিভুক্ত প্রকল্প

৫.১ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়

৫.২ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)

৫.৩ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় সংশোধিত)

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের এডিপিভুক্ত প্রকল্প

৫.৪ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) (বিআরডিবি অংশ)

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'র আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প মেয়াদ	প্রকল্প বরাদ্দ	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অগ্রগতি				ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)	
				মূল এডিপি বরাদ্দ	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	অবমুক্তি	ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বিআরডিবি'র এডিপিভুক্ত প্রকল্প									
১	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়	জুলাই, ২০২১ -জুন, ২০২৬	৯২৮৮.২৯	১৬২৮৩.০০	১৫৮৮৩.০০	১৫৮৪১.৭৫	১৫৬২৪.৮৩	৬৬০৮৮.৮৪	৬৪৯৫৭.৫৭
২	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প- ২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)	জুলাই, ২০২১ - জুন, ২০২৬	৩৮৫৮৯.৯৩	১০০০০.০০	৮৬০০.০০	৮৫৭৮.৬৬	৮৫৭৪.৬৯	১৮০৭৬.০০	১৮০৬৯.৬৪
৩	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় সংশোধিত) (ডিসেম্বর/২৩)	জানুয়ারি, ২০১৯ - ডিসেম্বর, ২০২৩	২৩৭৩০.০০	৩৬০০৪.০০	-	৩৫১১.৩৭	৩২২১.১২	২৩৯১৮.৩১	২৩১৬৪.৯৩
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের এডিপিভুক্ত প্রকল্প (বিআরডিবি অংশ)									
৪	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (বিআরডিবি অংশ)	জানুয়ারি, ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২৪	৮০০৪.৭৫	২৯২৯.৬৮	২৮৯৮.১২	২৮৯৫.৫৩	২৮৮০.৬৫	৭৭৫১.৯৯	৭১৮৬.৪২

৫.১ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯২৮,৮৮.২৯ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎস : জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই/ ২০২১ থেকে জুন/ ২০২৬ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা : রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের আওতায় নির্ধারিত ৪৮টি জেলার ২২০টি উপজেলা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ: গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে:

ক) দরিদ্র মহিলা ও পুরুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সক্রিয় সংগঠন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা;
খ) সংগঠিত উপকারভোগীদের সচেতনতা ও উপযুক্ত জীবিকায়নের মাধ্যমে আয়বর্ধন সক্ষমতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

গ) কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশফেরত কর্মহীন শ্রমিকদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণোত্তর পুনর্বাসন;

ঘ) সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে বিপণন সংযোগ স্থাপন এবং ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

ঙ) টেকসই পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত ২২০টি উপজেলা ও পল্লী উন্নয়ন দলকে সার্বিক জীবিকায়নের মাধ্যমে স্বয়ম্ভর ও শক্তিশালীকরণ।

পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় এর আওতায় অবহিতকরণ কর্মশালা

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২৩-২০২৪ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৯২৮৮৮.২৯	১৫৮৮৩.০০	১৫৮৪১.৭৫	১৫৬২৪.৮৩	৯৮%	৯৯%	৬৬০৮৮.৮৪	৬৪৯৫৭.৫৭

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম (একক)	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২০২৪)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৩-২০২৪)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (সংখ্যা)	২৩৩৩১	৬৫৪৩	৫৮৮৯	১৩৫১৩
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৭০০০০০	১৯৩৬৩৯	১৭৪২২৭৬	২৮৪৩৯৫
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৫৯১৩.৭৭	৫১৮২.৭৫	৫০৭৯.১০	৯৯৯৪.২২
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৩৩০০০০	৫৬৬৭০	৫৬৬৭০	১,৮৭,৬৭১
৫	ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩৩০০০.০০	২৩০৮১.৫৫	২২৮৫০.৭৩	৪০৮২৬.৯২
৬	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩৩০০০.০০	২২৯২২.১২	২৬১৭২.৫৭	৪১৯৩৬.৬৩
৭	ক্ষুদ্রঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	-	১৪৩১৯.৯৮	১৪১২৫.২৬	২২৫৬৯.৭৫
৮	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	-	১৫৭১১.৯৪	১৫৬৫৭.১১	১৯৫৩৫.০৩

৫.২ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৮৫৮৯.৯৩ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎস : জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই/ ২০২১ থেকে জুন/ ২০২৬ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা : বরিশাল, খুলনা, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগের ১৭ জেলার ৫৯টি উপজেলা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও বেকার মহিলাদের দারিদ্র্য হ্রাস এবং কিশোরীদের সঞ্চয়ে উৎসাহিতকরণসহ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়ন। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

ক) প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রাপ্ত সুফলভোগী সদস্যদের বার্ষিক গড় মাথাপিছু আয় জুন, ২০২৬ সালের মধ্যে ১০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধিকরণ;

খ) জুন, ২০২৬ সালের মধ্যে মহিলা সুফলভোগী সদস্যদের গড় মাথাপিছু ৩০০০.০০ টাকা এবং স্কুলগামী কিশোরীদের গড় মাথাপিছু ৫০০০.০০ টাকার নিজস্ব সঞ্চয় তহবিল সৃষ্টি করা;

গ) সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সঞ্চয় প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত স্কুলগামী কিশোরীদের শতভাগ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকরণ;

ঘ) ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধিসহ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলায় সুফলভোগীদের পানের বরজ পরিদর্শন করছেন বিআরডিবি'র মহাপরিচালক

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২৩-২০২৪ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৩৮৫৮৯.৯৩	৮৬০০.০০	৮৫৭৮.৬৬	৮৫৭৪.৬৯	৯৯.৭৫%	৯৯.৯৫%	১৮০৭৬.০০	১৮০৬৯.৬৪

কার্যক্রমের অগ্রগতি:

ক্রম	কার্যক্রম (একক)	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২০২৪)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৩-২০২৪)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৪৩৭০	৪৭২	৪৭২	৩৬৬৩
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১১৮০০০	১১,৮০০	১২২৫৩	১০৪৪১২
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৩২৪০.০০	৫০০.০০	৫৫৯.৬৩	৩৩০২.৪৯
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৪৪৫৪০	১২,৩০০	১২৩০০	৭৬৮৫৮
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২১৮৩৫.০০	১৩০০০.০০	১৮৮৭৫.২৩	১০১১২৬.০৭
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	-	-	১৬৬৩৪.১৩	১৩৮৯০.৭৭
৭	কিশোরী সংঘ গঠন (টি)	১১৮	-	-	১১৮
৮	কিশোরী সংঘের মাধ্যমে সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৪১৬	২৫০.০০	২৫০.০০	৪৮০.৭০

৫.৩ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৩৭,৩০.০০ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎস : জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি/ ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর/ ২০২৩ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা : ৬৪ জেলার ২৫৬টি উপজেলা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় ডাল, তেল ও মসলাজাতীয় অপ্রধান শস্য উৎপাদনের প্রসার ঘটানো ও পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং অপ্রধান শস্যের আমদানি নির্ভরতা হ্রাসকরণ।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ
ক) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী কৃষক বিশেষত: মহিলাদের সংগঠিত করা ও অপ্রধান শস্য চাষে উদ্বুদ্ধকরণ;
খ) সদস্যদের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চতকরণ;
গ) অপ্রধান শস্য চাষের লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান;
ঘ) অপ্রধান শস্য আমদানিনির্ভরতা কমানো, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ;
ঙ) অপ্রধান শস্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন সহায়তা প্রদান।

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২৩-২০২৪ সালের অগ্রগতি (ডিসেম্বর/২৩ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
২৩৭,৩০.০০	৩৬০৪.০০	৩৫১১.৩৭	৩২২১.১২৪	৯২%	৯৯%	২৩৯১৮.৩১	২৩১৬৪.৯৩৪

ফরিদপুরের, নগরকান্দা উপজেলায় অপ্রধান শস্য প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে চারা বিতরণ

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম (একক)	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২০২৪)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৩-২০২৪)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (ডিসেম্বর/২৩পর্যন্ত)
১	সদস্য জরিপ (খানা/পরিবার)	৩০০০০০	০০	০০	৩০০০০০
২	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৭৬৮০	-	-	৭৬৮০
৩	সদস্য ভর্তি (জন)	২৭০০০০	২১০০০	২১০০০	২৭০০০০
৪	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৩২৪০.০০	৩৬৬.০০	৩৬৬.০০	৩২৪০.০০
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২৮৩৯৪.০০	৭০৩৯.৩০	৭০৩৯.৪৮	২৮৩৯৪.০২
৬	ঋণগ্রহীতা সদস্য (জন)	১৫৩০০০	২১০০০	২১০০০	১৫৩০০০
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১৭৫৬৬.৬৫	৫৩৫৪.৪৮	৫১৯৫.১৮	১৭৪০৭.৩৫
৮	প্রশিক্ষণ প্রদান (জন)	৯৩৮৪০	১০২৪০	১০২৪০	৯৩৮৪০
৯	প্রদর্শনী খামার (টি)	৭৬৮০	-	-	৭৬৮০
১০	বীজ ও চারা (লক্ষ টাকা)	২১৫.০০	-	-	২১৫.০০
১১	বীজ ও চারা বিতরণ (জন)	২৫৬০০	-	-	২৫৬০০
১২	মার্কেট লিংকেজ স্থাপন (টি)	৬৪০	-	-	৬৪০

৫.৪ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) (বিআরডিবি অংশ)

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮০০৪.৭৫ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎস : জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি/২০১৮ থেকে ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা : ২০ জেলার ৪৬টি উপজেলার ২,৮৫০টি গ্রাম।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণির জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২৩-২০২৪ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৮০০৪.৭৫	২৮৯৮.১২	২৮৯৫.৫৩	২৮৮০.৬৫	৯৯%	৯৯%	৭৭৫১.৯৯	৭১৮৬.৪২

ঢাকা জেলাধীন ডেমরায় অবস্থিত বসুন্ধরা টেস্টিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে প্রকল্পের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন প্রকল্প পরিচালক

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম (একক)	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২০২৪)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৩-২০২৪)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	২৮৫০	৩৯৭	১৬৬	২৬১৯
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৪,১২,০০০	৯১০০০	১৬৬৪৬	২৯২১৯৩
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	১৩৮৮৬.৮০	৪৩২৭.১৭	৯৯৩.৫০	৮৩৮৯.৫৪
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	১৮৬৫২৪	২৫,৪৬০	২৫৩৯৯	১৪৫৪৩৬
৫	নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৮৭০৬.৫০	২২১৮.১৬	৮৫৯.১৬	৬২৩৮.৪২
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	-	-	৭৭৩.৪৫	৫৮৮৩.৭৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

চলমান কর্মসূচিসমূহ

৬.১ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহ

৬.১.১ মূল কর্মসূচি
৬.১.২ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি
৬.১.৩ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)
৬.১.৪ পল্লী প্রগতি কর্মসূচি
৬.১.৫ উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)
৬.১.৬ পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)
৬.১.৭ সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)
৬.১.৮ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক)
৬.১.৯ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি
৬.১.১০ অপ্রধান শস্য কর্মসূচি
৬.১.১১ পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি

৬.২ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি

৬.২.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি
৬.২.২ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচি
৬.২.৩ আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২
৬.২.৪ গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প

৬.১ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহ

৬.১.১ মূল কর্মসূচি

বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচি'র মাধ্যমে কুমিল্লা মডেলের অন্যতম অঙ্গ দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দেশের কৃষিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালীকরণে অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ অনুযায়ী বিআরডিবি দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতি বাস্তবায়নসহ এর যাবতীয় দেখভালের দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিআরডিবি উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ)'র আওতায় গঠিত প্রাথমিক সমবায় সমিতির উপকারভোগীদের অনুকূলে ঋণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সেবা প্রদান করে থাকে। এর আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ঋণ কার্যক্রমে নিম্নোক্ত তিনটি কর্মসূচি পরিচালিত হয়:

ক) আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচি

কৃষিজ উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ক্ষুদ্র কৃষকগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিআরডিবি'র নিরন্তর প্রচেষ্টায় কৃষি খাতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৬৩-৬৪ সাল থেকে সরকারি অর্থানুকূল্যে তদানীন্তন কুমিল্লা জেলা সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (সিডিআইআরডিপি) এবং পরে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি)-এর আওতায় ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণ সরবরাহ করা হয় এবং ১৯৭২-৭৩ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। তবে ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য সোনালী ব্যাংকের ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধার কারণে কৃষকদের ঋণ প্রবাহ সংকুচিত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ১৯৯১ সালে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ মওকুফ হলেও সমবায়ীদের ক্ষেত্রে এটি কার্যকর হয়নি। যার ফলে ক্ষুদ্র কৃষকদের পুনঃ ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়।

পরবর্তী সময়ে বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত ইউসিসিএসমূহের সদস্য প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহে ঋণ প্রবাহ সচল এবং ঋণ ব্যবহারের দ্বারা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাড়তি আয় দ্বারা গ্রামীণ কৃষক পরিবারের আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচি কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর থেকে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পল্লী অঞ্চলে বিতরণের জন্য 'ঘূর্ণায়মান পল্লী উন্নয়ন ঋণ তহবিল' শিরোনামে বিআরডিবি'র নিজস্ব ঋণ কার্যক্রম শুরু হয় এবং আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ১৩১২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে ১) টাঙ্গাইল জেলার সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ প্রকল্প থেকে ২৩৪.৯৭ লক্ষ, ২) সার বিতরণ প্রকল্প (এফএও) থেকে ৪১১.৬৫ লক্ষ, ৩) সরিষাবাড়ী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ১১.৭২ লক্ষ ও সেচযন্ত্রের বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে ৪০২.২৬ লক্ষ সর্বমোট ১০৬০.৬০ লক্ষ টাকা আবর্তক তহবিলে একীভূত করা হয়। এছাড়া সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত ভর্তুকির অব্যয়িত অর্থ আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচিতে মোট ৩৯৫৭.৭১ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রাপ্ত ঋণ তহবিলের ঘূর্ণায়মান প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ৭০৭৭.৩৯ লক্ষ টাকা। বর্তমানে আবর্তক (কৃষি) ঋণ তহবিল ২৬৫০৬.৬১ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৬৪ জেলায় ৩,৮৯০ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির ৪৪,৮৩৯ জন সমবায়ীর মধ্যে আবর্তক (কৃষি) ঋণ বিতরণ হয়েছে ১৭১৫৫.৫১ লক্ষ টাকা এবং আদায় হয়েছে ১৬৩৩৮.৯৮ লক্ষ টাকা।

খ) সোনালী ব্যাংক (চিংড়ি) ঋণ কর্মসূচি

সোনালী ব্যাংকের অর্থায়নে 'ব্যাংকিং প্ল্যান-১৯৮৩' অনুযায়ী ব্যাংকের কাছ থেকে ইউসিসিএসমূহ ঋণ গ্রহণ করে তার সদস্যভুক্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে চিংড়ি চাষ ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি ইউসিসিএ'র গ্যারান্টরের ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উপকূলীয় ০৩টি জেলায় (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা) 'সোনালী ব্যাংক (চিংড়ি চাষ) ঋণ' খাতে বিতরণ করা হয়েছে ১৯৩২.১২ লক্ষ টাকা।

বাগেরহাট সদর উপজেলায় উপকারভোগীদের চিংড়ি চাষ কার্যক্রম

গ) নিজস্ব তহবিল

বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত ইউসিসিএ গুলোকে ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংকে জমাকৃত নিজস্ব তহবিলের অর্থ স্ব স্ব ইউসিসিএ'র আওতাভুক্ত সমবায়ীদের মধ্যে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়ে থাকে। নিজস্ব তহবিল বলতে সদস্যদের জমাকৃত শেয়ার, সঞ্চয়ের ৭৫% এবং ইউসিসিএলিঃ এর হিসাবে জমাকৃত দায়বিহীন অন্যান্য তহবিলকে বুঝায়। প্রত্যেক উপজেলায় নিজস্ব তহবিলের সর্বোচ্চ ৭৫% পর্যন্ত ঋণ বরাদ্দ করা যায়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৩৭টি জেলায় ইউসিসিএ'র মূল কর্মসূচির নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ বিতরণ করা হয় ৬৫৭৫.৩৬ লক্ষ টাকা এবং আদায় হয়েছে ৪২০৫.৩০ লক্ষ টাকা।

৬.১.২ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি

গ্রামীন মহিলাদের আর্থ-সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র আওতায় "গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা জোরদারকরণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প ১৯৭৫ সাল থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৫ পর্যন্ত ক্যানাডিয়ান সিডা ও বিশ্বব্যাংকে আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটি প্রথমে ৩০টি এবং পরবর্তীকালে আরও ১০০টিসহ মোট ১৩০টি উপজেলায় সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে জানুয়ারি ১৯৯৬ থেকে জুন ২০০৪ পর্যন্ত রাজস্ব বাজেটের আওতায় নতুন ২২টি উপজেলাসহ মোট ১৫২টি উপজেলায় "সমন্বিত গ্রামীণ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (সমক)" নামে কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হয়। ইতোমধ্যে ২০০৪ সালে সমাপ্ত প্রকল্পের ১০০ উপজেলার জনবল রাজস্ব বাজেটে ছানান্তরিত হয়। ১০০টি উপজেলার জনবলের মাধ্যমে প্রথমোক্ত ১৩০টি উপজেলার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয় এবং সর্বশেষে গৃহীত ২২টি উপজেলা থেকে কার্যক্রম প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। বর্তমানে সরেজমিন বিভাগের তত্ত্বাবধানে রাজস্ব বাজেটভুক্ত ১০০টি এবং রাজস্ব বাজেট বহির্ভূত ৩০টি সর্বমোট ১৩০টি উপজেলায় "মহিলা উন্নয়ন (মউ) অনুবিভাগ" হিসেবে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মূল উদ্দেশ্য : গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, মহিলা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের বিকাশ এবং পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলা।

কর্মসূচি'র কার্যক্রমসমূহ

ক) সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিত করা;
খ) গ্রামীণ মহিলাদের নিজস্ব পুঁজি গঠন (শেয়ার ও সঞ্চয় জমা);
গ) জীবিকায়নধর্মী দক্ষতা উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
ঘ) আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম;

ঙ) সামাজিক, স্বাস্থ্যগতসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি;
চ) গ্রামীণ মহিলাদের আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ;
ছ) মহিলা নেতৃত্ব গঠন ও তাদের স্বাবলম্বী করা;
জ) নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা।

বগুড়া জেলাধীন গাবতলী উপজেলার সাবেক পাড়া মহিলা সমবায় সমিতি পরিদর্শন ও উঠান বৈঠক

কার্যক্রম অগ্রগতি

ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)		ঋণ প্রাপ্ত সদস্য (জন)		ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	
বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৩-২০২৪)	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৩-২০২৪)	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৩-২০২৪)	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
৮২০২.৩৬	১৮৫৭৭৪.৪৯	১৬০৬৮	৪৭৪১৯২	৮৬৬০.১২	১৭৩৬৭৫.০৮

৬.১.৩ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)

পল্লীর জনগোষ্ঠীর স্ব-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) ১ম পর্যায়ের কার্যক্রম জুলাই, ১৯৯৩ থেকে জুন, ১৯৯৮ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়। সফলতা ও ইতিবাচক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এ কর্মসূচির ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়ন জুলাই ১৯৯৮ থেকে শুরু করে জুন ২০০৫ এ সমাপ্ত হয়। এ কর্মসূচি বর্তমানে দেশের ২২টি জেলায় ১২৩টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

১। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দলগতভাবে সংগঠিত করে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
২। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদানসহ স্থায়ীভাবে তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যবস্থা করা;
৩। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষম জনশক্তিতে রূপান্তর;
৪। নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার গুণগত পরিবর্তন সাধন।

গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলায় উপকারভোগীদের সাথে উঠান বৈঠক

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্র. নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৩-২০২৪)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৬৮	১৮০০৭
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৫৪১৮	৫৮৫৩৮৪
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৬৫৬.৬২	১৭১৫৬.৯৬
৪	উপকারভোগী প্রশিক্ষণ (জন)	৩০০০	১০৯৩১৮২
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১৫৫৫৯.৪৭	৩০৮৮৬২.৮৭
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১৫১৮১.৭৫	২৮৯১৯৫.৩৭

৬.১.৪ পল্লী প্রগতি কর্মসূচি

পল্লী প্রগতি কর্মসূচিটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচি। কর্মসূচিটি দেশের ৬৪টি জেলায় ৪৭৬টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

বিদ্যমান আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ প্রদান এবং এর মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান ও আয়ের উৎস বৃদ্ধি করা, পল্লী অঞ্চলে প্রাপ্ত ব্যবহারযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসম্পদ সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন সাধন, নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে কর্মকাণ্ড জোরদারকরণের মাধ্যমে গ্রাম থেকে শহরে অভিগমনের প্রবণতা বন্ধ করা, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন ইস্যুতে অবদান রাখা।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্র. নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৩-২০২৪)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
১	দল গঠন (সংখ্যা)	৫৯	১১৪৬৬
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৪০০৭	৩২০৩৬৬
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৯১.৫০	৪১৪০.৯৪
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৬৩৯৩.৯৭	১০৮৩২৬.৩৭
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৬২৬৬.৯৪	৯৫৪৭৪.৯৬
৬	ঋণগ্রহীতা (জন)	১৫৯৮৭	৬০২৫৫০
৭	প্রশিক্ষণ (আইজিএ) (জন)	৬০	১৯৮১৭

৬.১.৫ উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)

উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি) ১৯৮৬-৮৭ সাল থেকে ২০০২-২০০৩ সাল পর্যন্ত সিডা ও সরকারি অর্থে পরিচালিত হয়। পরবর্তীকালে জুলাই ২০০৩ থেকে এটি কর্মসূচি হিসেবে সম্পূর্ণ নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বৃহত্তর ফরিদপুরের ৫টি জেলার (ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ ও শরীয়তপুর) সকল উপজেলায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত।

গোপালগঞ্জের, টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় রুপাহাটি সেনবাড়ী বিত্তহীন দলে সমন্বিত মাছ ও সবজি চাষ

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো অভীষ্ট জনগোষ্ঠী (বিত্তহীন/ভূমিহীন) যাদের বসতবাড়িসহ জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশের বেশি নয়, যারা কায়িক পরিশ্রমী এবং যাদের নির্দিষ্ট আয়ের কোনো উৎস নেই, তাদের অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে সঞ্চয় জমা করে পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা, ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিত্তহীনদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়তা করা।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্র. নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৩-২০২৪)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
১	দল গঠন (সংখ্যা)	৬৩	১৪২৬১
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৭৫১৮	৫০১১৬১
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৭২১.৯০	২৫৪১৯.১৫
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩২৩৮১.৫৬	৪২০২৬৬.০৪
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৩০৪৩৬.০৩	৩৯৭১৮১.০৬

কর্মসূচি'র সহযোগিতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উপকারভোগীরা ১২৬০টি স্ল্যাব ল্যাট্রিন স্থাপন করেছে (ক্রমপুঞ্জিত ৯২৬২১টি)। এছাড়া সেচ ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণের লক্ষ্যে উপকারভোগীগণ ৪৭২টি হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন (ক্রমপুঞ্জিত ২৩৫৪০) করেছে।

৬.১.৬ পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর আর্থিক সহযোগিতায় পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প জুলাই/১৯৯৮ থেকে জুন/২০০৭ মেয়াদে দেশের ২৩টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-১ম পর্যায় বাস্তবায়িত হয়। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সরকার ও ইউবিসিসিএ এর নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে দেশের ৪২টি জেলার ১৯০টি উপজেলায় প্রকল্পটি ২য় মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। বর্তমানে এটি কর্মসূচি হিসেবে চলমান।

কর্মসূচি'র উদ্দেশ্য

ক) বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষ-এর সমন্বয়ে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করে নিজস্ব পুঁজি গঠন;
খ) উপকারভোগীদের সমবায় ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড ও নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম করে তোলা;
গ) বিত্তহীনদের মাঝে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণপূর্বক তাদের কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা;
ঘ) আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ;
ঙ) উপজেলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহ (ইউবিসিসিএ) কে সক্ষম ও স্বয়ম্ভর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা;
চ) সরকারের উন্নয়ন নীতি ও কৌশলের আলোকে বিত্তহীনদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্র. নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৩-২০২৪)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	০	২০,৭২৪
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১১১	৭৪৬০০৫
৩	শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	১৭.৩৯	৩৯৪০.৭৭
৪	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৮৬.১৮	৪৭০৭.৫০
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	-	৪,৫৮,১৫৩
৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২১৮৬.৩৩	৩৩৬৯৩২.৭৯
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৩৯২৪.৬৩	৩২২২৩১.৩৬

৬.১.৭ সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)

সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিআরডিবি'র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। পল্লীতে বসবাসরত দরিদ্র নারী-পুরুষের দারিদ্র্য নিরসনে বিগত ২০০৩-০৪ সালে বিআরডিবি সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ০৩টি কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগুলো হচ্ছে- ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষী উন্নয়ন কর্মসূচি (এসএফডিপি), সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) ও দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি (দাবিমআক)। পরবর্তীকালে কর্মসূচিগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন বিবেচনায় বোর্ডের ৪১তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ০৩টি কর্মসূচির কার্যক্রম একীভূত করে "সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)" নামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিগত ৫০তম পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের-প্রেক্ষিতে ১৩টি প্রকল্প/কর্মসূচির মধ্যে প্রাথমিকভাবে ০৭টি কর্মসূচি যথাক্রমে সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক), মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস), গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউকসক), গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক), দুস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস), দুর্যোগ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন কর্মসূচি (দুএদাবি) ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচি (ব্যানপিএইচসি) একীভূত করে সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) নামে কার্যক্রম শুরু করা হয়। কর্মসূচিসমূহ একীভূতকরণের পর সদাবিক এর মোট ঋণ তহবিল ১৯৫০২.৫০ লক্ষ টাকা।

খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি'র উপকারভোগীর কার্যক্রম

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

পল্লী এলাকার বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে অনানুষ্ঠানিক দলভুক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার গুণগত মান উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, মহিলাদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি।

কার্যক্রম অগ্রগতি

ক্র. নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৩-২০২৪)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	১৮১	৩৪৪০০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৩১৬১	৪০৩২৪৪
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	৯৫.০১	৭১৩৯.৬৫
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	-	৩৬,১৮৪
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১৩৬০৩.২১	২৩৮৪২৯.০৮
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১৩২৮৫.৯৭	২১৩৫২৫.৪৩

৬.১.৮ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি

উত্তরাঞ্চলের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বকর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা জেলার ২৪টি উপজেলার জুলাই/২০০৭ থেকে জুন/২০১৩ মেয়াদে ৪৬৪৬.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উহদকনিক)-১ম পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করে। প্রকল্পটি সফলতার সাথে বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে এপ্রিল/২০১৪ থেকে জুন/২০২৩ মেয়াদে ১৩১৪৭.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক)-২য় পর্যায়" শিরোনামে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ২য় পর্যায়ও সফলতার সাথে রংপুর বিভাগের ০৫টি জেলার রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী জেলার ৩৫টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করে দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকল্প সমাপ্তির পর বিগত ০১/০৭/২০২৩খ্রি. তারিখ থেকে উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক) প্রকল্প-এর সকল সম্পদ ও দায় নিয়ে উদকনিক কর্মসূচি গঠনের আদেশ জারি হয়, যা বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের ৫৩তম সভায় সম্মতি প্রদান করা হয়। বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কর্মসূচি হিসেবে ০১-০৭-২০২৩ তারিখ থেকে ০৫ জেলার ৩৫ উপজেলায় কার্যক্রম চলমান আছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

ক) এলাকার মৌসুমী অভাবগ্রস্ত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে আয়বর্ধন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি;

খ) দারিদ্র্যপীড়িত দেশের উত্তরাঞ্চলের ৩৫টি উপজেলার অতিদরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদেরকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

গ) অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ;

ঘ) স্থানীয় জনশক্তি এবং স্থানীয় সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা;

ঙ) বিপণন Linkage সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত উপকারভোগীদের সমন্বয়ে দল গঠন;

চ) উপকারভোগীদের জন্য কাঁচামাল প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং Market Linkage গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভাগীয় শহরে প্রদর্শনী কাম বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন;

ছ) স্বল্প সেবামূল্যের বিনিময়ে উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে ঋণ প্রদান।

রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলায় জয়িতা পুরস্কারপ্রাপ্ত উদকনিক-এর
সফল উদ্যোক্তা মোছা. শাহিনা বেগমের ব্যাগের কারখানা

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্র. নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৩-২০২৪)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
১	দল গঠন (টি)	১০	১০০৭
২	সদস্য ভর্তি (জন)	২০০	১৩৬৭৩
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	২০.৪৮	২১৯.৪৪
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	০	৬৬৪৩১
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৬৭২.৮০	৫১৩৩.৮১
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৫৫০.৫০	৩৯০৩.৭৬

৬.১.৯ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি

"গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২৩ মেয়াদে ৫০৯৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষে বর্তমানে এটি বিআরডিবি'র আওতায় কর্মসূচি আকারে চলমান রয়েছে।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার পল্লী অঞ্চলে বসবাসকারী দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন;
- পল্লী উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন;
- বৈশ্বিক মহামারির কারণে কর্ম হারানো বেকার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- গরিব সুফলভোগীর আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি সাধন;
- অভীষ্ট সুফলভোগীকে আয়বর্ধনমূলক আইজিএভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ।

- কর্মসংস্থান ও নতুন পেশা সৃষ্টির লক্ষ্যে অকৃষি (Non-Farm) কার্যক্রম বিকশিতকরণ;
- পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে (Market Linkage) সহায়তা করা;
- নদীভাঙনকবলিত ও চরাঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;
- এক পল্লী এক পণ্য (One Village One Product) ভিত্তিতে পণ্যভিত্তিক পল্লী সৃজন ও সম্প্রসারণ।

মূল কার্যক্রম

- পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন এবং অভীষ্ট উপকারভোগীদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা প্রদান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি;
- স্থানীয় সম্পদের উৎপাদনমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- সুফলভোগীর বাজার সুবিধা তৈরি এবং জনশক্তির উন্নয়ন;
- উপকারভোগীদের সার্ভে ও ডাটাবেজ প্রণয়ন এবং বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- উপকারভোগীদের নিজস্ব মূলধন গঠন।

গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলায় সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য পরিদর্শন করছেন বিআরডিবি'র মহাপরিচালক

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্র. নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৩-২০২৪)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	-	৫৩৯
২	সদস্য ভর্তি (জন)	-	১৮৬০০
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৬১.৩২	৪৫৫.৫৮
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	-	১৮৬০০
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকা)	৯৯৯.০৭	৫১৯৪.৩৩
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৮০৮.৭৮	৩৩৫৯.২০

৬.১.১০ অপ্রধান শস্য কর্মসূচি

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে "দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি" শীর্ষক প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। উক্ত প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্তির পর ঋণ কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ এর ধারা ১০(৪), প্রকল্পের ডিপিপি'র এক্সিট প্ল্যান এবং প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "অপ্রধান শস্য কর্মসূচি" শিরোনামে এই কর্মসূচি চালু হয়। কর্মসূচিটি দেশের ৬৪ জেলার ২৫৬টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কর্মসূচি'র লক্ষ্য : অপ্রধান শস্য কর্মসূচি'র মূল লক্ষ্য হলো ডাল, তেল ও মসলাজাতীয় অপ্রধান শস্য উৎপাদনের প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে পল্লী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং অপ্রধান শস্যের আমদানি নির্ভরতা হ্রাসকরণ।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যসমূহ

(ক) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষকদের সংগঠিত করা ও অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
(খ) সদস্যদের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
(গ) অপ্রধান শস্যের আমদানি নির্ভরতা কমানো ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়;
(ঘ) পল্লী জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

কুড়িগ্রাম জেলাধীন উলিপুর উপজেলায় অপ্রধান শস্য প্রকল্পের সুফলভোগীর ভুট্টা খেত

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্র. নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৩-২০২৪)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
১	সদস্য জরিপ (খানা/পরিবার)	-	৩০০০০০
২	দল গঠন (সংখ্যা)	-	৭৬৮০
৩	সদস্য ভর্তি (জন)	-	২৭০০০০
৪	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	২৬৪.৯২	৩৫০৪.৯২
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৫৮৪৮.৮৩	৩৪২৫২.১২
৬	ঋণগ্রহীতা সদস্য (জন)	২৫৫৩৪	১৫৫৮৯৮
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৪৬৮৮.০৪	২২১১৭.৭৪
৮	প্রশিক্ষণ প্রদান (জন)	-	৯৩৮৪০
৯	প্রদর্শনী খামার (টি)	-	৭৬৮০
১০	বীজ ও চারা (লক্ষ টাকা)	-	২১৫.০০
১১	বীজ ও চারা বিতরণ (জন)	-	২৫৬০০
১২	মার্কেট লিংকেজ স্থাপন (টি)	-	৬৪০

৬.১.১১ পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি

কোভিড-১৯ মহামারিতে পল্লী এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের স্বাভাবিক আয়বর্ধন ও জীবিকায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং বিদেশ/শহরফেরত কর্মহীন ব্যক্তি ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আগ্রহী নতুন উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় উদ্যোগে মূলধন সহায়তার লক্ষ্য সরকার বিশেষ প্রণোদনা ঘোষণা করেন। তদপ্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর অনুকূলে ৩০০ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বিআরডিবি-এর অনুকূলে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দকালে জারিকরা পত্রের শর্তের আলোকে এবং নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধন এবং কেন্দ্রীয়ভাবে তদারকি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আমলে নিয়ে বিআরডিবি'র কোভিড প্রণোদনা ঋণ তহবিল পুনর্বিনিয়োগ ও বিদ্যমান উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২৩" প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উল্লিখিত নির্দেশিকার আলোকে উপজেলা পর্যায়ে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি'র কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির লক্ষ্য

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন ব্যবস্থার ক্রমাগত অগ্রগতি সাধন, পল্লী অঞ্চলে কৃষি ও অকৃষি খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় উদ্যোগকে বেগবান করা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে অধিকতর গতিশীল করা এবং গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন।

চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার পল্লী উদ্যোক্তার মুরগীর খামার

সুফলভোগী জনগোষ্ঠী

বিআরডিবি'র আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা, উপকরণ সরবরাহসহ অন্যান্য সেবা-সহযোগিতা কাজে লাগিয়ে পল্লী উন্নয়ন দল ও সমবায় সমিতির যে সকল সদস্য সুনির্দিষ্ট বিজনেস প্ল্যান প্রণয়নপূর্বক উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে চান কিংবা ইতোমধ্যে যারা বিআরডিবি'র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণপূর্বক নিজেদেরকে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাদেরকেই পল্লী উদ্যোক্তা ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সুফলভোগী জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

ঋণসীমা

(১) একজন উদ্যোক্তা সদস্যের একক ঋণের সীমা হবে সর্বনিম্ন ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত।

(২) প্রথম দফায় একজন উদ্যোক্তা সদস্যকে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ঋণ প্রদান করা যাবে। (৩) প্রথম ধাপের পর পরবর্তী প্রতি ধাপে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে (কিস্তি পরিশোধের ধাপ অনুসারে) তহবিল সংস্থান সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ২৫% সিলিং বৃদ্ধি করা যাবে।

ঋণের মেয়াদ

একজন উদ্যোক্তা সদস্যের জন্য বিআরডিবি'র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের মেয়াদ হবে ১৮ মাস। এ সময়ের মধ্যে (ক) নতুন ঋণগ্রহীতা সদস্যদের ক্ষেত্রে দুই মাস গ্রেস পিরিয়ড থাকবে এবং (খ) পুরাতন ঋণগ্রহীতা উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে কোনো গ্রেস পিরিয়ড থাকবে না।

ঋণের সেবামূল্য নির্ধারণ

নির্ধারিত দেড় বছর (১৮ মাস) সময়ের জন্য বিআরডিবি'র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের সেবামূল্য ফ্ল্যাট রেট পদ্ধতিতে বার্ষিক ৯.০০% হারে প্রযোজ্য হবে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্র. নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৩-২০২৪)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
১	পল্লী উদ্যোক্তা ঋণগ্রহীতার সদস্য সংখ্যা (জন)	১৮৫০৬	৪৭৮১৭
২	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৫৭৫.৪৩	২১৩৭.৬৭
৩	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২০৪২৩.৯৯	৬৩১১৪.৯৬
৪	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১৯৪৫৬.৯২	৪৬৪৭৪.৬

৬.২ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি

৬.২.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি

পার্বত্য অঞ্চলের বসবাসকারী জনগোষ্ঠী দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর। বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য অঞ্চলের ০৩টি জেলার ২৫টি উপজেলার পিছিয়ে থাকা জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে বিআরডিবি'র মাধ্যমে জুলাই/১৯৯২ থেকে জুন/১৯৯৬ পর্যন্ত "পার্বত্য চট্টগ্রাম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করে। প্রকল্প সমাপ্তির পর এর ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে প্রকল্পটির পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে পুনরায় জানুয়ারি/১৯৯৮ থেকে ডিসেম্বর/২০০০ পর্যন্ত "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়িত হয়। অতঃপর ২০০৬-০৭ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে "পার্বত্য চট্টগ্রাম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প" ও "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প" দুটি একীভূত করে "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প" নামে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্প এলাকা: খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান ০৩টি পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলা;
প্রকল্প বরাদ্দ: ৪২৫.৮১ কোটি টাকা (জিওবি);
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
উদ্দেশ্য: পার্বত্য অঞ্চলে অনুন্নত ও বন্ধুর যোগাযোগ কাঠামোর কারণে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ এলাকায় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

কার্যক্রম অগ্রগতি

ক্র. নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৩-২০২৪)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
১	দল গঠন (টি)	০	৭১০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৪৭	১০,৯৫১
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৩০.১১	২৭৮.০৯
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৪৫৮.৮১	৭৭৬৮.৬৯
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৪১৮.১৮	৭১২১.৪৬

৬.২.২ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি

স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের পরিবারকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর ও সচ্ছল করার লক্ষ্যে "বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি" ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর থেকে চলমান রয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বিআরডিবি'র উপর অর্পণ করা হয়।

প্রকল্প এলাকা: দেশের সকল উপজেলা

প্রকল্প মেয়াদ: জুন ২০৩১ খ্রি.

প্রকল্প বরাদ্দ: ৩,৯০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

উদ্দেশ্য: ক) বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও তাঁদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা এবং তাঁদের দারিদ্র্য লাঘব করা;

খ) বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করা;

গ) আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য ঋণ প্রদান;

ঘ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠনে সহায়তা প্রদান।

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধাকে ঋণ সহায়তা প্রদান

কার্যক্রম অগ্রগতি

ক্র. নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৩-২০২৪)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
১	সদস্য (জন)	-	৩৫,৪৮০
২	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	-	১২৮.৩৪
৩	প্রশিক্ষণ (জন)	-	৩৫,৪৮০
৩	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১০৪৫.৪৫	১৩২৪২.৫৫
৪	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১০২০.৮৩	১০৬১০.৩৮

৬.২.৩ আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২

সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীনদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে আদর্শগ্রাম প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২ এর আওতায় আদর্শ গ্রামের সুফলভোগীদের বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড গ্রহণের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান ও ঋণের অর্থ সঠিক ব্যবহারের সুবিধার্থে আয়বর্ধক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দানের দায়িত্ব বিআরডিবি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে গৃহীত আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২ এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত আদর্শ গ্রামে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের মাঝে ঋণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য বিআরডিবি ও আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২ এর মধ্যে ৩০/০৪/২০০৭ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়।

প্রকল্প এলাকা: ৪১ জেলার ১০৫টি উপজেলা

প্রকল্প মেয়াদ: জুন ২০২৫ পর্যন্ত

প্রকল্প বরাদ্দ: ৯২৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: ভূমি মন্ত্রণালয়

উদ্দেশ্য: ১) আদর্শ গ্রামের সুফলভোগীদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণের জন্য সহায়ক তহবিল হিসাবে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান।

২) আয়বর্ধক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩) মানবসম্পদ উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের দারিদ্র্য বিমোচন।

৪) অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংরক্ষণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যাদি এবং গৃহ সংস্থানের মাধ্যমে গরিব জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

বগুড়া জেলাধীন গাবতলী উপজেলার আওতাভুক্ত আমলিচুকাই আদর্শ গ্রাম দলে উঠান বৈঠক

কার্যক্রম অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৩-২০২৪)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	০০	৫৫২
২	সদস্য ভর্তি (জন)	০০	১৫,৭৩১
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	০০	১২৮.৩৪
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	০০	১৫,৭৩১
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২৮০.১০	৫৪৩০.৬৩
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৩৩১.০২	৪৭০৬.৯৩

৬.২.৪ গুচ্ছ গ্রাম (সিভিআরপি) প্রকল্প

প্রতিবছর এদেশে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, জলবায়ু পরিবর্তন ও নদীভাঙনের মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসংখ্যা পরিবার গৃহহীন ও ভূমিহীন হয়ে অসহায় এবং দিশেহারা হওয়ায় তাদের আবাসন নিশ্চিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নকৃত আদর্শ গ্রাম-২ এর ধারাবাহিকতায় সরকার কর্তৃক গুচ্ছ গ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসিতদের অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্যভুক্ত করে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

প্রকল্প এলাকা: ৬৪ জেলার ১৭৮টি উপজেলায়

প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত

প্রকল্প বরাদ্দ: ২৬৪০.৫৫ লক্ষ টাকা (জিওবি)

উদ্দেশ্য: পল্লী এলাকার বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে অনানুষ্ঠানিক দলভুক্ত করে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার গুণগত মান উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, মহিলাদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি।

কার্যক্রম অগ্রগতি

ক্র. নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২৩-২০২৪)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	-	৭০৪
২	সদস্য ভর্তি (জন)	-	২০৯৬১
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৩.৩৫	১৮৬.৪২
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৪৮৭.৮১	৪৮৭০.৬২
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৪৩৯.২৫	৩৮৫৫.৯৮
৬	প্রশিক্ষণ (জন)	-	১৯,৮৮৯

সপ্তম অধ্যায়

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা

৭.১ সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা

ক্রম	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
০১	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রাথমিক পর্যায়)	১৯৭০ - ১৯৭৩	২১৭.৯৫	জিওবি
০২	বরিশাল সেচ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা জরিপ প্রকল্প	১৯৭২ - ১৯৭৩	২৫.০০	ইউএসএআইডি
০৩	আইআরডিপি - কেয়ার গুদাম প্রকল্প	১৯৭৩ - ১৯৭৬	৪৯০.০০	কেয়ার
০৪	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)	১৯৭৩ - ১৯৭৮	২৪৬.১২	জিওবি
০৫	আইআরডিপি-এমসিসি, আইআরডিপি আইভিএস এবং আইআরডিপি - হিড প্রকল্প	১৯৭৩ - ১৯৭৬	৩২৫.০০	জিওবি, কেয়ার
০৬	আইআরডিপি - কেয়ার (সিইএআই) প্রকল্প	১৯৭৪ - ১৯৮০	৩২৪.০০	জিওবি, কেয়ার
০৭	বেঞ্চ-মার্ক জরিপ প্রকল্প	১৯৭৪ - ১৯৭৫	২৫.০০	ইউএসএআইডি
০৮	১৪৫ থানা/উপজেলা পল্লী ভবন নির্মাণ প্রকল্প	১৯৭৪ - ১৯৭৮	৫৬৩.০০	ইউএসএআইডি
০৯	হস্তচালিত নলকূপ সেচ প্রকল্প	১৯৭৫ - ১৯৭৮	৮৪৯.০০	ইউনিসেফ
১০	সমন্বিত শিক্ষা ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (সিইএডিপি)	১৯৭৫ - ১৯৭৮	৩২৫.০০	কেয়ার
১১	পল্লী অর্থায়নে পরীক্ষামূলক প্রকল্প	১৯৭৫ - ১৯৭৮	১১১.১৭	ইউএসএআইডি
১২	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা পাইলট প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৯৭৫ - ১৯৮০	১৬৭.০০	IDA, CIDA
১৩	প্রশিক্ষণ কাম উৎপাদন কেন্দ্র (টিসিপিসি)	১৯৭৫ - ১৯৮০	৭০.২৫	সিডা
১৪	থানা প্রশিক্ষণ ইউনিট (টিটিইউ)	১৯৭৫ - ১৯৮১	১৬৮.০০	জিওবি, আইডিএ
১৫	যুব উন্নয়নে পাইলট প্রজেক্ট	১৯৭৫ - ১৯৭৭	১৯.৯৬	জিওবি
১৬	গুদাম নির্মাণ পাইলট প্রকল্প	১৯৭৬ - ১৯৮০	৫৬৪.২৭	জিওবি
১৭	থানা ওয়ার্কশপ কাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৯৭৬ - ১৯৮০	৭১.৭৮	জিওবি
১৮	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১ (আরডি-১)	১৯৭৬ - ১৯৮৪	৩,৭৫৮.২৫	আইডিএ
১৯	কুষ্টিয়া টার্গেট দল জরিপ পরিচালনা প্রকল্প	১৯৭৬ - ১৯৭৭	২৫৭.৫৯	ডাচ
২০	আইআরডিপি সদর কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প	১৯৭৭ - ১৯৮৪	৩৪১.৩৫	জিওবি
২১	যুব কর্মসূচি	১৯৭৭ - ১৯৭৮	৮০.০০	জিওবি
২২	বরিশাল সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৩,৭০৫.০০	বিশ্ব ব্যাংক
২৩	মুহুরী সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	২১৭.৪১	বিশ্ব ব্যাংক
২৪	কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৫,৪৩৬.০০	বিশ্ব ব্যাংক
২৫	চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৭০৪.২৪	বিশ্ব ব্যাংক
২৬	সিরাজগঞ্জ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআইআরডিপি)	১৯৭৭ - ১৯৮৫	৭,২৪৮.৭৩	ADB, UNDP, UNICEF
২৭	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)	১৯৭৮ - ১৯৮০	১,২৭৭.৬৯	জিওবি
২৮	নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনআইআরডিপি-১)	১৯৭৮ - ১৯৮৪	৩,৩৩০.৭৯	ডানিডা
২৯	সার ও ঋণ বিতরণ পাইলট প্রকল্প (ফাও-নরওয়ে)	১৯৭৮ - ১৯৮০	৬৭.০১	এফএও, নরওয়ে
৩০	জাতীয় যুব সমবায় কমপ্লেক্স	১৯৮০ - ১৯৮২	১৪৯.৪৩	জিওবি

ক্রম	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
৩১	সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি-৩য় পর্যায়)	১৯৮০ - ১৯৮৫	৪,৮০৩.৪৯	ওডিএ, আইডিএ
৩২	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১৯৮০ - ১৯৮৫	৩৫৬.৯২	আইডিএ
৩৩	বাংলাদেশ যুব সমবায় কর্মসূচি	১৯৮০ - ১৯৮৫	১,৫৪৯.৪৩	জিওবি
৩৪	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	১৯৮০ - ১৯৮৫	১৬০.০৪	জিওবি
৩৫	৩য় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রকল্প (এসএসআইপি)	১৯৮১ - ১৯৮৩	১৪৮.৮৭	জিওবি
৩৬	হস্তচালিত নলকূপ প্রকল্প (এইচ টি ডব্লিউ)	১৯৮১ - ১৯৮৭	৪,৮২২.১৩	IDA, UNICEF
৩৭	সার বিতরণ প্রকল্প (এফএও)	১৯৮১ - ১৯৮৭	৪১০.৮৭	FAO, UNDP
৩৮	পল্লী দারিদ্র্য কর্মসূচি (আরপিপি- নরমাল)	১৯৮২ - ১৯৮৮	২,৪৩৮.৫৯	BB, অগ্রণী ব্যাংক
৩৯	দক্ষিণ-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসডব্লিউআরডিপি)	১৯৮২ - ১৯৯০	১,৮০১.৮১	IDA, IFAD
৪০	ভোলা সেচ প্রকল্প (বিআইপি)	১৯৮২ - ১৯৯০	৮৪১.৫০	এডিবি,ইইসি
৪১	বিশেষ মহিলা প্রকল্প	১৯৮২ - ১৯৮৫	৭৬.৫০	সিআইডিএ
৪২	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-২)	১৯৮৩ - ১৯৯০	১১,৬৮৮.৩৩	IDA, SIDA, ODA, UNDP
৪৩	গভীর নলকূপ প্রকল্প-২ (ডিটিডব্লিউ)	১৯৮৩ - ১৯৯২	১,৪৭৬.৫৭	ওডিএ, আইডিএ
৪৪	২য় পল্লী নলকূপ প্রকল্প (এসটিপি)	১৯৮৩ - ১৯৯০	২১৫.৭৪	এডিবি
৪৫	ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের সেচযন্ত্র বিতরণ প্রকল্প	১৯৮৩ - ১৯৮৫	১১২.৩৩	এফ ফাউন্ডেশন
৪৬	নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (এনআইআরডিপি-২)	১৯৮৪ - ১৯৯০	১০,৫৯৫.৫৬	ডানিডা
৪৭	টাঙ্গাইল কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি (টিএডিপি)	১৯৮৪ - ১৯৯০	১,৮৬৪.০০	জিটিজেড
৪৮	সমন্বিত নারী ও শিশু সহযোগিতা উন্নয়ন প্রকল্প	১৯৮৫ - ১৯৯৩	২,৬৫৯.০৪	ইউনিসেফ
৪৯	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	১৯৮৫ - ১৯৯০	১,৪২৪.২১	সিআইডিএ
৫০	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৯, ১ম পর্যায়)	১৯৮৫ - ১৯৯২	৬,১৬৮.৭২	ইইসি
৫১	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫-পিইপি) ১ম পর্যায়	১৯৮৬ - ১৯৯০	১,৪৭৬.৪৩	SIDA, NOARD
৫২	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি ১২)	১৯৮৮ - ১৯৯৬	১০,৭৫৪.০৬	সিআইডিএ
৫৩	ভোলা যান্ত্রিক সেচ প্রকল্প	১৯৮৯ - ১৯৯০	১৬.২৫	এ ডাচ সিটিজেন
৫৪	পুনঃ পুকুর খনন প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	৮৮.৭৮	ডব্লিউএফপি
৫৫	টাঙ্গাইল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিআরডিপি)	১৯৯০ - ১৯৯৩	২,৪১৭.৪৯	জিটিজেড
৫৬	সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ পাইলট প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯৬	৩২৮.৬৮	জিওবি
৫৭	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)	১৯৯০ - ১৯৯৬	২,৪৯৯.৩০	সিআইডিএ, আইডিএ
৫৮	বিআরডিবি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	১৫৮.১২	ওডিএ
৫৯	প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ সহায়ক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	৬৩৩.২০	ওডিএ
৬০	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫ পিইপি ২পর্যায়)	১৯৯০ - ১৯৯৬	৪,৩২৪.২৪	SIDA, NOARD

ক্রম	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
৬১	বন্যা ও সাইক্লোন প্রবণ এলাকায় ন্যূনতম ব্যয়ে পল্লী বাড়ি নির্মাণ প্রকল্প	১৯৯১ - ১৯৯২	২০৬.২৫	জিওবি
৬২	পল্লী দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কৌশলের প্রায়োগিক গবেষণা কর্মসূচি	১৯৯১ - ১৯৯৩	৩.২৩	ইএসসিএপি
৬৩	এফডব্লিউইপি-২	১৯৯১ - ১৯৯৮	১৬৯.৪৪	ILO, UNFPA
৬৪	সাইক্লোন প্রবণ এলাকার পরিবারের জন্য বিশেষ প্রকল্প	১৯৯১ - ১৯৯৯	১৮০.০০	আইএফএডি
৬৫	মডেল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এমআরডিপি)	১৯৯২ - ২০০০	১,৯৭৬.৯৫	জাপান
৬৬	চট্টগ্রামের সাইক্লোন ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প	১৯৯২ - ১৯৯৬	১,০৯৯.৭৫	জাপান
৬৭	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৯, ২য় পর্যায়)	১৯৯২ - ২০০০	৬,৮০৮.৬৬	ইইসি
৬৮	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম পাহাড়ি এলাকা)	১৯৯২ - ১৯৯৬	১৭,৯৭৬.৮২	এডিবি, জিওবি
৬৯	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প	১৯৯২ - ২০০০	১৫.০০	জিওবি
৭০	বিআরডিবি -জাইকা মেহেরপুর ছাগল পালন প্রকল্প	১৯৯২ - ২০০০	২.৭১	জাইকা
৭১	উত্তর-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডব্লিউআরডিপি)	১৯৮৩ - ১৯৯২	৩,১৭৪.৭৮	ADB, IFAD
৭২	দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (আরপিএপি ১ম পর্যায়)	১৯৯৩ - ১৯৯৮	৬,৬৫৫.০০	জিওবি
৭৩	পল্লী দরিদ্র সমবায় প্রকল্প (আরপিসিপি)	১৯৯৩ - ১৯৯৮	১০,২১৭.৪৮	এডিবি
৭৪	টাঙ্গাইল জেলার সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ	১৯৯৪ - ১৯৯৯	২১৮.০০	জিওবি
৭৫	বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী দরিদ্র সমবায় সহায়তা প্রকল্প	১৯৯৫ - ২০০০	২,৫০০.০০	জিওবি
৭৬	দ্বিতীয় ভোলা সেচ প্রকল্প	১৯৯৬ - ১৯৯৮	১৭,৮২৫.০৫	এডিবি
৭৭	সরিষাবাড়ী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরডিপি)	১৯৯৬ - ১৯৯৮	৯০.৩৩	জিওবি
৭৮	পল্লী বিত্তহীন প্রকল্প (আরবিপি)	১৯৯৬ - ২০০০	১১,৮৫০.০০	সিআইডিএ
৭৯	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আর ডি-৫, পিইপি, ৩য় পর্যায়)	১৯৯৬ - ২০০৩	৮,৮৭৯.০০	এসআইডিএ
৮০	পল্লী দারিদ্র্য প্রকল্প	১৯৯৬ -১৯৯৮	২৮৯.৩৮	এসআইডিএ
৮১	কুড়িগ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প	১৯৯৭ - ২০০০	৮৬৫.০০	এনওআরএডি
৮২	দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বিপিএটিসি), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ-এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	১৯৯৭ - ২০০০	১,৬১৮.৩৭	জিওবি
৮৩	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-১	১৯৯৭ - ২০০২	১,৯৪৮.৫০	ইউএনডিপি
৮৪	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-৩	১৯৯৭ - ২০০২	২,৭৫২.৬৬	ইউএনডিপি
৮৫	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-২	১৯৯৭ - ২০০২	২,৬৭৭.৪৯	ইউএনডিপি
৮৬	পিইপির গবেষণা কর্মসূচি	১৯৯৮ - ২০০০	০০.০০	এসআইডিএ
৮৭	বিআরডিবি'র সমর্থন কর্মসূচি	১৯৯৮ - ২০০০	৮৩০.০০	এসআইডিএ
৮৮	দরিদ্র মহিলাদের জন্য আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	১৯৯৮ - ২০০৩	১,০০০.০০	জিওবি

ক্রম	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
৮৯	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সংশোধিত ২য় পর্যায়)	১৯৯৮ - ২০০৫	১৭,০৬৬.০০	জিওবি
৯০	রুরাল লাইভলিহুড প্রজেক্ট (আরএলপি)	১৯৯৮ - ২০০৭	৩১,৫৬৫.০০	এডিবি/জিওবি/ ইউবিসিসিএ
৯১	দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি)	২০০০ - ২০০১	৮৭০.০০	জিওবি
৯২	দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায়)	২০০০ - ২০০৪	৯৩৩.০৯	জিওবি
৯৩	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিএপিপি)	২০০০ - ২০০৪	৯৩৭.৮৭	জাইকা
৯৪	বিআরডিটিআই ভৌত অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প	২০০০ - ২০০৫	৫৬১.৬৭	জিওবি
৯৫	পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পিপিপি)	২০০১ - ২০০৯	১৪,০০২.৮০	জিওবি
৯৬	সামাজিক ক্ষমতায়ন-২ প্রকল্প (সংশোধিত) (কনসলিডেশন ফেজ)	২০০২ - ২০০৪	৭৫৪.০০	ইউএনডিপি
৯৭	আর্সেনিক মিটিগেশন কার্যক্রম ফর পিইপি মেম্বারস	২০০৩ - ২০০৪	৯৯.৫০	এসআইডিএ
৯৮	এ্যাডভোকেসি অন রিপ্রডাকটিভ হেলথ এন্ড জেন্ডার ইস্যুজ থ্রো রুরাল কো-অপারেটিভস	২০০৩ - ২০০৫	১৪৫.০০	ইউএনএফপিএ
৯৯	উত্তর-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডব্লিউ আরডিপি)	২০০৩ - ২০০৬	১৫,০০০.০০	জিওবি
১০০	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	২০০৩ - ২০০৬	২,২১২.০০	জিওবি
১০১	দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	২০০৩ - ২০০৬	৫,০০০.০০	জিওবি
১০২	গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন কর্মসূচি	২০০৪ - ২০০৫	২৯.১০	এএআরডিও
১০৩	অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প	২০০৪ - ২০০৫	৬৪.৭৯	জাইকা
১০৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	২০০৫ - ২০০৯	১,৯৫০.৮০	জিওবি
১০৫	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	২০০৫ - ২০০৯	২,৫০০.০০	জিওবি
১০৬	অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-২	২০০৫ - ২০১০	১,৯৫০.৮০	জাইকা
১০৭	সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)	২০০৭ - ২০০৯	৯৫০.৮০	জিওবি
১০৮	দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	২০০৭ - ২০০৯	২৮.০০	এএআরডিও
১০৯	উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উহদকনিক) - ১ম পর্যায়	২০০৭ - ২০১১	২,৪৭৮.৪৩	জিওবি
১১০	আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-২	২০০৭ - ২০১৭	৯৭৪.০০	জিওবি
১১১	দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায়)	২০০৯ - ২০১৩	৪,৯০০.০০	জিওবি

ক্রম	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
১১২	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নের উপর টিএ কর্মসূচি, ভালুকা, ময়মনসিংহ ও পীরগঞ্জ, রংপুর।	২০১০ - ২০১১	১৩.৫০	জিওবি, KOICA
১১৩	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায়	২০১১ - ২০১৬	৬,০৯৩.১৩	জিওবি
১১৪	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-২য় পর্যায়	২০০৯ - ২০১৫	২,৪২৪.৪০৯	জিওবি
১১৫	সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প	২০১৩ - ২০১৫	১,৯৮৩.০৬	জিওবি ও কেএসএস
১১৬	ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলিহুড প্রজেক্ট কুড়িগ্রাম (আইডিএএল)	২০১২ - ২০১৬	২,০৪৩.৭৫	জিওবি
১১৭	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)	২০১২ - ২০১৮	১৫,৭৩৪.০০	জিওবি
১১৮	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) ২য় পর্যায়	২০১২ - ২০১৮	৫৬,৯৫১.০০	জিওবি ও ইউবিসিসিএ
১১৯	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক) (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	২০১৪ - ২০২৩	১,৩১,৪৭.৫৮	জিওবি
১২০	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (পিআরডিপি-৩) (২য় সংশোধিত)	২০১৫ - ২০২৩	২৮,৬৬২.৯৭	জিওবি
১২১	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০১৮ - ২০২৩	৫,০৯৪.০০	জিওবি
১২২	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২৩	২৩,৭৩০.০০	জিওবি

জাতীয় পর্যায়ে জিডিপি'তে
বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩%।

বিআইডিএস (২০১০)

অষ্টম অধ্যায়

বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন

বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন

সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা সংস্থা/দল কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়েছে। সামগ্রিক কার্মকাণ্ড মূল্যায়ন ও সমীক্ষায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য ফলাফল/মতামত নিম্নরূপ:

ক্রম	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
১	সমীক্ষার নাম: বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: বিআইডিএস গবেষণাকাল: ২০১০	(১) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের দারিদ্র্য বিমোচনে সফলভাবে সহযোগিতা করে আসছে। বিআরডিবি'র কর্ম এলাকায় দারিদ্র্যের হার ১১%, যা কর্ম এলাকা বহির্ভূত তথা জাতীয় গড়ের চেয়ে কম। (২) জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩ শতাংশ। (৩) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের সম্পদ আহরণে সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রা এবং নারী ক্ষমতায়নে সহযোগিতা করছে।
২	সমীক্ষার নাম: পিইপি এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি মূল্যায়নকাল: ২০১১	(১) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ৭৩% উপকারভোগী উন্নত ও নতুন পেশায় সম্পৃক্ত হয়েছেন। (২) সুবিধাভোগীদের সম্পদ ১৪% থেকে ৬২%এ উন্নীত হয়েছে, বার্ষিক আয় ৬০০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ৫% থেকে ৯৯% এ উন্নীত হয়েছে।
৩	সমীক্ষার নাম: পজীপ ২য় পর্যায় এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: পউসবি মূল্যায়ন দল। মূল্যায়নকাল: ২০১৫	(১) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত ভালো। বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড, ঋণের ব্যবহার সঠিকভাবে করা হয়েছে। নিজস্ব পুঁজি (শেয়ার ও সঞ্চয়) গঠনে সদস্যবৃন্দ উদ্বুদ্ধ হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ, সামাজিক সচেতনতামূলক কাজে সদস্যবৃন্দ উপকৃত হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়। (২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। (৩) দেশের সার্বিক উন্নয়নে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হলে এ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকা প্রয়োজন।
৪	সমীক্ষার নাম: উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি ২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: বিআরডিবি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় মূল্যায়নকাল: জানুয়ারি ২০১৭	(১) প্রকল্পের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে, এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান, দরিদ্রতা, জীবন-জীবিকার ধরন, জলবায়ুগত অবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদি অবস্থার উপর ভিত্তি করে জরিপের মাধ্যমে যাচাইপূর্বক সুফলভোগী সদস্য নির্বাচন করা হয়েছে বিধায় বর্তমানে প্রায় শতভাগ প্রশিক্ষণ সফল হচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং বর্তমান বাস্তবতার আলোকে সুফলভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। (২) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদের মাত্র ৬% হার সুদে প্রকল্প থেকে জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। তারা প্রশিক্ষণ শেষে নিজ নিজ এলাকায় আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছেন। (৩) উৎপাদনের সাথে জড়িত সুফলভোগী সদস্যদের প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে গড়ে তিন থেকে চার হাজার টাকা অধিক আয় করা সম্ভব হচ্ছে। (৪) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীদের প্রায় সকলেই এখন মাসিক ৮-১০ হাজার টাকা বাড়তি আয় করেছেন।

ক্রম	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
		(৫) মহিলাদের আয় বৃদ্ধির ফলে পরিবারের পুষ্টি চাহিদার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসহ অন্যান্য মানবিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে খরচের সক্ষমতা তৈরি হয়েছে। (৬) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অকৃষি কর্মকাণ্ডের একজন কর্মজীবী হিসেবে রূপান্তর করছে, যা অনস্বীকার্য কার্যক্রম।
৫	সমীক্ষার নাম: উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (সংশোধিত)-এর প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় মূল্যায়নকাল: জুলাই ২০১৭	(১) প্রকল্পের মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা আহরণের মাধ্যমে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। (২) প্রকল্পটি গ্রামীণ বেকার মহিলা জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে দেশের সার্বিক উৎপাদনশীলতার মধ্যে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা ঘটিয়েছে। প্রকল্পে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ১৪০ জন প্রশিক্ষকগণ সকলেই অত্যন্ত উৎসাহী।
৬	সমীক্ষার নাম: ইরেসপো দ্বিতীয় সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি মূল্যায়নকাল: ২০১৮	(১) দরিদ্র মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মান ভালো হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থীগণ উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হয়েছে। ৫৮,৭২৫ জন সুফলভোগীকে সেলাই, এমব্রয়ডারি, মোবাইল সার্ভিসিং, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদিপশু পালন, হস্তশিল্প, মৎস্য ও কাঁকড়া চাষ, শাক সবজি চাষ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা, নেতৃত্ববিকাশ, নারী উন্নয়ন ও সংগঠন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। (২) স্থানীয় সম্পদ পুঞ্জীকরণের মাধ্যমে আয়-বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যবহার এবং সুফলভোগীদের আয়বর্ধনমূলক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ২১০০.০০ লক্ষ টাকা নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত তহবিল যথাযথ ব্যবহারের ফলে তাদের জীবনমানের উন্নতি হয়েছে। (৩) ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষায় গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিতকরণের মাধ্যমে ২,৮৮১টি মহিলা সমিতির ৭৮,৪৪৪ জন সুফলভোগী সদস্যকে প্রকল্পভুক্ত করা হয়েছে।
৭	সমীক্ষার নাম: পিআরডিপি-৩ এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়নকাল: ২০১৯	(১) সরকারি সেবাদানে সমন্বয় সৃষ্টি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানে সমন্বয় সৃষ্টি, জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, গ্রামের সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন, সরকারি কর্মীদের কার্যক্রমের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন এবং জাতি গঠনমূলক বিভাগ ও গ্রামের মানুষের সম্পর্ক উন্নয়ন হয়েছে। (২) প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি অংশ, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রামের মানুষের অর্থ, কায়িক পরিশ্রম ও মতামতের সমন্বয় এবং অংশগ্রহণ থাকায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সত্যিকার অর্থে অনুসরণীয় হচ্ছে। (৩) গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে সাধারণ ও সুবিধাবঞ্চিত লোকজন তাদের সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান জানতে পেরেছে। একে অপরের সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। (৪) বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক বিভাগের প্রতিনিধি, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি সভা (ইউসিসিএম) এ উপস্থিত থাকায় সবার সাথে সমন্বয় হচ্ছে। কাজের পরিবেশ উন্নতি হচ্ছে।

ক্রম	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
		(৫) উন্মুক্ত বাজেট সভা, গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণে জনগণের অংশীদারত্ব, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় আনা, স্থানীয় সরকারের তৃণমূল ধাপ ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালীকরণে জোরালো ভূমিকা রাখছে।
৮	সমীক্ষার নাম: গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প-এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়নকাল: জুন ২০২১	(১) প্রকল্প থেকে সুফলভোগী সদস্যদের মাঝে বিতরণকৃত ঋণ বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক (আইজিএ) কৃষিজ কর্মকাণ্ড যেমন- নার্সারি স্থাপন, শাক সবজি চাষ, গরু মোটাতাজাকরণ, দুগ্ধবতী গাভি পালন, ছাগল পালন, পোল্ট্রি ফার্ম, মৎস্য চাষ এবং অকৃষিজ কর্মকাণ্ড যেমন- মোবাইল সার্ভিসিং, গ্রামীণ ইলেকট্রিশিয়ান, টিভি-ফ্রিজ মেরামত, এমব্রয়ডারি, সেলাই, বাঁশ ও বেতের কাজ, হোসিয়ারি শিল্প, মৃৎশিল্প, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছেন। (২) সমিতি পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, পলাশবাড়ী উপজেলার বরিশাল ইউনিয়নে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ব্যাগ পল্লীর সুফলভোগীগণ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বাজারের ব্যাগ তৈরি করে প্রতিদিন গড়ে ৩০০ টাকা হারে মাসে ৭/৮ হাজার টাকা আয় করছে। অনুরূপভাবে একই উপজেলার চণ্ডিপুর গ্রামের দুগ্ধপল্লীর সুফলভোগীগণ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তায় নিজেদের আয়-রোজগার বৃদ্ধি করেছেন। (৩) বিভিন্ন এমব্রয়ডারি পল্লী সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময়ে জানা যায়, তারা প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ ও ঋণ নিয়ে বর্তমানে শাড়ি, থ্রি-পিস, নকশিকাঁথা, বেডশিট প্রভৃতি পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত রয়েছে। তাদের উৎপাদিত পণ্য আড়ং, অঞ্জন'স, বিশ্বরঙ, ঢাকা নিউমার্কেট, ঢাকা গাউছিয়া মার্কেট, কারুপল্লীসহ স্থানীয় বাজারে নিয়মিতভাবে সরবারহ করা হয়। এতে করে প্রতিজন সুফলভোগী মাসে গড়ে ৫/৬ হাজার টাকা আয় করে। অথচ প্রকল্পে জড়িত হওয়ার পূর্বে তাদের নিজস্ব কোনো আয় ছিল না। (৪) স্বল্পসংখ্যক হলেও সেলাই ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীদের মাসিক ৩/৪ হাজার টাকা আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে মোবাইল সার্ভিসিং, গ্রামীণ ইলেকট্রিশিয়ান, টিভি-ফ্রিজ মেরামত, ব্লক-বাটিক, পাটের কাজ প্রভৃতি ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুফলভোগী সদস্যগণও মাসিক গড়ে ৩/৪ হাজার টাকা আয় করছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। (৫) সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত রামধন কালীতলা এমব্রয়ডারি পল্লী পরিদর্শনকালে সদস্যদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। পল্লী দুটির উৎপাদন ও মার্কেট লিংকেজ খুবই চমৎকার। পল্লীদু'টিতে শতাধিক সুফলভোগী উৎপাদন কার্যে জড়িত রয়েছেন। (৬) সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সর্বানন্দ গ্রামে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত হাঁস পল্লী পরিদর্শনকালে দেখা যায়, গ্রামটির শতাধিক পরিবার প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা নিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পরিসরে হাঁস পালন ও হ্যাচারি শিল্পে নিয়োজিত রয়েছেন। তারা হাঁস ও হাঁসের ডিম বিক্রি করে পরিবারপরিজন নিয়ে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করছেন। হাঁস পল্লীতে সনাতনী ভুল পদ্ধতিতে অনেকে ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন করছেন, এতে করে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এসএমই ঋণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সহায়তা করে আধুনিক পদ্ধতিতে বাচ্চা উৎপাদনে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে পারলে উৎপাদন খরচ অনেক কম হতো।

ক্রম	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
		(৭) এই প্রকল্পের পণ্যভিত্তিক পল্লীর ধারণাটি উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও মার্কেট লিংকেজ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। (৮) প্রকল্পের সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধির ফলে পরিবারের পুষ্টি চাহিদার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসাসহ অন্যান্য মানবিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে খরচের সক্ষমতা তৈরি হয়েছে। (৯) প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টারের মাধ্যমে সুফলভোগীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিপণন প্রতিষ্ঠানের মার্কেট লিংকেজ স্থাপনে সহায়তা করা হচ্ছে, এতে করে সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হচ্ছে।
৯	সমীক্ষার নাম: অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত) এর নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় মূল্যায়নকাল: জুন ২০২১	(১) রাস্তা, ব্রিজ, সাঁকো, কালভার্ট ইত্যাদি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণের ফলে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীরা স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় যাতায়াত করতে পারছে; অন্যদিকে কৃষক জমির ফসল সহজে বাড়ি আনতে পারছে এবং পরবর্তীকালে বাজারে বিক্রি করতে পারছে। (২) নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সুপেয় পানি পাওয়ার সুবিধা বেড়েছে। যে বাড়িতে নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে, সেই বাড়িসহ কাছের অন্যান্য বাড়ির মানুষেরাও এই পানি ব্যবহার করছে। এছাড়া প্রয়োজনে জমিতে যেসব লোক কাজ করে, তারাও এই টিউবওয়েল থেকে পানি পান করে থাকে। (৩) স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণের ফলে পয়োনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন হয়েছে। বর্তমানে বাড়ির আঙিনায় মলমূত্র ফেলা হয় না। এর ফলে বিভিন্ন প্রকার পানিবাহিত রোগ যেমন-টাইফয়েড, আমাশয়, জন্ডিস ইত্যাদি কম হচ্ছে। (৪) যে সকল এলাকায় কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে, সেই সকল এলাকার ফসলি জমির জলাবদ্ধতা নিরসন হয়েছে, এর ফলে ফসলি জমিতে চাষাবাদের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ এলাকাবাসী সুবিধামতো ফসলি জমিতে সহজে চাষাবাদ করতে পারছে। (৫) যে সকল সুবিধাভোগী সচেতনতামূলক সেশনে অংশগ্রহণ করেছেন, তারা বিভিন্ন বিষয়ে জানতে পেরেছেন: যেমন বাল্যবিবাহ ও এর কুফল, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি এবং এর উপকরণসমূহ, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, করোনা ইত্যাদি। (৬) প্রকল্প এলাকায় সুফলভোগীরা কৃষি, পশুপালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এই সকল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার ফলে সুফলভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে সুফলভোগীরা আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি, পশু পালন ও মৎস্য চাষ করতে পারছে। (৭) প্রকল্পের অন্যতম কাজ হলো নিয়মিত গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভা (ভিডিসিএম) করা। ভিডিসিএম-এর মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং এর সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করা। ফলে একদিকে যেমন জন-অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়, অপরদিকে এলাকায় নেতৃত্ব তৈরি হয়।

ক্রম	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
		(৮) ইউসিসি'র সভায় ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যগণ এবং ইউনিয়নের কৃষি, স্বাস্থ্য, মৎস্য, পরিবার পরিকল্পনা, প্রাণিসম্পদ বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের সেবা প্রদানকারীরা উপস্থিত থাকায় ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি সমন্বয়ের প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়। এর ফলে গ্রামের মানুষের চাহিদা অনুযায়ী সরকারি সেবা প্রদানের পরিকল্পনা করা এবং সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। (৯) লিংক মডেল পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়েছে। (১০) প্রকল্প এলাকায় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে স্কীম নির্ধারণ, বাস্তবায়ন, মনিটরিং, বাস্তবায়নের জন্য গ্রামবাসীর অংশ প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হয়েছে। (১১) প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ। প্রকল্প নির্বাচন, বাস্তবায়ন, তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এলাকাবাসী পালন করে থাকেন। এই প্রকল্পের জন্য এটা একটা বড় সুযোগ যে গ্রামের সাধারণ মানুষকে এই প্রকল্প সম্পৃক্ত করতে পেরেছে এবং জনগণও স্ব-উদ্যোগে টাকা বা শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করে থাকেন। (১২) প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন: বাংলাদেশের উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কাজ করে থাকে। এই সকল বিভাগ সকলেই স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে কোনো সেবা দেয়া অন্য ডিপার্টমেন্ট করেনি কিন্তু এ প্রকল্প এসকল বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এলাকাবাসীর চাহিদা অনুসারে সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারছে।
১০	সমীক্ষার নাম: অপ্রধান শস্য প্রকল্প-এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি মূল্যায়নকাল: জুন ২০২২	(১) প্রশিক্ষণ এবং ঋণ প্রদানের ফলে প্রকল্প এলাকার বাড়ির আঙিনায় পতিত জমিতে অপ্রধান শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এলাকাভুক্ত প্রতিটি উপজেলায় সুফলভোগী কৃষকগণ অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। (২) প্রকল্পের প্রদর্শনী প্লট দেখে স্থানীয় অন্যান্য কৃষক আগ্রহী হয়েছেন। ফলে বেশিসংখ্যক প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে।
১১	সমীক্ষার নাম: দরিদ্র্য মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প ইরেসপো ২য় সংশোধিত এর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি মূল্যায়নকাল: ৩০ জুন ২০২৩	(১) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবে ৯৭টি সমিতি বেশি গঠনের মাধ্যমে মোট ২১৯৪টি পরিবার অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা থেকেও ২১৯৪ জন উপকারভোগীকে প্রকল্পের আওতায় বেশি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত কার্যক্রম বিস্তৃত, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি এবং স্থায়ী ও টেকসই উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, নারীর ক্ষমতায়ন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, উঠান বৈঠক, ঘূর্ণায়মান তহবিল, সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। (২) প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সারা দেশে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি বিআরডিবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া উপকারভোগী সদস্যদের ঋণ সহায়তার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি এবং সামাজিক বন্ধন, পুঁজি গঠন এবং বিকাশ লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্প থেকে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার সুযোগ থাকাতে গ্রামে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং উপকারভোগী দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপকারভোগী সদস্যগণের আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি নেতৃত্ব বিকাশ ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

ক্রম	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
১২	সমীক্ষার নাম: দরিদ্র্য মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প ইরেসপো ২য় সংশোধিত এর নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি মূল্যায়নকাল: ৩০ জুন ২০২৩	(১) সুফলভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে তাঁদের সচেতনতা সৃষ্টি, দক্ষতা অর্জন, অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। (২) প্রকল্পের আওতায় কিশোরীদের শতভাগ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে হাইস্কুলগামী কিশোরীদের সংগঠিত করে কিশোরী সংঘ গঠন, কিশোরী বয়স থেকে সঞ্চয় জমায় উৎসাহিতকরণ, বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসহ অন্যান্য সামাজিক সচেতনতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন ও শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হচ্ছে। (৩) প্রকল্পের আওতায় ঋণ সহায়তা কার্যক্রমের ফলে সরাসরি ১৯,০৬৭ জনের ঋণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সুফলভোগী সদস্যদের মধ্যে শতভাগের কাছাকাছি (৯৩.৩%) সুফলভোগী সদস্য ইরেসপো প্রকল্পের আওতাধীন সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া গড়ে প্রতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সদস্যের মাধ্যমে আরো ১-২ জন করে কিছু সদস্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। (৪) সুফলভোগীদের সকলেই নারী ও কিশোরী সদস্য। তাই প্রকল্পের আওতায় নারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও উঠান বৈঠক এবং কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, যৌতুক প্রথা ও বাল্যবিবাহের কুফল, নেতৃত্ব বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ, শিশু অধিকার সংরক্ষণ, সঞ্চয় তহবিল সৃষ্টি ও এর সঠিক ব্যবহার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিষয়ে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৩	সমীক্ষার নাম: পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প "৩য় পর্যায়" এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: পরিকল্পনা কমিশন মূল্যায়নকাল: সেপ্টেম্বর ২০২৩	(১) প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে সুফলভোগী সদস্যদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। (২) দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সরকারের উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ফলে জিডিপিতে সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। (৩) ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশে গঠনের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা রাখছে। (৪) প্রকল্পের সঙ্গে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপনের ফলে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। (৫) প্রকল্পের সুফলভোগী ৮০% নারী হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন বাড়ছে। (৬) আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের ফলে দক্ষ মানবসম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। (৭) প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জনসচেতনতা বাড়ছে। (৮) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষভাবে উৎপাদিত পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং এ সকল পণ্যের সম্প্রসারণে জীবিকায়ন পল্লী স্থাপন করা হয়েছে। (৯) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি হওয়ায় দিন দিন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে। (১০) পল্লী উন্নয়ন দলের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন হওয়ায় গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে। (১১) উপজেলা পর্যায়ে জাতি গঠনমূলক বিভাগের সেবা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। (১২) মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত লোকবল ও মনিটরিং জোরদারের মাধ্যমে এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন গতি আরো জোরদারকরণের সুযোগ আছে।

নবম অধ্যায়

বিআরডিবি'র স্থাবর সম্পদ

৯.১ সদর দপ্তর ও ঢাকা মহানগরে অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রম	দপ্তরের নাম/অবস্থান	অবকাঠামোর বিবরণ	জমির পরিমাণ	মন্তব্য
১	সদর কার্যালয়, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা	৭ তলা ভবন	০.৩ একর	সকল জায়গার
২	পল্লী কানন, উত্তরা মডেল টাউন	৮টি আবাসিক ভবনে ১৩৮টি ফ্ল্যাট।	১.৩৫ একর	খাজনা হালনাগাদ পরিশোধ
৩	রামপুরা, ঢাকা (বিটিভি ভবন ও হাতিরঝিল সংলগ্ন), মৌজা-উলন	খালি জমি	৭.৬৩ একর	

৯.২ জেলা পর্যায়ে অবস্থিত সম্পত্তি/ স্থাপনা

ক্রম	দপ্তরের নাম/অবস্থান	জমির পরিমাণ	অবকাঠামোর বিবরণ		
			অফিস বিল্ডিং	স্টাফ কোয়ার্টার	গুদাম ও অন্যান্য
১	পটুয়াখালী	০.৭৭ একর	এক তলা ভবন	-	ইউটিইউ ভবন
২	রাজশাহী	০.৩৫ একর	-	-	-
৩	টাঙ্গাইল মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৩.১৬৮ একর	এক তলা ভবন - ১টি দুই তলা ভবন - ২টি	স্টাফ কোয়ার্টার-১টি	-
৪	নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০.৮৭ একর	তিন তলা ভবন - ১টি	স্টাফ কোয়ার্টার-৩টি	অডিটোরিয়াম - ১টি ক্যান্টিন - ১টি
৫	কুমিল্লা	১.০০ একর	দুই তলা ভবন - ১টি	-	-
৬	ফরিদপুর	০.১০ একর	দুই তলা ভবন - ১টি	-	-
৭	ভোলা	২.৮৭ একর	তিন তলা ভবন - ১টি	দোতলা ভবন -২টি	দোতলা বাংলো - ১টি
৮	বিআরডিটিআই, সিলেট	১০.৬২ একর	প্রশাসনিক ভবন - ২টি হোস্টেল ভবন - ৪টি	আবাসিক ভবন-৬টি	অডিটোরিয়াম - ১টি ক্যাফেটেরিয়া - ১টি ও মসজিদ - ১টি
৯	উদকনিক প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র, রংপুর	০.১০ একর	১০ তলা ভিত্তিপ্রস্তর সম্বলিত ৭ তলা ভবন	-	-

৯.৩ উপজেলায় অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রম	সম্পদের ধরন	সম্পদের বিবরণ	
		সংখ্যা/পরিমাণ	কাঠামোর ধরন
১	বিভিন্ন উপজেলায় জমির পরিমাণ	৫৭.২৭ একর	-
২	অফিস ভবন	৪১২ টি	একতলা ভবন ৩১৮টি, দোতলা ভবন ৯২টি ও তিন তলা ভবন ১টি এবং চারতলা ভবন ১টি।
৩	ইউটিইউ	২৩টি	-
৪	কোয়ার্টার (জোড়াবাড়ি)	৩৫৭টি	দোতলা ভবন (প্রতিটিতে ৪টি ইউনিট)
৫	গুদাম	১৬৮টি	-
৬	ওয়ার্কশপ কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১০টি	-
৭	মার্কেট/দোকান	৮৯টি	-

দশম অধ্যায়

সফলতার গল্প

জীবনযুদ্ধে জয়ী এক সফল নারী উদ্যোক্তা কানিজ ফাতেমার সফলতার গল্প

গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার এক গরিব পরিবারে কানিজ ফাতেমার জন্ম। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে সে সবার ছোট। চার ভাই ও এক বোনের বিবাহ সম্পন্ন হলে তারা সকলে আলাদা সংসার বাঁধে এবং যার যার মতো অতিকষ্টে জীবন-যাপন করতে থাকে। পরিবারে ফাতেমা ও তাঁর মায়ের সংসারে আয় রোজগার করার কেউ না থাকায় অতিকষ্টে তাদের দিন চলতে থাকে। কিন্তু কানিজ ফাতেমা ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন। এমন পরিস্থিতিতে তাঁর পরিচয় হয় বিআরডিবি'র গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের মাঠ সংগঠকের সাথে। মাঠ সংগঠক কানিজ ফাতেমার আগ্রহ বুঝতে পেরে তাঁকে বিআরডিবি গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের মধ্যফলিয়া মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতির সদস্যা হিসেবে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণের পরামর্শ দেন। কানিজ ফাতেমা আগ্রহ প্রকাশ করলে মাঠকর্মী তাঁকে সমিতির নিয়ম-কানুন ও ঋণ গ্রহণ পরিশোধ বিষয়ে বিস্তারিত জানান এবং সদস্য হিসেবে ভর্তি করে নেন। এরপর অন্য সদস্যদের সাথে তিনি নিয়মিত সঞ্চয় জমা দিতে থাকেন এবং এমব্রয়ডারি ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

সফল উদ্যোক্তা কানিজ ফাতেমা তাঁর এমব্রয়ডারি কার্যক্রম তদারক করছেন

এরপর থেকেই কানিজ ফাতেমার জীবনের গল্পের রং বদলাতে থাকে। এর কিছুদিন পর কানিজ ফাতেমা প্রথম পর্যায়ে ২০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণের অর্থ ও নিজের জমানো কিছু টাকা দিয়ে তিনি সুতা ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয় করেন। তারপরে কাপড় এমব্রয়ডারির কাজ শুরু করেন। এভাবে তিনি ছোট পরিসর থেকে সমিতির অন্য সদস্যদের নিয়ে কাজের পরিধি বাড়াতে থাকেন। এরপর তিনি তাঁর কাজের নমুনাগুলো ঢাকার বিভিন্ন কোম্পানিকে দেখান এবং তাঁদের কাছ থেকে কাজের অর্ডার নেন ও সময়মতো পণ্য সরবরাহ করতে থাকেন। তখন দেখা যায়, সব খরচ বাদে তাঁর মাসিক আয় ২০,০০০-৩০,০০০ টাকা। উক্ত টাকা দিয়ে তিনি সংসারের খরচের পাশাপাশি ঋণের কিস্তি পরিশোধ ও সঞ্চয় বাড়াতে থাকেন। পরবর্তীকালে তিনি উদ্যোক্তা হিসেবে ২.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং তা দিয়ে ব্যবসা বৃদ্ধি করতে থাকেন। বর্তমানে তাঁর ব্যবসার পরিধি আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত ব্যবসায় বর্তমানে ১৪০-১৫০ জন নারী প্রতিনিয়ত কাজ করছেন। বর্তমানে উক্ত ব্যবসা থেকে প্রতি মাসে সকল খরচ বাদ দিয়ে তাঁর ৪০,০০০-৫০,০০০ টাকা আয় হয়। যে কানিজ ফাতেমার সংসার চলত নানা টানাপোড়েনে, সে এখন একজন সফল উদ্যোক্তা ও স্বাবলম্বী নারী। এভাবে কানিজ ফাতেমা গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে যেমন নিজের সাফল্য ছিনিয়ে এনেছেন, তেমনি এলাকার অসহায় বেকার নারীদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করেছেন। কানিজ ফাতেমা এখন তাঁর গ্রামের অনুসরণীয় নারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। তাঁর এ উন্নতির জন্য বিআরডিবি প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দরিদ্রকে জয় করা আত্মপ্রত্যয়ী মো. ইদ্রিস আলী'র সাফল্যের গল্প

ঝিনাইদহ জেলাধীন মহেশপুর উপজেলার বিআরডিবি'র সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)-এর আওতাভুক্ত পীরগাছা সদাবিক পুরুষ দলের একজন আত্মপ্রত্যয়ী স্বাবলম্বী সদস্য মো. ইদ্রিস আলী। মৎস্য খামারের ১২ বিঘা জমি ছাড়া নিজের আর কোনো সম্পদ ছিলো না। নিজের বসতবাড়ির কোনো জমি না থাকায় মৎস্য খামার পাড়ে ফাঁকা মাঠের মধ্যে অস্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। তিনি খামারে কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে আয় করে অসুস্থ বাবা, মাসহ স্ত্রী ও ২টি ছেলে-মেয়ে নিয়ে জীবন যাপন করতেন। সংসারে অভাব-অনটনে চলার মাঝে ২০২০ সালে আম্ফান ঝড়ে পুকুর প্লাবিত হয়ে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নিঃস্ব হয়ে মানবেতর জীবন অতিবাহিত করছিলো। ক্ষতিগ্রস্ত ১০ লক্ষ টাকার বেশির ভাগ ছিলো ব্যাংক ঋণের টাকা। সংসারের বিভিন্ন সমস্যার মাঝেও তিনি এ থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছিলেন। এমতাবস্থায় গ্রামের মানুষের কাছ থেকে শুনে বিগত ২০২০ সালে পীরগাছা সদাবিক পুরুষ দলে ভর্তি হয়ে ১ম দফায় ৩০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং মৎস্য খামারে বিনিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে ২০২১ সালে কোভিড-১৯ এর আওতায় পেশাজীবী উদ্যোক্তা হিসেবে তাঁকে পল্লী উদ্যোক্তা খাতে ২.৫০ লক্ষ টাকা ৪% সেবামূল্যে মৎস্য চাষ খাতে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। এ টাকা নিয়ে কিছু মৎস্য চাষ খাতে এবং অবশিষ্ট ১ লক্ষ টাকা দিয়ে পাওয়ার থ্রেসার মেশিন ক্রয় করেন। মৎস্য খামারের পাশাপাশি নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধান, গম, কালাই, মসুরি, ছোলা ও পাটের বীজ ইত্যাদি মাড়াই করে অল্প দৈনিক আয়ের মাধ্যমে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করেছেন। ঋণ এবং মুনাফার সমুদয় টাকা যথাযথভাবে পরিশোধ করে পুনরায় তাঁকে ২০২৩ সালে উদ্যোক্তা ঋণের আওতায় মৎস্য চাষ খাতে ৩.০০ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। ঋণের এবং তাঁর জমাকৃত টাকা নিয়ে বড় পরিসরে পাবদা মাছ চাষসহ আরও ২টি থ্রেসার মেশিন ও ১টি ভ্রাম্যমাণ অটো রাইস মিল ক্রয় করেন। তিনি ২০২৪ সালে ১৫.০০ লক্ষ টাকা দিয়ে বসতভিটার জন্য ৮ শতক জমির উপর টিনশেড বাড়ি ও গরুর খামার ক্রয় করেন। বর্তমানে তাঁর মৎস্য খামারে মাছ ছাড়াও গরুর খামারে ৫টি গরুসহ ৩টি পাওয়ার থ্রেসার মেশিন, ১টি ভুট্টা মাড়াই, ২টি ধানঝাড়াই মেশিন, ১টি ভ্রাম্যমাণ অটো রাইস মিল ও ১টি পাওয়ার টিলার রয়েছে।

নিজস্ব কৃষিজ যন্ত্রপাতির সামনে ইদ্রিস আলী

মৎস্য খামারের সামনে ইদ্রিস আলী

বর্তমানে মো. ইদ্রিস আলীর মৎস্য খামার ও বিভিন্ন কৃষিজ যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য স্থায়ীভাবে ৫ জন এবং অস্থায়ীভাবে আরও ৬ জন জনবল কাজ করে। তাঁর মেয়ে গ্রামের স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ও ছেলে মহেশপুর উপজেলা শহরে মাদ্রাসায় নিজের নিষ্ঠা, কর্মতৎপরতা ও পরিশ্রম আর সংগ্রামে তিনি সাফল্যের যে স্বাক্ষর রেখেছেন, তা সত্যিই অনুকরণীয়।

ভার্মি কম্পোস্ট জৈব সার উৎপাদনে মঞ্জুর হোসেনের সফলতা

মো. মঞ্জুর হোসেন ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার চর উমেদ গ্রামের বাসিন্দা। দরিদ্রতার সাথে লড়াই করে তিনি ২০১৬ সালে এসএসসি ও ২০১৮ সালে এইচএসসি পাস করেন। এরপর চাকরির জন্য দুই বছর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেন, বসতবাড়ির চারপাশে সবজির চাষ করবেন। সে লক্ষ্যে তিনি কৃষি ও বিআরডিবি অফিসে যোগাযোগ করেন। বিআরডিবি কর্মকর্তার সহযোগিতায় তিনি "দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি"-এর আওতায় ৩০ জন সদস্য নিয়ে "পশ্চিম চর উমেদ কলেজ পাড়া" নামে একটি দল গঠন করেন। প্রকল্প থেকে ডাল, তেল, মসলাজাতীয় ফসল চাষ ও কেঁচো সার উৎপাদনের উপর ৪ দিনব্যাপী হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তার উৎসাহ ও আগ্রহ দেখে প্রকল্প থেকে তাঁকে কেঁচো সার উৎপাদনের উপর একটি প্রদর্শনী খামার স্থাপনের জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা (৪টা রিং, ১০০০ কেঁচো, বাঁশ, টিন, নেট, সাইনবোর্ড) প্রদান করা হয়। শুরুতে কেঁচো সার উৎপাদন কার্যক্রম এলাকার মানুষ ভিন্ন চোখে দেখলেও তিনি তাঁর লক্ষ্যে অটল ছিলেন। বিআরডিবি'র কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় তিনি সফলভাবে কেঁচো সার উৎপাদনের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করেন। তিন মাস পর ৪টা রিং কেঁচো সারে পরিপূর্ণ হয়েছে দেখে মঞ্জুর হোসেনের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। এখন তিনি সার বিক্রয় করে অর্জিত আয় থেকে প্রতি মাসে কেঁচো সার তৈরির রিং বৃদ্ধি করেন। এছাড়া প্রকল্প থেকে ২০২১ সালে প্রথম দফায় ২০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে কেঁচো সার উৎপাদনের জন্য শেড হাউস তৈরি করেন। প্রতি মাসে সার ও কেঁচো বিক্রয় করে ঋণের কিস্তি পরিশোধসহ ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে থাকেন। তিনি ২০২২ সালে পুনরায় ৩০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করেন। তিন এ প্রতিষ্ঠানের নাম দেন "মঞ্জু ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন প্রতিষ্ঠান"। এখান থেকে পাইকারি ও খুচরা সার এবং কেঁচো (বীজ) বিক্রয় করা হয়। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে মঞ্জুর হোসেন ছাড়া আরও দুজন শ্রমিক কর্মরত আছেন।

মঞ্জুর হোসেন তাঁর ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত

বর্তমানে তাঁর ৫টি শেড হাউসে ১১০টি রিং ভার্মি কম্পোস্ট সার ও ৪টি রিং কেঁচো (বীজ) উৎপাদনের হাউস আছে। এখন প্রতি মাসে তাঁর এ প্রতিষ্ঠান থেকে ৩ টনের মতো কেঁচো সার উৎপাদিত হয়। সার ও কেঁচো বিক্রয় করে তাঁর মাসিক আয় প্রায় ৭৫,০০০ টাকা। এলাকার মানুষ ভুট্টা ও সবজি ফসল উৎপাদনে কেঁচো সারের গুণাগুণ এবং উক্ত এলাকায় মঞ্জুর হোসেনের নতুন উদ্ভাবনী কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর কাছ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন এবং তাঁর খামারে হাতেকলমে কাজ শিখছেন। জনাব মো. মঞ্জুর হোসেন ২০২৩ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এখন তিনি গর্ভবতী মহিলাদের সেবাসম্পর্কিত সভা, নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ, মাদক ও এসিড নিক্ষেপ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সভা এবং কোনো নতুন উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সফলতার কাহিনি বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়া, টেলিভিশন ও পত্রিকায় প্রকাশ পাওয়ায় তাঁর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাহাঙ্গীর আলমের সফলতার গল্প

মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলার পুরানগ্রাম গ্রামের বাসিন্দা জাহাঙ্গীর আলম। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ তিনি। বাবা না থাকায় অভাবের কারণে অল্প বয়সে সংসারের হাল ধরতে হয় তাঁকে। একসময় চার ভাই-বোনের সংসার ভাগ হয়ে যায়। ছোট একটা ছাপরা ঘরে থাকতেন জাহাঙ্গীর। মানুষের বাড়ি বাড়ি কাজ করে দিন চলত তাঁর। এরই মধ্যে বিয়ে করেন জাহাঙ্গীর আলম। একদিন স্ত্রী'র কাছে জানতে পারেন যে বাড়ির পাশেই বিআরডিবি'র একটি দলে এক আপা ঋণের কাজ করেন। কথা শুনে তিনি ছুটে আসেন বিআরডিবি'র সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)-এর মাঠকর্মী রাহিমা আক্তারের কাছে। তিনি জাহাঙ্গীর আলমকে এই কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা দেন। মাঠ কর্মীর সহযোগিতায় পুরানগ্রাম বিত্তহীন পুরুষ দলে ভর্তি হন জাহাঙ্গীর আলম। এরপর নিয়মিত দলের সভায় যোগদান ও সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। এর কিছুদিন পর জাহাঙ্গীর আলম উক্ত দল থেকে ১৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণের টাকা থেকে জাহাঙ্গীর স্ত্রীকে হাঁস-মুরগি কিনে দেন, আর নিজে অন্যের জমি চাষ করতে থাকেন। এভাবেই জাহাঙ্গীর আলম কয়েক দফায় ঋণ নেন এবং তা সঠিক সময়ে পরিশোধ করে থাকেন। বর্তমানে তাঁর সঞ্চয়ের পরিমাণ ১২,৮৪৫ টাকা। পরবর্তীকালে আরো কিছু টাকা জমিয়ে জাহাঙ্গীর একখণ্ড জমি কেনেন। সে জমিতে তিনি বিভিন্ন সবজি চাষ শুরু করেন। বর্তমানে তাঁর ৩৫ শতাংশ চাষযোগ্য জমি আছে। জমি থেকে উৎপাদিত কিছু ফসল নিজে ব্যবহার করেন এবং বাকি ফসল বিক্রি করে দেন। প্রতিবছর ফসল বিক্রি করে ৭০,০০০ টাকা আয় করেন জাহাঙ্গীর আলম। আয়ের টাকা থেকে জাহাঙ্গীর একটি ধান কাটার মেশিন ক্রয় করেন। সেই মেশিন দিয়ে নিজের জমির ধান কাটেন তিনি, সেই সাথে অন্যের জমির ধানও কাটেন। এভাবে তাঁর ধানের সিজনে প্রায় ১.২০ লক্ষ টাকা আয় থাকে। জাহাঙ্গীর আলমের ছোট একটা জলাশয় রয়েছে, সেখানে তিনি বিভিন্ন রকমের মাছ চাষ করে থাকেন। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে মাছও বিক্রি করে জাহাঙ্গীর। ইতিমধ্যে তিনি বাড়িতে ২টি পাকা ঘর দিয়েছেন এবং একটি ট্রাক কিনেছেন। সে ট্রাক দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পণ্য সরবরাহের কাজে লাগান। ট্রাক থেকেও তাঁর বাৎসরিক আয় হয় প্রায় ১.৫০ লক্ষ টাকা। জাহাঙ্গীর আলমের বর্তমান বসতবাড়িটা ২০ শতাংশের উপর এবং বসতবাড়ির চারপাশে বিভিন্ন ফলের গাছ ও বিভিন্ন সবজির বাগান লাগিয়েছেন।

জাহাঙ্গীর আলমের ধান কাটার মেশিন

জাহাঙ্গীর আলম বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও টিউবওয়েল স্থাপন করেছেন। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে স্কুলে পড়াশোনা করে। এছাড়া তিনি সমাজের বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর এই সাফল্যের জন্য সমাজে ভালো একটা অবস্থান তৈরি হয়েছে। এখন আর কোনো অভাব নেই। তিনি এই সফলতার জন্য বিআরডিবি'র কাছে কৃতজ্ঞ।

দারিদ্র্যজয়ী শামীমার স্বাবলম্বী হওয়ার গল্প

মাগুরা জেলার সদর উপজেলার দরিদ্র পরিবারের মেয়ে শামীমা। অল্প বয়সে বিয়ে হয় দরিদ্র পরিবারে। তাঁর ২টি সন্তানসহ মোট ৪ জনের সংসার। স্বামী মো. গোলাম নবী পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। স্বামীর অল্প আয়ে খেয়ে না খেয়ে কোনোরকম সংসার চলতে থাকে তাঁর। শামীমা চিন্তা করেন, স্বামীর পাশাপাশি নিজেও সংসারের হাল ধরতে পারবেন। কিন্তু প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকা সত্ত্বেও পুঁজি ও প্রশিক্ষণের অভাবে তাঁর আয় বাড়াতে পারছিলেন না। ইতোমধ্যে বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো) প্রকল্পের মাঠ সংগঠক মোছা. হোসনেয়ারা খাতুন-এর সাথে আলাপ হয় শামীমার। মাঠ সংগঠক মোছা. হোসনেয়ারা খাতুন-এর সাথে কথা বলে আশার আলো দেখতে পান এবং আর দেরি না করে মাগুরা সদর উপজেলার বিআরডিবি অফিসে যোগাযোগ করেন। প্রতিবেশী ২০ জন মহিলা নিয়ে গঠন করেন জগদল পশ্চিমপাড়া মহিলা সমিতি। তিনি ওই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন। ২০১৫ সালে তিনি ২০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। অতঃপর বিআরডিবি অফিস থেকে মৎস্য চাষের উপর ৩ দিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। নিজের জমানো ও ঋণের টাকা এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান দিয়ে শামীমা রেনু পোনা উৎপাদনকারী একটি পুকুর লিজ নেন। এক বছরের মধ্যে তিনি কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করে ২০,০০০ টাকা লাভ করেন। ২০১৬ সালে তিনি আবার ২৫,০০০ টাকা ঋণ নেন। মাছ চাষের জন্য এ টাকা দিয়ে শামীমা ও তাঁর স্বামী দুজনে মিলে আরও একটি বড় পুকুর লিজ নেন এবং সেখান থেকে যে আয় হয়, তা দিয়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে থাকেন। এছাড়া মৎস্য চাষের পাশাপাশি তিনি বরফ কিনে ব্যবসা শুরু করেন। এভাবে তাঁর ব্যবসার পুঁজি বাড়তে থাকে। ২০২০ সালে শামীমা উক্ত প্রকল্প থেকে ১.০০ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেন এবং সফলতার সাথে তা পরিশোধ করে। শামীমা সঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ করায় আবারও তাঁকে ১.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়া হয় এবং তা দিয়ে তিনি ৩টি পুকুরে মাছের চাষ করেন। অভাবকে জয় করে তাঁর দুই ছেলের জন্য টিনশেডের ২টি ঘর করেছেন। সর্বশেষ ২০২২ সালে ২.০০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে ১টি আইসক্রিমের ফ্যাক্টরি দেন। সকল সদস্য তাঁকে অনুসরণ করে এই প্রকল্প ঋণ নিয়ে ভাগ্যের উন্নয়ন করে চলেছেন। বর্তমানে সমিতিতে শামীমার নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ ৩৬,০০০ টাকা। তাঁদের সংসারে এখন সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। স্বামী ও দুই ছেলেকে নিয়ে দারিদ্র্যকে জয় করে এখন তাঁর সুখের সংসার। মৎস্য চাষের পাশাপাশি অতিরিক্ত আয়ের জন্য হাঁস-মুরগি পালন করেন শামীমা। তাঁরই অনুপ্রেরণায় স্বামী একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে মাঝারি ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে শামীমা নিজে যেমন সচেতন, প্রতিবেশী মহিলাদের তেমনই সচেতন করে তুলেছেন। ইতোমধ্যে প্রতিবেশীদের কাছে তিনি আদর্শ ও অনুকরণীয় হয়ে উঠেছেন। সব মিলিয়ে স্বামী স্ত্রী উভয়ই বিআরডিবি কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ।

শামীমা খাতুনের বরফ তৈরির কারখানা

শামীমা খাতুন তাঁর পুকুরে মাছের খাবার দিচ্ছেন

মোছা. আকিকুন্নাহার বেগম এখন স্বাবলম্বী

রংপুর জেলার সদর উপজেলাধীন চন্দনপাট ইউনিয়নের ডাঙ্গীরপাড় গ্রামে বাস করে মোছা. আকিকুন্নাহার বেগমের পরিবার। তাঁর দুই মেয়ে (একজন প্রতিবন্ধী) ও এক ছেলে। তাঁর সংসারে নিত্যদিনেই অভাব লেগেই থাকতো। দিনমজুর স্বামীর একা উপার্জনের সংসারে কোনোভাবে সচ্ছলতা আসছিল না। কী করবেন, কীভাবে সংসারে উন্নতি করবেন, প্রতিবন্ধী মেয়ের চিকিৎসা এবং ছেলে-মেয়েকে কীভাবে মানুষ করবেন- কিছুই ভাবতে পারছিলেন না আকিকুন্নাহার। এমন সময় ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক)-২য় পর্যায়ের ষাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীর বাছাইয়ের জন্য রংপুর সদর উপজেলার চন্দনপাট ইউনিয়নের ডাঙ্গীরপাড় গ্রামে দেখা মেলে মোছা. আকিকুন্নাহার বেগমের। তাঁর সবকিছু যাছাই-বাছাইয়ের পর তাঁকে প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে চূড়ান্ত তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ৪র্থ ব্যাচের শতরঞ্জি ট্রেডে তাঁকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি নিজ বাড়িতে গিয়ে একটি শতরঞ্জি তাঁত স্থাপন করেন এবং বিভিন্ন প্রকার পাপোশ, কার্পেট, জায়নামাজ, ওয়াল শোপিস ইত্যাদি তৈরি করতে থাকেন। প্রথমে তিনি খুব কম লাভে তাঁর উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করেন। ধীরে ধীরে তাঁর উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা এলাকায় বেড়ে যায়। তাঁর উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা এতটাই বেড়ে যায় যে, তাঁর আরও কয়েকটি শতরঞ্জি তাঁত স্থাপনের প্রয়োজন হয়। তিনি তখন প্রকল্পে ঋণের জন্য আবেদন করেন এবং প্রকল্পের পক্ষে মাত্র ৬% সেবা মূল্যে ঋণ পেয়ে তিনি আরও দুটি তাঁত মেশিন স্থাপন করেন। বর্তমানে তাঁর শতরঞ্জি কারখানার তাঁতের সংখ্যা ৩টি। তিনি এখন নিয়মিত শতরঞ্জি তৈরির অর্ডার গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন রকমের পণ্য তৈরি করে দেন। বর্তমানে তাঁর অধীনে ১০ জন শ্রমিক কাজ করেন। প্রতিমাসে তাঁর উপার্জন আনুমানিক ২৫,০০০ টাকা। বর্তমানে মোছা. আকিকুন্নাহার বেগমের পরিবার একটি স্বাবলম্বী পরিবার। বিআরডিবি'র সার্বিক সহায়তায় আজ তিনি সমাজে একজন সফল নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

মোছা. আকিকুন্নাহার বেগম তাঁর শতরঞ্জি বুননে ব্যস্ত সময় পার করছেন

শিখা রানী চক্রবর্তীর উদ্যোক্তা হওয়ার গল্প

সাতক্ষীরা জেলাধীন কলারোয়া উপজেলার ধানদিয়া গ্রামের বাসিন্দা শিখা রানী চক্রবর্তী। তিনি বিআরডিবি আওতাভুক্ত 'দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায়' এর অধীনে ধানদিয়া পল্লী উন্নয়ন মহিলা সমিতির একজন সদস্য। তিনি নিজস্ব পুঁজি দিয়ে ৪টি চাড়ি নিয়ে ভার্মি কম্পোস্ট সার তৈরি শুরু করেন। ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন খামারটি প্রথমে স্বল্প পরিসরে ছিল। তখন তিনি নিজে ও পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় কঠোর পরিশ্রম করে ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন করতেন এবং ধীরে ধীরে তিনি বিভিন্ন সহযোগিতা নিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে থাকেন। কিন্তু অর্থাভাবে তিনি খুব বেশি বৃহৎ আকারে উৎপাদন করতে পারছিলেন না। ফলে তাঁর উৎপাদন এবং আয় খুব বেশি পরিমাণে হচ্ছিল না। এমন অবস্থায় তাঁর বৃহৎ আকারে ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার পরামর্শে বিআরডিবি'র ইরেসপো-এর আওতায় তার গ্রামের ২০ জন সমমনা আগ্রহী নারী উদ্যোক্তাকে নিয়ে ধানদিয়া পল্লী উন্নয়ন মহিলা সমিতি গঠন করেন। বর্তমানে তিনি সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং তাঁর নিজের সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৫,৭০০ টাকা। ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তিনি বিআরডিবি'র ইরেসপো-২ থেকে উদ্যোক্তা ঋণ বাবদ ১.২৫ লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন, যাতে বর্তমানে ২৫টি চাড়ি ও ৮টি হাউস দিয়ে প্রতিমাসে ৭০-৮০ মণ সার উৎপাদিত হচ্ছে এবং একই সাথে ভার্মি কম্পোস্ট কেঁচো বিক্রি হচ্ছে। যার অধিকাংশ ক্রেতা হলো কৃষক, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা। মাসে ৬০-৭০ হাজার টাকা বিক্রি হচ্ছে এবং সব খরচ বাদ দিয়ে প্রতি মাসে তাঁর ৩০-৩৫ হাজার টাকা আয় হচ্ছে। উৎপাদন ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে তাঁর অধীনে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে ৩-৪ জন নারী শ্রমিক কাজ করেন। ফলে গ্রামে বসেই তিনি তাঁর খামারে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশে নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন এবং একই সাথে সেই নারী শ্রমিকদের সংসারে আর্থিক অসচ্ছলতা লাঘবে ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁকে অনুসরণ করে গ্রামে একদিকে খামার তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে গ্রামবাসীদের অর্থ আয়ের সুযোগ বাড়ছে। তিনি বিআরডিবি'র আওতায় এই সমিতিভিত্তিক সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নত প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা গ্রহণ করে নিজে ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রামের অন্য নারীদের সফল উদ্যোক্তা গড়ার কারিগর হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা এবং জয়িতা। নিজস্ব পুঁজি, চেষ্টা ও পরিশ্রম এবং বিআরডিবি'র সহযোগিতায় তিনি আজ সফল হয়েছেন।

শিখা রানী চক্রবর্তী'র ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদন কার্যক্রম

পল্লী উদ্যোক্তা দিলারা খাতুনের সফলতার কাহিনি

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের পুটিমারী গ্রামের বাসিন্দা মোছা. দিলারা খাতুন। তিন সন্তান, স্বামী ও শাশুড়িকে নিয়ে দিলারার সংসার। স্বামীর তেমন কোনো আয় ছিল না, নিজেরও কোনো আয় ছিল না। পৈতৃকভাবে বসতবাড়িতে ছিল শুধু বেড়া দিয়ে তৈরি ২ রুমের টিনের ঘর। অভাব-অনটনই ছিল তাঁর নিত্যদিনের সঙ্গী। এ পরিস্থিতিতে দিলারা বাবার বাড়ি থেকে অল্প কিছু টাকা নিয়ে একটি পুরাতন সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। এরপর ছোট বাচ্চাদের ফতুয়া ও ফ্রক তৈরি করে সেগুলো গ্রামের লোকজনের কাছে বিক্রি করতেন। কিন্তু প্রশিক্ষণ ও পুঁজি না থাকায় কাঙ্ক্ষিত আয় হতো না। বিআরডিবি'র পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প সম্পর্কে অবগত হয়ে ২০১৫ সালে পুটিমারী মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি গঠন করেন এবং সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিজে এবং গ্রামের অন্য মহিলাদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা। নিজের স্বাবলম্বিতার জন্য তাঁর সমিতির মাধ্যমে মিঠাপুকুর উপজেলাধীন পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পের আওতায় প্রথম অবস্থায় ১০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে কাপড়ের ব্যবস্যা ও সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন এবং তাঁর আয় রোজগার শুরু হতে থাকে। এভাবে প্রাথমিক সমিতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সমিতি থেকে ৪ দফায় মোট ৭০,০০০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে সুদে আসলে পরিশোধ করার পর ৪০,০০০ হাজার টাকা নিজের পুঁজি তৈরি করেন। মোছা. দিলারা খাতুন প্রকল্পের সদস্যভুক্ত হওয়ার আগে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে পাটজাত হস্তশিল্পের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। নিজস্ব পুঁজির বিনিয়োগ করে প্রথমে গ্রামের ৪/৫ জন মহিলা নিয়ে পাটজাত ও বাঁশজাত পণ্য উৎপাদনের কাজ শুরু করেন। এরপর দিলারা খাতুনকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। বর্তমানে তাঁর অধীনে পুটিমারী গ্রাম ও আশপাশের গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের হাতেকলমে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে কাজ করে এবং মাস শেষে তাঁরা ৪,০০০-৫,০০০ টাকা আয় করেন। বর্তমানে দিলারা খাতুনের উৎপাদিত পণ্য অনলাইনে দেশের বিভিন্ন স্থানে অর্ডারের মাধ্যমে বিক্রি হয়। দেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন হস্তশিল্প প্রদর্শনী এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও হস্তশিল্প প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে তাঁর উৎপাদিত পণ্য বিভিন্ন বায়ারের মাধ্যমে (দেশি পণ্য, আদনান জুট, নাইমা কুটির, কারুপল্লী) ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, তুরস্ক ও মালয়েশিয়া, যাচ্ছে। দিলারা খাতুন পুঁজি বাড়ানোর জন্য উক্ত প্রকল্প থেকে দুই দফায় ৩.৭৫ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে তিনি সমুদয় ঋণ পরিশোধ করেছেন। বর্তমানে তাঁর নিজস্ব পুঁজি ১৫.০০ লক্ষ টাকা। স্বামী ও সন্তানেরা তাঁর কাজে সাহায্য করেন। আজ তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা। তাঁকে দেখে গ্রামের প্রায় ৩০টি পরিবার নিজ উদ্যোগে পাট ও বাঁশজাত পণ্য তৈরি করছে। তিনি বলেন, আমার মতো গ্রামের মহিলা-পুরুষগণ পাট ও বাঁশজাত পণ্য বিক্রয় করে পরিবারের ব্যয় বাদ দিয়ে নিজস্ব পুঁজি গঠন করতে সক্ষম হচ্ছেন। তাঁর এই সফলতার জন্য তিনি বিআরডিবি তথা পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁর এই সফলতায় অনুপ্রাণিত হয়ে উক্ত দলের অনেকে বিআরডিবি'র পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প হতে ঋণ নিয়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়ে সফলতা পেয়েছেন।

নিজের উৎপাদিত পণ্যের সামনে দিলারা

পরিশ্রমী এক মুকুল মিয়ার সফলতার কাহিনি

কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার থেতরাই ইউনিয়নের বাসিন্দা মো. মুকুল মিয়া। অভাবী পিতা-মাতার ৯ সন্তানের মধ্যে তিনি বড়। দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তান হওয়ায় পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করতে পেরেছেন। তারপরই তাঁকেই সংসারের হাল ধরতে হয়েছে। অজপাড়াগাঁয়ে বসবাস, তাই অল্প বয়সেই বিয়ে করে সংসার শুরু করেন এবং বিয়ের পরই তাঁর বাবা তাঁকে মাত্র ২০ শতাংশ জমি দিয়ে আলাদা করে দেন। তাঁর সংসারে আসে একে একে তিনটি সন্তান। মুকুল মিয়া অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করে সংসার চালাতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যতই কষ্ট হোক, ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে বড় মানুষ করে গড়ে তুলবেন। এজন্য তিনি বেশি বেশি পরিশ্রম করা শুরু করলেন। তিনি ২০২০ সালে তিস্তার চরে নিজের এবং অন্যের জমি বর্গা নিয়ে বাদাম, পেঁয়াজ, রসুন আবাদ করলেন। পেঁয়াজ, রসুন ঠিকমতো ঘরে তুলতে পারলেও অকস্মাৎ বন্যায় তাঁর বাদাম আর ঘরে তোলা হলো না। ফলে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হলেন এবং ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এরপর এলাকার লোকজনের কাছ থেকে ঋণ করে আবাদ করেন এবং ফসল তুলে ঋণের টাকা পরিশোধ করেন। মৌসুম শেষে ধারের টাকা পরিশোধ করে যা থাকে, তা দিয়ে ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার খরচ চালান। এভাবেই জীবন চলতে থাকা অবস্থায় ২০২১ সালে বিআরডিবি, উলিপুর উপজেলা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অপ্রধান শস্য উৎপাদন প্রকল্পের মাঠ সংগঠক মোছা. জাহানারা খাতুনের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। মাঠ সংগঠকের মাধ্যমে অপ্রধান শস্য প্রকল্পের নিয়ম-কানুন শোনেন। পরে তাঁর উদ্যোগেই ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে ৩০ জন কৃষক-কৃষাণী মিলে দরি কিশোরপুর সরকারপাড়া অপ্রধান শস্য দল গঠন করেন এবং তিনি দলের ম্যানেজার নিযুক্ত হলেন। দল গঠন করার পর নিয়ম অনুযায়ী তাঁরা সঞ্চয় করতে থাকেন। ওই বছরই দলের অন্যান্য সদস্যের সাথে তিনি প্রকল্প থেকে ৪ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণোত্তর অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে প্রকল্প থেকে স্বল্প সুদে (৪%) ১৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকা দিয়ে তিনি ২০ শতাংশ জমিতে মরিচ, ১০ শতাংশ জমিতে আদা ও ১০ শতাংশ জমিতে হলুদ চাষ করেন। প্রথম বছরই মরিচের বাজারমূল্য ভালো থাকায় শুধু মরিচ বিক্রি করে প্রায় ৫০,০০০ টাকা লাভ করেন। অনুরুপভাবে আদা এবং হলুদ থেকেও লাভ হয় প্রায় ৩০,০০০ টাকা। তিনি ২০২২ সালে এই টাকা দিয়ে ৮০ শতাংশ জমি বন্ধক নেন। তিনি ঋণ পরিশোধ করে পরের বছর ২য় দফায় তিনি ২০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই টাকা দিয়ে তিনি আবারও মরিচ, আদা, হলুদ ও বাদাম চাষ করেন। এবারও তিনি ফসল উৎপাদনে সফল হন। এসব ফসল বিক্রি করে তিনি প্রায় ১,৮০,০০০ টাকা লাভবান হন এবং এই টাকা দিয়ে আরও ১০০ শতাংশ জমি বন্ধক নেন। এবার তিনি ৩য় দফায় (২০২৩ সালে) ৩০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে তিনি ৬০ শতাংশ জমিতে ভুট্টা, ৪০ শতাংশ জমিতে মরিচ চাষ, ২০ শতাংশ জমিতে আদা এবং পাশাপাশি কিছু জমিতে সবজিও চাষ করেন।

মুকুল মিয়ার শস্য চাষ কার্যক্রম

পরিশ্রমী মুকুল মিয়া জানান যে, তিনি ৬০ শতাংশ জমি থেকে ভুট্টা পেয়েছেন ৯০ মণ, যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১,৪০,০০০ টাকা। এছাড়া তিনি মরিচ বিক্রয় করেছেন প্রায় ১,৬০,০০০ টাকা এবং আদা বিক্রয় করেছেন প্রায় ৬০,০০০ টাকা। এভাবেই মুকুল মিয়ার পরিবারে এখন সচ্ছলতা ফিরে এসেছে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। অত্র এলাকায় মুকুল মিয়া একজন পরিশ্রমী কৃষক হিসেবে সকলের কাছে জনপ্রিয়। তাঁকে এখন সকলে সম্মান করে এবং ফসল আবাদের জন্য তাঁর কাছে পরামর্শ গ্রহণ করে। তিনি তাঁর সফলতার জন্য বিআরডিবি'র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

হাবিয়া বেগমের সফলতার কাহিনি

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার হোগলবুনিয়া গ্রামের বাসিন্দা হাবিয়া বেগম। দিন আনে দিন খায় এমন এক দরিদ্র ঘরের সন্তান তিনি। দারিদ্র্যের কারণে লেখাপড়াও তেমন করতে পারেননি। কম বয়সেই বিয়ে হয়ে যায় দরিদ্র দিনমজুর আব্দুল গাজীর সাথে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, স্বামীর সংসারে এসেও কোনোমতে দিন-যাপন করতে হয় হাবিয়া বেগমের। শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী, ছেলে ও মেয়েসহ ৬ জনের সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয় হাবিয়া বেগমের। তখন তিনি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য এবং ছেলে-মেয়েকে লালন পালনের জন্য আত্ম কর্মসংস্থানের পথ খুঁজতে থাকেন। একদিন হাবিয়া বেগমের সাথে দেখা হয় বিআরডিবি'র 'দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)'-এর মাঠ সহকারীর সাথে। তিনি হাবিয়া বেগমকে প্রকল্পের নিয়মকানুন সম্পর্কে অবগত করেন। মাঠ কর্মীর সহযোগিতায় 'হোগলবুনিয়া পল্লী উন্নয়ন মহিলা সমিতি'র সদস্য হিসেবে ভর্তি হন হাবিয়া বেগম। এরপর নিয়মিত দলের সভায় যোগদান ও সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। এর কিছুদিন পর হাবিয়া বেগম উক্ত সমিতি প্রথম দফায় ২০১৪ সালে ১৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণের টাকাসহ নিজের জমানো কিছু টাকা দিয়ে তিনি একটি গাভি ক্রয় করেন। নিজের অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে থাকেন। হাবিয়া বেগম গাভির দুধ বিক্রি করে সংসারের কিছু কিছু খরচ মেটানো ও ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেতে থাকেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন একটি গবাদিপশুর খামার তৈরি করার।

নিজের গরুর খামারে কর্মরত হাবিয়া

হাবিয়া বেগম গবাদিপশুর খামার তৈরি করার ক্ষেত্রে বিআরডিবি থেকে ২০১৫ সালে ২০,০০০ টাকা, ২০১৭ সালে ৩৫,০০০ টাকা, ২০১৮ সালে ৪০,০০০ টাকা, ২০১৯ সালে ৫০,০০০ টাকা, ২০২১ সালে ৫৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। সর্বশেষ ২০২৩ সালে উদ্যোক্তা ঋণ ১,৫০,০০০ টাকা গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণের টাকা দিয়ে তাঁর খামারের পরিধি বৃদ্ধি করে। বর্তমানে তাঁর খামারে ৮টি গরু আছে। সমিতিতে তাঁর নিজস্ব সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৩০,৪১৫ টাকা। বর্তমানে বছরে উক্ত খামার থেকে ৬-৭ লক্ষ টাকার গরু বিক্রয় করতে পারবেন এবং এতে ৩-৪ লক্ষ টাকা লাভবান হবেন বলে হাবিয়া বেগম জানান। হাবিয়া বেগম নিয়মিত গৃহীত ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে থাকেন। তিনি মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে বিবাহ দিয়েছেন এবং ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্তমানে মাঠে তিনি ৩ বিঘা জমি ক্রয় করেছেন এবং পাশাপাশি বসতঘরটি পাকা করেছেন। তিনি তাঁর পতিত জমিতে শাক সবজি চাষ করেন এবং বাড়ির উঠানে হাঁস-মুরগি পালন করেন। তিনি ভবিষ্যতে তাঁর গরুর খামারটি আরও সম্প্রসারণ করতে আগ্রহী। বিআরডিবি'র সহযোগিতা তাঁর ভাগ্যের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে মর্মে স্বীকার করেন। তিনি একজন দক্ষ উদ্যোক্তা। গরু পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান যথাযথ বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেছেন। তাঁর এরূপ সাফল্য দেখে সমিতির অন্য সদস্যগণও গরু পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। বর্তমানে তাঁর খামারে ২ জন কর্মী আছে যা অন্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। তাঁর প্রচেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিজের মেধা কাজে লাগিয়ে তিনি এ সফলতা অর্জন করেছেন। এ জন্য বিআরডিবি'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উত্তম কর্মকারের সফলতার কাহিনি

উত্তম কর্মকার জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় উত্তর দরিয়াবাদ (কাঁসারি পাড়া) গ্রামের বাসিন্দা। পৈতৃক পেশা হিসেবে তিনি পিতার সাথে কাঁসা শ্রমিকের কাজ করতেন। তাতে যা আয় হতো, তা দিয়ে অতিকষ্টে দিনাতিপাত করতে হতো। একসময় বিআরডিবি'র উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসারের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। উত্তম বিআরডিবি সম্পর্কে অবগত হন এবং সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)-এর আওতায় উত্তর দরিয়াবাদ কাঁসারি পাড়া বিত্তহীন পুরুষ দলে ২০১৩ সালে সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। বিআরডিবি'তে সদস্য হওয়ার পূর্বে তাঁর ছিল যৌথ পরিবার। প্রথমে তিনি সদাবিক হতে প্রথমে ১০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে নিয়মিত পরিশোধ করে পুনরায় ২০১৪ সালে ১৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে তা পরিশোধ করেন। সর্বশেষ তিনি ২০২১ সালে ১.০০ লক্ষ টাকা কোভিড-১৯ পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেন। এ টাকা দিয়ে কাঁসাশিল্পের বিভিন্ন থালাবাসন ও তৈজসপত্র এবং উপহারসামগ্রী তৈরি করেন এবং এককভাবে কাঁসাপণ্য শিল্প ব্যবসা শুরু করেন এবং নিজেকে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে সকলের মাঝে পরিচিতি হন। উত্তম কর্মকারকে কাজের উৎসাহ প্রদানের জন্য বিআরডিবি ইসলামপুর কার্যালয় থেকে বিভিন্ন সময়ে খোঁজখবর ও তদারকী করা হতো। উত্তম কর্মকারের নিজ হাতে তৈরি থালাবাসন ও বিভিন্ন উপহারসামগ্রী জিনিসপত্র দেখে স্থানীয় ক্রেতারা খুবই মুগ্ধ এবং প্রশংসা করেন। বর্তমানে তার কারখানায় ৫ জন কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। ব্যবসার আয় থেকে কর্মচারীদের নিয়মিত মজুরি পরিশোধ করছেন। এতে তিনি পূর্বে যে পরিমাণ আয় করতেন, বিআরডিবি থেকে ঋণ নেওয়ার পর তাঁর মাধ্যমে অধিক পরিমাণ লাভবান হচ্ছেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড যেমন বাল্যবিবাহ, ইভ টিজিং ও মাদকবিরোধী কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতায় বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। উত্তম কর্মকারের অভাব-অনটনের সংসারে বর্তমানে আর নেই। এ পেশায় আর্থিক লাভবানের পাশাপাশি তাঁর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিআরডিবির সহযোগিতায় এবং নিজের চেষ্টায় তিনি এ সফলতা অর্জন করেছেন। তাঁর উন্নতির জন্য বিআরডিবির প্রতি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

উত্তম কুমারের কাঁসা পণ্য তৈরির কার্যক্রম

মোহা. আব্দুস সবুরের সাফল্যের কাহিনী

নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলার এক নিভৃত গ্রাম কালিকাপুরের বাসিন্দা মোহা. আব্দুস সবুর। ছোটবেলা থেকেই তাঁর ইচ্ছা ছিল লেখাপড়া করে ভালো একটি চাকরি করা। কিন্তু ২০০০ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রি সম্পন্ন করেও কোনো চাকরি পাননি। বেকারত্ব জীবন নিয়ে সংসার চালানো তাঁর জন্য ছিল খুব কষ্টকর। সংসারের ভরণপোষণ নিয়ে মোহা. আব্দুস সবুর সব সময় চিন্তিত থাকতেন। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য সব সময় চিন্তা করেন। এমন সময় বিআরডিবি'র পল্লী প্রগতি প্রকল্পের গ্রাম সংগঠক মো. ইয়াকুব আলী তাঁকে উন্নয়ন ও বেকারত্ব জীবন থেকে বের হওয়ার পথ দেখান। ইয়াকুব আলীর পরামর্শ মোতাবেক তিনি কালিকাপুর পুরুষ দলে সদস্যপদ গ্রহণ করেন। দলে সদস্যপদ গ্রহণের পর তিনি নিয়মিত সঞ্চয় জমা করতে শুরু করতে থাকেন। দলে আব্দুস সবুরের কার্যক্রম সন্তোষজনক হওয়ায় প্রথম দফায় ৫০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে সদ্য হওয়া তিনটি বাচ্চাসহ দুটি ছাগল কেনেন। এক বছরে মাথায় তাঁর ছাগলের সংখ্যা হয় ৮টি। এভাবেই ধীরে ধীরে তাঁর ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরপর সঞ্চয় বৃদ্ধির সাথে সাথে তিনি বিআরডিবি, বাগাতিপাড়া অফিস থেকে ১৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে একটি সংকর জাতের বকনা বাছুর কেনেন। প্রায় দুই বছর লালন-পালন করার পর বকনাটি একটি সংকর জাতের বকনা বাছুর জন্ম দেয়। এর দেড় বছর পর গাভিটি আরেকটি বাছুরের জন্ম দেয়। এভাবে ধীরে ধীরে তাঁর খামারে গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে তাঁর খামারে ৫টি গাভি ৩টি ষাঁড়, ৩টি বকনা, ২টি বাছুরসহ মোট ১০টি সংকর জাতের গরু রয়েছে। এছাড়া নিজস্ব জমিতে আবাদি নেপিয়ার ঘাস উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছেন এই ক্ষুদে খামারি। বর্তমানে তিনি ৩ বিঘা জমিতে নেপিয়ার জাতের ঘাস আবাদ করেছেন। এছাড়া ২টি গাভি থেকে দৈনিক ৪০ লিটার দুধ পেয়ে থাকেন, যা দিয়ে নিজের চাহিদা পূরণ করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে থাকেন। খামারে গরুগুলো দেখাশোনার জন্য ২ জন শ্রমিক নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর সফলতা দেখে অনেক বেকার যুবক খামার করতে উৎসাহী হচ্ছেন। তাঁকে অনুসরণ করে এলাকায় অনেক ছোট-ছোট খামার গড়ে উঠেছে। খামারের পাশাপাশি ২ বিঘা জমিতে আমের বাগান করেছেন। এখন পর্যন্ত তিনি বিআরডিবি, বাগাতিপাড়া অফিস থেকে পর্যায়ক্রমে ২,৪৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৯,৩০০ টাকা। এই খামার থেকে তাঁর মাসিক ২২,০০০/- টাকার মতো আয় হয়। জীবনের এই সফলতার জন্য তিনি বিআরডিবির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মো. আব্দুস সবুরের গরুর খামার

মো. আব্দুস সবুরের আমের বাগান

আনিছুর রহমানের দারিদ্র্য জয়ের কাহিনি

বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলার বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত সোতাল কাটাখালী মিতালী কৃষক সমবায় সমিতির সদস্য জনাব আনিছুর রহমান। প্রচেষ্টার মাধ্যমে দারিদ্র্যকে যে পরাজিত করা সম্ভব, আনিছুর রহমান তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন একজন হতদরিদ্র মাছচাষি। ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর ছিল এক কষ্টের সংসার। অন্যের মাছের খামারে দিনমজুরের কাজ করে তিনি সংসার চালাতেন। অভাব-অনটন ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। খেয়ে না খেয়ে তাঁর পরিবারের দিন কাটতো। এমনি সময় তিনি জানতে পারেন, তাঁর গ্রামে বিআরডিবি'র 'সোতাল কাটাখালী মিতালী' নামে একটি কৃষক সমবায় সমিতি রয়েছে। একদিন তিনি বিআরডিবি'র পরিদর্শকের সঙ্গে পরিচয় হলেন এবং নিজের কষ্টের কথা তাঁকে জানালেন। পরিদর্শক তাঁকে সোতাল কাটাখালী মিতালী কৃষক সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ার পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ মোতাবেক তিনি কৃষক সমবায় সমিতিতে সদস্য হিসেবে ভর্তি হয়ন। তিনি সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় ও শেয়ার জমা করতে থাকেন। ২০০২ সালে তিনি সোতাল কাটাখালী মিতালী কৃষক সমবায় সমিতি থেকে ১০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং নিজের একটা পালন করা গাভি ২০,০০০ টাকা বিক্রি করে ২ বিঘা জমিতে বাগদা চিংড়ি চাষ শুরু করেন। এক বছর পর ঘেরের চিংড়ি বিক্রি করে তিনি ৬০,০০০ টাকা লাভ করেন। এভাবে তিনি প্রতি বছর তাঁর নিজের লাভের টাকা ও বিআরডিবি থেকে ঋণ নিয়ে তিনি তাঁর চিংড়ি ঘেরের পরিধি বৃদ্ধি করতে থাকেন। তিনি এ পর্যন্ত ২১ বার বিআরডিবি থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বিআরডিবি থেকে ৮০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে তিনি ২০ বিঘা জমিতে চিংড়ি ঘের থেকে কয়েক লাখ টাকা আয় করে থাকেন। তিনি এখন তার ছেলে, মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছেন। প্রচেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিআরডিবি'র সহযোগিতার জন্য তিনি এ সফলতা অর্জন করেছেন। তিনি এখন সমিতির অন্য সদস্যদের জন্য অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয় উদাহরণ হয়ে উঠেছেন। তাঁর এ উন্নতির জন্য বিআরডিবি'র প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় কৃষক সমবায় সমিতির সদস্য আনিছুর রহমানের চিংড়ি ঘের

চাকরি হারিয়ে সফল উদ্যোক্তা প্রুনুমং মারমা

বান্দরবান জেলার সদর উপজেলার কুহালং ইউনিয়নের একজন সফল কৃষি উদ্যোক্তা প্রুনুমং মারমা। ছোটবেলা থেকেই দেখতে থাকেন কৃষি উদ্যোক্তার হওয়ার স্বপ্ন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করার অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি ইউএনডিপি'র অর্থায়নে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি প্রকল্পে চাকরি পেয়ে যান। চার-পাঁচ বছর চাকরির কর্মব্যস্ততায় প্রায় ভুলে যেতে থাকেন কৃষি উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস অতিমারির প্রভাবে ইউএনডিপি'র কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ায় চাকুরি চলে গেলে তিনি পুরোপুরিভাবে বেকার হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর বান্দরবান সদর ইউসিসিএলি. এর পরিদর্শক জনাব মো. মাসুদ রানা'র সাথে পরিচয় হয়। মাসুদ রানার কাছ থেকে জানতে পারেন, বিআরডিবি কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস অতিমহামারির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সমবায়ী ও সদস্য বহির্ভূত এলাকাবাসীদের গ্রামীণ পর্যায়ে ব্যক্তি উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য কাজ করছে। মাসুদ রানার পরামর্শ মোতাবেক প্রুনুমং মারমা বিআরডিবি অফিসে এসে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ শেষে প্রুনুমং মারমা পল্লী উদ্যোক্তা হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এরপর পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ আবেদন ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যপারে বিভিন্ন তথ্যউপাত্ত নিয়ে পল্লী উদ্যোক্তা হিসেবে ফলদ বাগান কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিকভাবে ২.০০ লক্ষ টাকা ঋণের জন্য আবেদনপত্র ও বিজনেস প্ল্যান দাখিল করেন। কাগজপত্র যাচাই-বাছাইঅন্তে প্রুনুমং মারমা'র নামে ১.৫০ লক্ষ টাকা ঋণের বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ১৬/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখে সে ঋণ গ্রহণ করে তিনি পারিবারিক চাষযোগ্য জমিতে স্থল পরিসরে পেয়ারা, কুল ও দার্জিলিং কমলার চারা লাগান। এ বাগান থেকে কিছুটা লাভবান হওয়ায় নিজস্ব জমানো পুঁজিও সেখানে বিনিয়োগ করেন। এরপর ০৫/০৫/২০২৩ খ্রি. তারিখে বিআরডিবি'র আওতাধীন ২ নং ক্যামলং কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্য পদ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে পল্লী উদ্যোক্তা হিসেবে ২য় দফায় ১.৮৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে তা দিয়ে সাতক্ষীরা জেলা থেকে ড্রাগন ফলের চারা সংগ্রহ করে প্রায় ১ একর জায়গার উপর আধুনিক পদ্ধতিতে ড্রাগন ফলের বাগান সৃষ্টি করেন। বর্তমানে তাঁর প্রায় ১ একর জায়গার উপর ড্রাগন বাগান, ২ একর জায়গার উপর ভরত সুন্দরী কুল, ১.৫ একর জায়গার উপর থাই পেয়ারা এবং ১ একর জায়গার উপর মাল্টা ও দার্জিলিং কমলার বাগান রয়েছে। তাঁর বাগানে ৫ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। তাঁর বাগান থেকে চলতি মৌসুমে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার ফল বিক্রির আশা করছেন এবং নিজস্ব পতিত জমিতে আগামীতে ৪/৫টি অস্ট্রেলিয়ান গাভি নিয়ে দুগ্ধ খামার স্থাপনের পরিকল্পনা করছেন। বর্তমানে বিআরডিবি'তে নিজস্ব জমা ৩৫,৫০০ টাকা। প্রুনুমং মারমা'র এ রকম সফল উদ্যোগ দেখে এলাকার অনেক বেকার যুবক উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন এবং তাঁদের গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ১০/১৫টি করে ফলের গাছ রোপণ করেছে। তিনি চাকরি থেকে যে পরিমাণ আয় করতেন, বর্তমানে তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি আয় করেন। বিআরডিবি'র সহযোগিতা ও নিজের চেষ্টা ও কর্ম দিয়ে তিনি এ সফলতা অর্জন করেছেন।

প্রুনুমং মারমার ড্রাগন বাগান

একাদশ অধ্যায়

বিআরডিবি'র গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল

১১.১ সদর দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল

ক্রম	পদবি	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন (দাপ্তরিক)	ই-মেইল
মহাপরিচালকের দপ্তর					
১	মহাপরিচালক	৪১০১০৩২০	১০১	০১৯৯১১৩২০০০	dg@brdb.gov.bd/ dgbrdb@gmail.com
২	মহাপরিচালকের একান্ত সচিব	৫৫০১১৬৯৬	১০২	০১৯৯১১৩২১০০	psdg@brdb.gov.bd
৩	উপপরিচালক (জনসংযোগ)	৫৫০১১৭৩৪	১০৩	০১৯৯১১৩২০৪০	ddprc@brdb.gov.bd
৪	সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ)	৫৫০১১৬৪৩	১৪৫	০১৯৯১১৩২০৪৮	adprc@brdb.gov.bd
প্রশাসন বিভাগ					
৫	পরিচালক (প্রশাসন)	৫৫০১১৬৯৭	১০৪	০১৯৯১১৩২০০১	dradmn@brdb.gov.bd
৬	যুগ্মপরিচালক (প্রশাসন)	৪১০১০৩২৪	১১৩	০১৯৯১১৩২০০৭	jdadmn@brdb.gov.bd
৭	উপপরিচালক (প্রশাসন)	৪১০১০৩২৮	১১৪	০১৯৯১১৩২০১৭	ddadmn1@brdb.gov.bd
৮	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)	৫৫০১১৬৪৪	১০৮	০১৯৯১১৩২০৫১	adper1@brdb.gov.bd
৯	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)	৫৫০১১৬৪৫	১২১	০১৯৯১১৩২০৫২	adper2@brdb.gov.bd
১০	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-৩)	৫৫০১১৬৪৬	১২০	০১৯৯১১৩২০৫৩	adper3@brdb.gov.bd
১১	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-৪)	৫৫০১১৬৪৭	১৭৫	০১৯৯১১৩২০৫৪	adper4@brdb.gov.bd
১২	সহকারী পরিচালক (শৃঙ্খলা)	৫৫০১১৬৪৯	১৫৩	০১৯৯১১৩২০৫৫	addiscipline@brdb.gov.bd
১৩	সহকারী পরিচালক (পেনশন প্রশাসন)	৫৫০১২৩১১	১১৬	০১৯৯১১৩২০৫৬	adpension@brdb.gov.bd
১৪	সহকারী পরিচালক (আইনকোষ-১)	৫৫০১২৩১২	২১২	০১৯৯১১৩২০৫৫	addiscipline@brdb.gov.bd
১৫	সহকারী পরিচালক (আইনকোষ-২)	৫৫০১২৩১৩	-	০১৯৯১১৩২০৫২	addiscipline@brdb.gov.bd
১৬	উপপরিচালক (প্রশাসন-২)	৫৫০১১৭৩৬	১০৭	০১৯৯১১৩২০১৮	ddadmn2@brdb.gov.bd
১৭	সহকারী পরিচালক (সাধারণ পরিচর্যা)	৫৫০১১৬৪১	১০৬	০১৯৯১১৩২০৫০	adcomserv@brdb.gov.bd
১৮	সহকারী পরিচালক (যানবাহন)	৫৫০১১৬৪২	১১১	০১৯৯১১৩২০৫৭	adtransport@brdb.gov.bd
অর্থ বিভাগ ও হিসাব বিভাগ					
১৯	পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৫৫০১১৬৯৮	১২৪	০১৯৯১১৩২০০২	drfinance@brdb.gov.bd
২০	যুগ্মপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৪১০১০৩২৫	১২৫	০১৯৯১১৩২০০৮	jdfinance@brdb.gov.bd
২১	যুগ্মপরিচালক (নিরীক্ষা)	৪১০১০৩২৭	১৫২	০১৯৯১১৩২০০৯	jdaudit@brdb.gov.bd
২২	উপপরিচালক (হিসাব)	৪১০১০৩৩০	১২৭	০১৯৯১১৩২০১৯	ddaccts@brdb.gov.bd
২৩	উপপরিচালক (অর্থ ও বাজেট)	৫৫০১১৭৩৭	১২৮	০১৯৯১১৩২০২০	ddbudget@brdb.gov.bd
২৪	উপপরিচালক (নিরীক্ষা)	৪১০১০৩৩১	১৫৯	০১৯৯১১৩২০২১	ddaudit@brdb.gov.bd
২৫	সহকারী পরিচালক (হিসাব-১)	৫৫০১১৬৫৪	১৩২	০১৯৯১১৩২০৫৮	adaccts1@brdb.gov.bd
২৬	সহকারী পরিচালক (হিসাব-২)	৫৫০১১৬৫৫	১৯৫	০১৯৯১১৩২০৫৯	adaccts2@brdb.gov.bd
২৭	সহকারী পরিচালক (হিসাব-পেনশন)	৫৫০১১৬৫৩	১৩৪	০১৭০৩৯৯৩৪১২	adacctspen1@brdb.gov.bd
২৮	সহকারী পরিচালক (বাজেট)	৫৫০১১৬৫২	১৬৯	০১৯৯১১৩২০৬২	adbudget1@brdb.gov.bd
২৯	সহকারী পরিচালক (নিরীক্ষা-১)	৫৫০১১৬৫৬	১৯৩	০১৯৯১১৩২০৬০	adaudit1@brdb.gov.bd

ক্রম	পদবি	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন (দাপ্তরিক)	ই-মেইল
৩০	সহকারী পরিচালক (নিরীক্ষা-২)	৫৫০১১৬৮৪	১৬৩	০১৯৯১১৩২০৬১	adaudit2@brdb.gov.bd
			পরিকল্পনা বিভাগ		
৩১	পরিচালক (পরিকল্পনা)	৫৫০১১৬৯৯	১৩৭	০১৯৯১১৩২০০৪	drplan@brdb.gov.bd.
৩২	যুগ্মপরিচালক (আরইএম)	৪১০১০৩২৬	১৩৫	০১৯৯১১৩২০১৩	jdrem@brdb.gov.bd
৩৩	যুগ্মপরিচালক (নির্মাণ)	৫৫০১১৭২৯	১৩৯	০১৯৯১১৩২০১২	jdconst@brdb.gov.bd
৩৪	উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	৪১০১০৩২৯	১২৯	০১৯৯১১৩২০৩৪	ddplan@brdb.gov.bd
৩৫	উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)	৪১০১০৩৩৭	১৩৬	০১৯৯১১৩২০৩৩	ddevalu@brdb.gov.bd
৩৬	উপপরিচালক (পরিবীক্ষণ)	৫৫০১১৭৩৫	১৪১	০১৯৯১১৩২০৩২	ddmonitor@brdb.gov.bd
৩৭	উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং)	৪১০১০৩৩৪	১৪৩	০১৯৯১১৩২০৩১	ddprog@brdb.gov.bd
৩৮	সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)	৫৫০১১৬৮০	১৬১	০১৯৯১১৩২০৮৭	adplan1@brdb.gov.bd
৩৯	সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-২)	৫৫০১১৬৭৯	১৯৭	০১৯৯১১৩২০৮৮	adplan2@brdb.gov.bd
৪০	সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন-১)	৫৫০১১৬৮১	১১৮	০১৯৯১১৩২০৯১	adevalu@brdb.gov.bd
৪১	সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন-২)	৫৫০১১৬৮২	-	০১৯৯১১৩২০৯২	adevalu2@brdb.gov.bd
৪২	লাইব্রেরিয়ান	৫৫০১১৬৭৫	১৮৫	০১৯৯১১৩২০৯৪	librarian@brdb.gov.bd
৪৩	সহকারী পরিচালক (মনিটরিং-১)	৫৫০১১৬৭৮	১৯৯	০১৯৯১১৩২০৮৫	admonitor1@brdb.gov.bd
৪৪	সহকারী পরিচালক (মনিটরিং-২)	৫৫০১১৬৭৭	১৮৭	০১৯৯১১৩২০৮৬	admonitor2@brdb.gov.bd
৪৫	সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রামিং)	৫৫০১১৬৫০	২১৫	০১৯৯১১৩২০৯৫	adprog@brdb.gov.bd
৪৬	সহকারী মেইনটিনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	৫৫০১১৬৭৬	২১৪	-	ame@brdb.gov.bd
৪৭	সহকারী পরিচালক (নির্মাণ-১)	৫৫০১১৬৮৩	-	০১৯৯১১৩২০৯৬	adconst@brdb.gov.bd
৪৮	সহকারী পরিচালক (নির্মাণ-২)	৫৫০১১৬৭৪	১৮৬	০১৯৯১১৩২০৯৭	adconst2@brdb.gov.bd
			সরেজমিন বিভাগ		
৪৯	পরিচালক (সরেজমিন)	৪১০১০৩২২	১৫৭	০১৯৯১১৩২০০৩	drfs@brdb.gov.bd.
৫০	যুগ্মপরিচালক (সিসিএম)	৫৫০১১৭৩১	১৬৫	০১৯৯১১৩২০১১	jdccm@brdb.gov.bd
৫১	যুগ্মপরিচালক (সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প)	৫৫০১১৭৩০	১১৭	০১৯৯১১৩২০১০	jdesp@brdb.gov.bd
৫২	উপপরিচালক (ঋণ)	৪১০১০৩৪০	১১৫	০১৯৯১১৩২০২৯	ddcredit@brdb.gov.bd
৫৩	উপপরিচালক (সমবায়)	৪১০১০৩৩৫	১৬৮	০১৯৯১১৩২০২৩	ddcoop@brdb.gov.bd
৫৪	উপপরিচালক (মার্কেটিং)	৪১০১০৩৩৮	১৩০	০১৯৯১১৩২০৩০	ddmarketing@brdb.gov.bd
৫৫	উপপরিচালক (সেচ)	৪১০১০৩৩৯	১৬০	০১৯৯১১৩২০২৮	ddirrigation@brdb.gov.bd
৫৬	উপপরিচালক (সম্প্রসারণ)	৫৫০১১৭৫১	১৬৬	০১৯৯১১৩২০২৪	ddextension@brdb.gov.bd
৫৭	উপপরিচালক (বিশেষ প্রকল্প)	৫৫০১১৭৫০	১৩১	০১৯৯১১৩২০২৫	ddspproject@brdb.gov.bd
৫৮	উপপরিচালক (পরিদর্শন)	৪১০১০৩৩২	১৫৮	০১৯৯১১৩২০২২	ddinspect@brdb.gov.bd
৫৯	সহকারী পরিচালক (সমবায়-১)	৫৫০১১৬৬৭	২০৬	০১৯৯১১৩২০৬৮	adcoop@brdb.gov.bd
৬০	সহকারী পরিচালক (সমবায়-২)	৫৫০১১৬৬৬	১৭৯	০১৯৯১১৩২০৬৯	adcoop2@brdb.gov.bd
৬১	সহকারী পরিচালক (ঋণ-১)	৫৫০১১৬৬৮	১৮৩	০১৯৯১১৩২০৭০	adcredit1@brdb.gov.bd
৬২	সহকারী পরিচালক (ঋণ-২)	৫৫০১১৬৬৯	১৯৮	০১৯৯১১৩২০৭১	adcredit2@brdb.gov.bd

ক্রম	পদবি	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন (দাপ্তরিক)	ই-মেইল
৬৩	সহকারী পরিচালক (মার্কেটিং)	৫৫০১১৬৬৫	১৮২	০১৯৯১১৩২০৬৬	admarketing@brdb.gov.bd
৬৪	সহকারী পরিচালক (সেচ)	৫৫০১১৬৭০	১৫৫	০১৯৯১১৩২০৭৩	adirrigation1@brdb.gov.bd
৬৫	সহকারী পরিচালক (এলএলপি)	৫৫০১১৬৭১	-	০১৯৯১১৩২০৭২	adllp@brdb.gov.bd
৬৬	সহকারী পরিচালক (সম্প্রসারণ-১)	৫৫০১১৬৬৩	১৮১	০১৯৯১১৩২০৮২	adextension1@brdb.gov.bd
৬৭	সহকারী পরিচালক (সম্প্রসারণ-২)	৫৫০১১৬৬৪	২০৯	০১৯৯১১৩২০৭৬	adextension2@brdb.gov.bd
৬৮	সহকারী পরিচালক (বিশেষ প্রকল্প-১)	৫৫০১১৬৭২	১৯৪	০১৯৯১১৩২০৭৪	adspproject1@brdb.gov.bd
৬৯	সহকারী পরিচালক (বিশেষ প্রকল্প-২)	৫৫০১১৬৭৩	২০৮	০১৯৯১১৩২০৭৫	adspproject2@brdb.gov.bd
৭০	সহকারী পরিচালক (পরিদর্শন-১)	৫৫০১১৬৫৭	১৬৪	০১৯৯১১৩২০৬৪	adinspect1@brdb.gov.bd
৭১	সহকারী পরিচালক (পরিদর্শন-২)	৫৫০১১৬৫৮	১১০	০১৯৯১১৩২০৬৫	adinspct2@brdb.gov.bd
	প্রশিক্ষণ বিভাগ				
৭২	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৪১০১০৩২৩	১৪৯	০১৯৯১১৩২০০৫	drtraining@brdb.gov.bd
৭৩	উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৪১০১০৩৩৬	১৫০	০১৯৯১১৩২০৩৫	ddtraining@brdb.gov.bd
৭৪	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ-১)	৫৫০১১৬৬১	১৮৪	০১৯৯১১৩২০৯৮	adtraining@brdb.gov.bd
৭৫	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ-২)	৫৫০১১৬৬০	২০৭	০১৯৯১১৩২০৯৯	adtraining2@brdb.gov.bd
৭৬	আর্টিস্ট	৫৫০১১৬৬২	-	-	artist@brdb.gov.bd
	মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ				
৭৭	যুগ্মপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন)	৫৫০১১৭৩২	১৪২	০১৯৯১১৩২০১৪	jdwdev@brdb.gov.bd
৭৮	উপপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন-১)	৫৫০১১৭৩৮	১৩৮	০১৯৯১১৩২০২৬	ddwdevelop1@brdb.gov.bd
৭৯	উপপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন-২)	৫৫০১১৭৫২	১৪০	০১৯৯১১৩২০২৭	ddwdevelop2@brdb.gov.bd
৮০	সহকারী পরিচলক (মহিলা উন্নয়ন-১)	৫৫০১১৬৫৯	১৪৭	০১৯৯১১৩২০৭৭	adwdevelop1@brdb.gov.bd
৮১	সহকারী পরিচলক (মহিলা উন্নয়ন-২)	৫৫০১১৬৫১	১৭৮	০১৯৯১১৩২০৭৮	adwdevelop2@brdb.gov.bd
৮২	সহকারী পরিচলক (মহিলা উন্নয়ন-৩)	-	১৪৬	০১৯৯১১৩২০৭৯	adwdevelop3@brdb.gov.bd

১১.২ প্রকল্প/কর্মসূচি দপ্তরসমূহের টেলিফোন নম্বর

ক্রম	পদবি	টেলিফোন	পিএবিএক্স	ইমেইল
১	প্রকল্প পরিচালক (পল্লী প্রগতি কর্মসূচি)	৫৫০১১৭৪৬	১২৬	pdpallipragati@gmail.com
২	প্রকল্প পরিচালক (পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-পজীপ)	৪১০১০৩৪৯	১১২	pdrlp2brdb@gmail.com
৩	উপ প্রকল্প পরিচালক (পজীপ, প্রশাসন)	৪১০১০৩৪৮	১২২	-
৪	উপ প্রকল্প পরিচালক (পজীপ, অর্থ ও হিসাব)	৪১০১০৩৪৮	১২৩	-
৫	কর্মসূচি পরিচালক (পদাবিক)	৫৫০১১৭৪৮	১০৫	padabik@gmail.com
৬	উপপরিচালক (পদাবিক)	-	১০৯	-
৭	প্রকল্প পরিচালক (পিআরডিপি-৩)	৫৫০১১৭৪১	১৫১	prdp3brdb@gmail.com
৮	উপপরিচালক (পিআরডিপি-৩)	৫৫০১১৭৪০	১৬৭	prdp3brdb@gmail.com
৯	প্রকল্প পরিচালক (উদকনিক, রংপুর)	৫৫০১৩২৬৪	-	pduhdkonik@gmail.com

ক্রম	পদবি	টেলিফোন	পিএবিএক্স	ইমেইল
১০	উপ প্রকল্প পরিচালক (উদকনিক)	৮১৮০০৪৭	১৯২	-
১১	নির্বাহী পরিচালক (পিইপি, ফরিদপুর)	৪৭৪৪০৪৫৯৮	-	pepfrd@gmail.com
১২	প্রকল্প পরিচালক (ইরেসপো)	৪১০১০৩৪১	১৮৮	iresppwad@gmail.com
১৩	উপ প্রকল্প পরিচালক (অর্থ ও উন্নয়ন) ইরেসপো	৪১০১০৩৪২	১৯১	-
১৪	উপ প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) ইরেসপো	৪১০১০৩৪৩	-	-
১৫	প্রকল্প পরিচালক (অপ্রধান শস্য প্রকল্প)	৫৫০১১৭৪৯	-	pdmcpmp@gmail.com
১৬	উপপ্রকল্প পরিচালক (অপ্রধান শস্য প্রকল্প)	৫৫০১২০৩৪	-	pdmcpmp@gmail.com
১৭	উপপ্রকল্প পরিচালক (সিভিডিপি	৫৫০১১৭৪২	-	cvdp3brdb@gmail.com
অন্যান্য				
১৮	কারুপল্লী	৪১০১০৩৩৩	-	karupallibrdb@yahoo.com

১১.৩ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের টেলিফোন নম্বর

ক্রম	পদবি	টেলিফোন	মোবাইল ফোন (দাপ্তরিক)	ইমেইল
১	পরিচালক, বিআরডিটিআই	০২৯৯৬৬৪২৭৭২	০১৯৯১১৩২০০৬	drbrdti@brdb.gov.bd
২	যুগ্মপরিচালক, বিআরডিটিআই	০২৯৯৬৬৪২৭৫৬	-	-
৩	এনআরডিটিসি, নোয়াখালী	০২৩৩৪৪৯১০৫৬	-	ddnrdtc@gmail.com
৪	মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাঙ্গাইল	০২৯৯৭৭৫৩৫৮৮	০১৯৯১১৩৩৭২১	lmtctangail@yahoo.com

১১.৪ জেলার উপপরিচালকবৃন্দের টেলিফোন নম্বর

ক্রঃ নং	জেলার নাম	দাপ্তরিক ফোন	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
১	পঞ্চগড়	০২৫৮৯৯৪২০৪২	০১৯৯১১৩২১০১	ddpanchagar@brdb.gov.bd
২	ঠাকুরগাঁও	০২৫৮৭৭৩৩৭৯৮	০১৯৯১১৩২১০২	ddthakurgaon@brdb.gov.bd
৩	দিনাজপুর	০২৫৮৯৯২৩২৭৪	০১৯৯১১৩২১০৩	dddinajpur@brdb.gov.bd
৪	নীলফামারী	০২৫৮৯৯৫৫৫৯০	০১৯৯১১৩২১০৪	ddnilphamari@brdb.gov.bd
৫	লালমনিরহাট	০২৫৮৯৯৮৬৭৩৭	০১৯৯১১৩২১০৫	ddlalmonirhat@brdb.gov.bd
৬	কুড়িগ্রাম	০২৫৮৯৯৫০১৬১	০১৯৯১১৩২১০৭	ddkurigram@brdb.gov.bd
৭	রংপুর	০২৫৮৯৯৬৫৪০২	০১৯৯১১৩২১০৬	ddrangpur@brdb.gov.bd
৮	গাইবান্ধা	০২৫৮৮৮৭৭৫৫৮	০১৯৯১১৩২১০৮	ddgaibanda@brdb.gov.bd
৯	জয়পুরহাট	০২৫৮৯৯১৫৮০০	০১৯৯১১৩২১০৯	ddjoypurhat@brdb.gov.bd
১০	বগুড়া	০২৫৮৯৯০৫১২১	০১৯৯১১৩২১১০	ddbogra@brdb.gov.bd
১১	সিরাজগঞ্জ	০২৫৮৮৮৩০৬৪৯	০১৯৯১১৩২১১৫	ddsirajgonj@brdb.gov.bd
১২	পাবনা	০২৫৮৮৮০৫১৩৮	০১৯৯১১৩২১১৬	ddpabna@brdb.gov.bd
১৩	নাটোর	০২৫৮৮৮৭২৬১৯	০১৯৯১১৩২১১২	ddnator@brdb.gov.bd

ক্রঃ নং	জেলার নাম	দাপ্তরিক ফোন	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
১৪	নওগাঁ	০২৫৮৮৮৮১৭০০	০১৯৯১১৩২১১১	ddnaogaon@brdb.gov.bd
১৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০২৫৮৮৮৯২৬৯৪	০১৯৯১১৩২১১৩	ddcngonj@brdb.gov.bd
১৬	রাজশাহী	০২৫৮৮৮৫১১৩০	০১৯৯১১৩২১১৪	ddrajshahi@brdb.gov.bd
১৭	কুষ্টিয়া	০২৪৭৭৭৮২৪৮৭	০১৯৯১১৩২১১৭	ddkushtia@brdb.gov.bd
১৮	মেহেরপুর	০২৪৭৭৭৯২৬৬৮	০১৯৯১১৩২১১৮	ddmeherpur@brdb.gov.bd
১৯	চুয়াডাঙ্গা	০২৪৭৭৭৮৭৫৬২	০১৯৯১১৩২১১৯	ddchuadanga@brdb.gov.bd
২০	ঝিনাইদহ	০২৪৭৭৭৪৭১৪৭	০১৯৯১১৩২১২০	ddjhenaidha@brdb.gov.bd
২১	মাগুরা	০২৪৭৭৭১০৭১২	০১৯৯১১৩২১২১	ddmagura@brdb.gov.bd
২২	যশোর	০২৪৭৭৭৬২৫৩৪	০১৯৯১১৩২১২৩	ddjessore@brdb.gov.bd
২৩	নড়াইল	০২৪৭৭৭৩০৯৮	০১৯৯১১৩২১২২	ddnarail@brdb.gov.bd
২৪	সাতক্ষীরা	০২৪৭৭৭৪১১৩৭	০১৯৯১১৩২১২৪	ddsatkhira@brdb.gov.bd
২৫	খুলনা	০২৪৭৭৭০০১৬৯	০১৯৯১১৩২১২৫	ddkhulna@brdb.gov.bd
২৬	বাগেরহাট	০২৪৭৭৭৫২৫১৪	০১৯৯১১৩২১২৬	ddbagerhat@brdb.gov.bd
২৭	বরগুনা	০২৪৭৮৮৮৬৫৫০	০১৯৯১১৩২১৩২	ddborguna@brdb.gov.bd
২৮	পটুয়াখালী	০২৪৭৮৮৩৫৩৮৪	০১৯৯১১৩২১৩১	ddpatuakhali@brdb.gov.bd
২৯	ভোলা	০২৪৭৮৮৯৩১৪৩	০১৯৯১১৩২১৩০	ddbhola@brdb.gov.bd
৩০	বরিশাল	০২৪৭৮৮৬১৪১৫	০১৯৯১১৩২১২৯	ddbarisal@brdb.gov.bd
৩১	ঝালকাঠি	০২৪৭৮৮৭৫৬৪২	০১৯৯১১৩২১২৮	ddjhalokati@brdb.gov.bd
৩২	পিরোজপুর	০২৪৭৮৮৯০৫৮৯	০১৯৯১১৩২১২৭	ddpirojpur@brdb.gov.bd
৩৩	গোপালগঞ্জ	০২৪৭৮৮২১৭৪৫	০১৯৯১১৩২১৪৭	ddgopalgonj@brdb.gov.bd
৩৪	মাদারীপুর	০২৪৭৮৮১১৪৫০	০১৯৯১১৩২১৪৮	ddmadaripur@brdb.gov.bd
৩৫	শরীয়তপুর	০২৪৭৮৮১৫২২২	০১৯৯১১৩২১৪৯	ddshariatpur@brdb.gov.bd
৩৬	ফরিদপুর	০২৪৭৮৮০২৬৬২	০১৯৯১১৩২১৪৫	ddfaridpur@brdb.gov.bd
৩৭	রাজবাড়ী	০২৪৭৮৮০৭৫২৪	০১৯৯১১৩২১৪৬	ddrajbari@brdb.gov.bd
৩৮	মানিকগঞ্জ	০২৯৯৬৬১০৪২৯	০১৯৯১১৩২১৩৯	ddmanikgonj@brdb.gov.bd
৩৯	ঢাকা	০২৫৮৩১৪৬৬১২	০১৯৯১১৩২১৪০	dddhaka@brdb.gov.bd
৪০	মুন্সিগঞ্জ	০২৯৯৭৭৩১২৩১	০১৯৯১১৩২১৪৪	ddmunshigonj@ brdb.gov.bd
৪১	নারায়ণগঞ্জ	০২২২৪৪২৭২৬১	০১৯৯১১৩২১৪৩	ddnarayangonj@brdb.gov.bd
৪২	নরসিংদী	০২২২৪৪৫২৪৫০	০১৯৯১১৩২১৪২	ddnarsingdi@brdb.gov.bd
৪৩	গাজীপুর	০২২২৪৪২৩২৬৭	০১৯৯১১৩২১৪১	ddgazipur@brdb.gov.bd
৪৪	টাঙ্গাইল	০২৯৯৭৭৫৩৫৬৫	০১৯৯১১৩২১৩৭	ddtangail@brdb.gov.bd
৪৫	জামালপুর	০২৯৯৭৭৭২৭৭৪	০১৯৯১১৩২১৩৬	ddjamalpur@brdb.gov.bd
৪৬	শেরপুর	০২৯৯৭৭৮১৫৬৬	০১৯৯১১৩২১৩৫	ddsherpur@brdb.gov.bd
৪৭	ময়মনসিংহ	০২৯৯৭৭১০৬৩২	০১৯৯১১৩২১৩৪	ddmymensingh@brdb.gov.bd
৪৮	কিশোরগঞ্জ	০২৯৯৭৭৬১৫৪২	০১৯৯১১৩২১৩৮	ddkishoreganj@brdb.gov.bd

ক্রঃ নং	জেলার নাম	দাপ্তরিক ফোন	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
৪৯	নেত্রকোণা	০২৯৯৬৬৫১৮০৬	০১৯৯১১৩২১৩৩	ddnetrokona@brdb.gov.bd
৫০	সুনামগঞ্জ	০২৯৯৬৬০০০৮৪	০১৯৯১১৩২১৫০	ddsunamganj@brdb.gov.bd
৫১	সিলেট	০২৯৯৬৬৪২৭৭৪	০১৯৯১১৩২১৫১	ddsylhet@brdb.gov.bd
৫২	মৌলভীবাজার	০২৪১১১০৩২০	০১৯৯১১৩২১৫২	ddmbazar@brdb.gov.bd
৫৩	হবিগঞ্জ	০২৯৯৬৬০৬৪৪৩	০১৯৯১১৩২১৫৩	ddhabigonj@brdb.gov.bd
৫৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০২৩৩৪৪২৮২৪৭	০১৯৯১১৩২১৫৪	ddbbaria@brdb.gov.bd
৫৫	কুমিল্লা	০২৩৩৪৪০৬১১২	০১৯৯১১৩২১৫৫	ddcomilla@brdb.gov.bd
৫৬	চাঁদপুর	০২৩৩৪৪৮৭৫৬৭	০১৯৯১১৩২১৫৬	ddchandpur@brdb.gov.bd
৫৭	নোয়াখালী	০২৩৩৪৪৬২২৪১	০১৯৯১১৩২১৫৮	ddnoakhali@brdb.gov.bd
৫৮	লক্ষীপুর	০২৩৩৪৪৪১২৩৪	০১৯৯১১৩২১৫৭	ddlaxmipur@brdb.gov.bd
৫৯	ফেনী	০২৩৩৪৪৭৫০৯৯	০১৯৯১১৩২১৫৯	ddfeni@brdb.gov.bd
৬০	চট্টগ্রাম	০২৩৩৪৪৭০৩৯০	০১৯৯১১৩২১৬০	ddchittagong@brdb.gov.bd
৬১	কক্সবাজার	০২৫১০৬০২৭৩	০১৯৯১১৩২১৬১	ddcoxsbazar@brdb.gov.bd
৬২	বান্দরবান	০২৩৩৩৩০২৫৪৬	০১৯৯১১৩২১৬৪	ddbban@brdb.gov.bd
৬৩	রাঙ্গামাটি	০২৩৩৩৩৭১৭৯৮	০১৯৯১১৩২১৬৩	ddrangamati@brdb.gov.bd
৬৪	খাগড়াছড়ি	০২৩৩৩৩৪৩৮৬৫	০১৯৯১১৩২১৬২	ddkchari@brdb.gov.bd

দ্বাদশ অধ্যায়

চিত্রে বিআরডিবি

বিআরডিটিআই, সিলেটে নবযোগদানকৃত হিসাবরক্ষকগণের বুনিয়াদি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের সাথে বিআরডিবি'র মহাপরিচালক

বিআরডিটিআই, সিলেটে ইউআরডিও ও সমমর্যাদা এবং এআরডিও ও সমমর্যাদা কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের সাথে বিআরডিবি'র মহাপরিচালক

ঢাকার কেরানীগঞ্জে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা

উদকনিক, রংপুরে নবনির্মিত প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন বিআরডিবি'র মহাপরিচালক

নাটোর জেলাধীন নলডাঙ্গা উপজেলায় উপকারভোগীদের মাঝে ঋণ বিতরণ

যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলায় অর্থ বিভাগের উপসচিব ইরেসপো প্রকল্পের আওতাধীন সুফলভোগীর পেয়ারা বাগান পরিদর্শন করেন

বান্দরবান জেলাধীন দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচির উঠান বৈঠক

যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলায় ইরেসপো প্রকল্পের আওতাধীন সুফলভোগীর ফুলের বাগান পরিদর্শন করেন বিআরডিবি মহাপরিচালক

গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলার গৃধারীপুর গ্রামে নকশি কাঁথা পল্লীর সুফলভোগীদের কার্যক্রম পরিদর্শন

সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলায় দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্পের আওতায় উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ

গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলায় গিরপা প্রকল্পের সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলাধীন লালপুর ইউনিয়নে সুফলভোগীদের গুঁটকি পল্লীর কার্যক্রম

ইরেসপো-২ এর উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

পল্লী জীবিকান প্রকল্প-৩ এর উপকারভোগীর কার্যক্রম

বান্দরবান সদর উপজেলায় সিভিডিপি'র সুফলভোগীর আখখেত পরিচর্যা

চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ উপজেলার অপ্রধান শস্য কর্মসূচি'র সুফলভোগীর উৎপাদিত ফসল

বান্দরবান সদর উপজেলায় সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি'র উপকারভোগীর আখখেত

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি'র উপকারভোগীর মুরগি খামার

রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার পল্লী উদ্যোক্তা মোছাঃ মিনু বেগম এর পানবরজের একাংশ

বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলার পল্লী প্রগতি কর্মসূচি'র উপকারভোগী মংয়ইউ নিজের চাষকৃত জমিতে

শরীয়তপুর সদর উপজেলার উপকারভোগীর উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় পদাবিক কর্মসূচি'র সুফলভোগী'র নার্সারি

ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার অপ্রধান শস্য উৎপাদন কর্মসূচি'র উপকারভোগীর কম্পোস্ট সার উৎপাদন কার্যক্রম

রাজবাড়ী জেলাধীন বালিয়াকান্দি উপজেলায় উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর মুরগি পালন

বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধা কর্তৃক আয়োজিত পণ্য প্রদর্শনীতে সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন

গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির আওতায় পলাশবাড়ী উপজেলায় ভবানীপুর ব্যাগ পল্লীর উদ্যোক্তার কার্যক্রম

বান্দরবান সদর উপজেলার সুফলভোগী প্রনু মং মারমার পেয়ারা বাগান পরিদর্শন করছেন বিআরডিবি'র উপপরিচালক

যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলায় ইরেসপো-২য় পর্যায় এর উঠান বৈঠকে বিআরডিবি'র মহাপরিচালক

ইরেসপো-২য় পর্যায় এর কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ

গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের আওতায় পলাশবাড়ি উপজেলায় উপকারভোগীদের কার্যক্রম

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ফোন: +৮৮-০২-৪১০১০৩২০, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৪১০১০৩২১

ই-মেইল: dg@brdb.gov.bd

ওয়েবসাইট: www.brdb.gov.bd